No. VI.

*Under the patronage of the government of Bengal, and dedicated, by permission, to the Governor General of India.*

# ENCYCLOPÆDIA BENGALENSIS,

Or a series of publications in English and Bengali,

COMPILED FROM VARIOUS SOURCES,

ON HISTORY, SCIENCE, AND LITERATURE,

EDITED

BY THE REV. K. M. BANERJEA

"ψυχης ιατρειον"

*Diod. Sic.* 1. 49.

## History.

EGYPT.

CALCUTTA:
OSTELL AND LEPAGE, AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

1847.

A. LAWRENCE, PRINTER,
SUMACHAR CHUNDRICA PRESS.

THE

# HISTORY

OF

# ANCIENT EGYPT.

FROM

ROLLIN AND THE ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA

---

Calcutta:

OSTELL AND LEPAGE AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

1847.

671

# বিদ্যাকল্পদ্রুম

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

সংগৃহীত।

---

## ষষ্ঠ কাণ্ড।

---

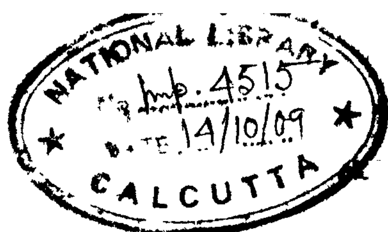
ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত

রলিন্স এন্সেণ্ট হিস্টরি এবং এন্সাইক্লোপিডিয়া
ব্রিটানিকা হইতে অনুবাদিত।

---

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ লরেন্স
সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

ইং ১৮৪৭ শক ১৭৬৯




# CONTENTS.

# EGYPT.

## THE DESCRIPTION OF EGYPT.

---

EGYPT comprehended anciently, within limits of no very great extent, a prodigious number of cities, and an incredible multitude of inhabitants.

It is bounded on the east by the Red Sea and the Isthmus of Suez, on the south by Ethiopia, on the west by Lybia, and on the north by the Mediterranean. The Nile runs from south to north, through the whole country, about two hundred leagues in length. This country is enclosed on each side with a ridge of mountains, which very often leave, between the foot of the hills and the river Nile, a tract of ground not above half a day's journey in length, and sometimes less.

On the west side, the plain grows wider in some places, and extends to twenty-five or thirty leagues. The greatest breadth of Egypt is from Alexandria to Damietta, being about fifty leagues.

Ancient Egypt may be divided into three principal parts; Upper Egypt, otherwise called Thebais, which

L.L.9

# ইজিপ্ত দেশের বর্ণন।

ইজিপ্ত অর্থাৎ মিশর দেশ পরিমাণে বৃহৎ নহে তথাপি পূর্ব্বকালে তন্মধ্যে ভূরি২ নগর এবং বহু সংখ্যক লোকের বসতি ছিল।

ঐ দেশের পূর্ব্বসীমা লাল সমুদ্র এবং সুএজ নামক ইস্থমস, দক্ষিন সীমা ইথিওপিয়া, পশ্চিম সীমা লাইবিয়া এবং উত্তর সীমা মেদিতরেনিন অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ সাগর। তথায় নীল নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া গিয়াছে তাহার দীর্ঘতা তিন শত ক্রোশ, অপর দেশের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বত শ্রেণী আছে এবং স্থানে২ পর্ব্বতের তল হইতে নীল নদী পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ দিবসের পথ বিস্তারে অথবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে উপত্যকাও আছে।

পশ্চিমাংশের তল ভূমির বিস্তার কোন২ স্থলে সপ্ত-ত্রিংশৎ অথবা পঞ্চচত্বারিংশৎ ক্রোশ কিন্তু ইজিপ্ত দেশের অন্যান্য অংশাপেক্ষা অলেগজন্দ্রিয়া এবং দামিএতার মধ্য স্থল অধিক বিস্তীর্ণ, সে স্থলের পরিমাণ প্রায় পঞ্চ সপ্ততি ক্রোশ।

ইজিপ্ত দেশ প্রাচীন কালে তিন প্রধান খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্যে "উচ্চতর ইজিপ্ত" সর্ব্ব দক্ষিণ খণ্ড, তাহার নামান্তর থিবাইস, দ্বিতীয় খণ্ড "মধ্য ইজিপ্ত" তাহার অন্য নাম হেপ্ত নোমিশ (এ শব্দের অর্থ সপ্ত প্রদেশ) কেননা

was the most southern part; Middle Egypt, or Heptanomis, so called from the seven Nomi or districts it contained; Lower Egypt, which included what the Greeks call Delta, and all the country as far as the Red Sea, and along the Mediterranean to Rhinocolura, or Mount Casius. Under Sesostris, all Egypt became one kingdom, and was divided into thirty-six governments or Nomi; ten in Thebais, ten in Delta, and sixteen in the country between both.

The cities of Syene and Elephantina divided Egypt from Ethiopia; and in the days of Augustus were the boundaries of the Roman empire.

---

CHAP. I.—*Thebais.*—THEBES, from whence Thebais had its name, might vie with the noblest cities in the universe. Its hundred gates, celebrated by Homer, are universally known; and acquired it the surname of Hecatonpylos, to distinguish it from the other Thebes in Bœotia. It was equally large and populous; and, according to history, could send out at once two hundred chariots and ten thousand fighting men at each of its gates. The Greeks and Romans have celebrated its magnificence and grandeur, though they saw it only in its ruins; so august were the remains of this city.

In Thebes, now called Said, have been discovered temples and palaces which are still almost entire,

সেখানে সাতটা নোমি অর্থাৎ প্রদেশ ছিল, তৃতীয় খণ্ড "নিম্ন ইজিপ্ত", গ্রীক ভাষায় দেল্‌তা নামে প্রসিদ্ধ দেশ এবং লাল সমুদ্র অবধি মেদিতরেনিন সাগর তীরস্থ রিনকলুরা কিম্বা কেসস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি ঐ খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। সিশস্ত্রিস রাজার অধিকার কালে সমুদয় ইজিপ্ত একচ্ছত্র হইয়া ষট্‌ত্রিংশৎ নোমি অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত হয়, তাহার মধ্যে থিবাইস ও দেল্‌তাতে দশ২ করিয়া বিংশতি আর মধ্যস্থলে ষোড়শ প্রদেশ ছিল।

সাইন ও এলিফান্তিনা নামক দুই নগর ইথিওপিয়ার সন্নিহিত ইজিপ্তের সীমা ছিল, অগস্তস রাজার কালে রোমানদেরও সাম্রাজ্য সেই পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

---

১ অধ্যায়। থিবাইস। থিবিস নগর হইতে থিবাইস খণ্ডের নাম হয়, সে নগর মহীমণ্ডলস্থ মহত্তম জনপদেরও সহিত তুল্য হইতে পারিত, হোমর তথাকার যে শত তোরণের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই আর তজ্জন্য বিওসিয়া দেশস্থ ঐ নামে প্রসিদ্ধ নগরান্তর হইতে প্রভেদ করণার্থ তাহার হেকেতম্পিলস (অর্থাৎ শতদ্বার) উপাধি হয়, সে নগরের যেমন অধিক বিস্তার ছিল তাহাতে তদ্রূপ অসংখ্য লোকও বসতি করিত, পুরাবৃত্তে লিখিত আছে তথায় যুদ্ধ সংক্রান্ত এত সম্পত্তি ছিল যে প্রত্যেক পুরদ্বার দিয়া একে কালে দুই শত রথ ও দশ সহস্র যোদ্ধা বহির্গত হইতে পারিত, বস্তুতঃ থিবিস নগর এতাদৃশ বিচিত্র ছিল যে তাহা উচ্ছিন্ন হইলেও গ্রীক ও রোমান লেখকেরা কেবল অবশিষ্টাংশ দেখিয়ামুক্ত কণ্ঠে তাহার মাহাত্ম্য এবং শোভার বর্ণনা করিয়াছেন।

adorned with innumerable columns and statues. One palace especially is admired, the remains whereof seem to have existed purely to eclipse the glory of the most pompous edifices. Four walks extending farther than the eye can see, and bounded on each side with sphinxes, composed of materials as rare and extraordinary as their size is remarkable, serve for avenues to four porticoes, whose height is amazing to behold. Besides, they who give us the description of this wonderful edifice, had not time to go round it; and are not sure that they saw above half; however, what they had a sight of was astonishing. A hall, which in all appearance stood in the middle of this stately palace, was supported by an hundred and twenty pillars, six fathoms round, of a proportionable height, and intermixed with obelisks, which so many ages have not been able to demolish. Painting had displayed all her art and magnificence in this edifice. The colours themselves, which soonest feel the injury of time, still remain amidst the ruins of this wonderful structure, and preserve their beauty and lustre; so happily could the Egyptians imprint a character of immortality on all their works. Strabo, who was on the spot describes a temple he saw in Egypt, very much resembling that of which I have been speaking.

The same author, describing the curiosities of Thebais, speaks of a very famous statue of Memnon, the

এক্ষণে সেইদ নামে প্রসিদ্ধ থিবাইস খণ্ডে অসংখ্য স্তম্ভ ও প্রতিমায় শোভিত নানাবিধ মন্দির এবং প্রাসাদ দৃষ্ট হই-য়াছে তাহা অদ্যাবধি প্রায় অভগ্নাবস্থায় আছে, তাহার মধ্যে একটী প্রাসাদের বিশেষ প্রশংসা সকলেরি প্রমুখাৎ শুনাযায়, তাহার অবশিষ্টাংশের শোভাতে মহীমণ্ডলস্থ অতি বৃহৎ অট্টালিকারও সৌন্দর্য্য মলিন হয়,তাহাতে চারিটা বারান্দা সংলগ্ন আছে যাহার উচ্চতায় দর্শক মাত্রের বিস্ময় জন্মে, প্রত্যেক বারান্দায় উপনীত হওনের এক২ এমত দীর্ঘ বর্ত্ম আছে যে তাহার সীমা দৃষ্টি পথকে অতিক্রমণ করে আর সে বর্ত্ম প্রত্যেক পার্শ্বে এক২ প্রকাণ্ডাবয়ব ও বিচিত্র বস্তুতে নির্ম্মিত স্ফিংক্স নামক প্রতিমায় বেষ্টিত আছে। যাঁহারা উক্ত অপূর্ব্ব প্রাসাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারাও সময়া-ভাবে তাহা প্রদক্ষিণ করিতে পারেন নাই এবং অর্দ্ধের অধিক দেখিয়াছেন ইহাও সন্দেহ স্থল তথাপি যাহা দেখি-য়াছেন তাহাতে চমৎকার বোধ হয়। এই বৃহৎ অট্টা-লিকার মধ্যাংশে এক শত বিংশতি স্তম্ভেতে আশ্রিত এক দালান ছিল সেই সকল স্তম্ভের প্রত্যেকের পরিধি চতুর্বিংশতি হস্ত এবং তৎপরিমাণানুযায়ি উন্নতি, আর মধ্যে২ ওবেলিস্ক নামক প্রস্তরময় চতুরস্র শঙ্কু ছিল যাহা অনেক কাল অতীত হইলেও নষ্ট হয় নাই, অপর প্রাসাদের মধ্য ভাগে সুশোভিত ছবিও ছিল তাহা অদ্যাবধি উক্ত নিকেতনের অবশিষ্টাংশের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং চিত্রিত লিপি কাল বশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র বিবর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উক্ত ছবির বর্ণ পর্য্যন্ত অদ্যাপি বিরূপ হয় নাই বরং উজ্জ্বল আছে অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে ইজিপ্তীয় লোকেরা আপনারদের শিল্প ক্রিয়া চিরস্থায়িনী করণে অতিশয় কুশল ছিল। স্ত্রাবো ইজিপ্ত দেশে গমন করিয়াছিলেন তিনিও এই প্রাসাদের সদৃশ এক মন্দির দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

remains whereof he had seen. It is said that this statue, when the beams of the rising sun first shone upon it in the morning, uttered an articulate sound. And, indeed, Strabo himself was an ear-witness of this; but then he doubts whether the sound came from the statue.

---

CHAP. II.—*Middle Egypt, or Heptanomis.*—MEMPHIS was the capital of this part of Egypt. Here were many stately temples, especially that of the god Apis, who was honoured in this city after a particular manner. I shall speak of it hereafter, as well as of the pyramids which stood in the neighbourhood of this place, and rendered it so famous. Memphis was situated on the west side of the Nile.

Grand Cairo, which seems to have succeeded Memphis, was built on the other side of that river. The castle of Cairo is one of the greatest curiosities in Egypt. It stands on a hill without the city, has a rock for its foundation, and is surrounded with walls of a vast height and solidity. You go up to the castle by a way hewn out of the rock, and which is so easy of ascent, that loaded horses and camels get up without difficulty. The greatest rarity in this castle is Joseph's well, so called, either because the Egyptians are pleased with ascribing their most

স্ত্রাবো থিবাইস দেশীয় বিচিত্র দ্রব্যের বর্ণনা করত মেম্নুনের আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি স্বয়ং ঐ মূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ দেখিয়াছিলেন। কথিত আছে অরুণোদয় কালে ঐ মূর্ত্তির উপর প্রথমতঃ রৌদ্র পাত হইলে তাহা হইতে ব্যক্তবর্ণ এক শব্দ নির্গত হইত, স্ত্রাবো তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন কিন্তু সে শব্দ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল।

---

২ অধ্যায়। মধ্য ইজিপ্ত অর্থাৎ হেপ্তনোমিস। ইজিপ্তের এই খণ্ডস্থ রাজধানীর নাম মেম্ফিস, সে নগরে অনেকানেক শোভাকর প্রকাণ্ড প্রাসাদ বিশেষতঃ এপিস নামে তথাকার আরাধিত দেবের মনোহর মন্দির ছিল এবং তৎসন্নিধানে পিরামিড নামক শূণ্ডাকৃতি স্তম্ভও ছিল যাহার কারণ ঐ দেশের মহা সুখ্যাতি হইয়াছে। এসকল বিচিত্র বস্তুর বর্ণনা পশ্চাৎ ক্রমশঃ করা যাইবে সম্প্রতি রাজধানীর বিবরণ লেখা যাইতেছে, মেম্ফিস নগর নীল নদীর পশ্চিম তটে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মেম্ফিস নগর ধ্বংস হইলে পর বোধ হয় কাইরো রাজধানী হইয়া থাকিবে ঐ নগর উক্ত নদীর পূর্ব্ব পারে নির্ম্মিত হয়, সেখানে যে দুর্গ ছিল তাহাকে ইজিপ্তের অতি বিচিত্র বস্তুর মধ্যে গণ্য করা যায় তাহা নগরের প্রান্তে পর্ব্বতোপরি গ্রথিত হয়, তাহার ভিত্তি মূল শিলাময় এবং প্রাচীর অতি কঠিন ও উচ্চ, সেখানে গমন করিবার পথ পর্ব্বত কর্ত্তন পূর্ব্বক এমত উত্তম কৌশলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে যে অশ্ব এবং উষ্ট্র দ্রব্যাদি বহনে ভারাক্রান্ত হইয়াও অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে, উক্ত দুর্গের মধ্যে "যোসেফের কূপ" নামক জলাকর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, এ নামের কারণ এই যে ইজিপ্ত দেশীয়েরা ঐ মহা পুরুষকে

remarkable particulars to that great man, or because there is really such a tradition in the country. This is a proof, at least, that the work in question is very ancient; and it is certainly worthy the magnificence of the most powerful kings of Egypt. This well has, as it were, two stories, cut out of the rock to a prodigious depth. One descends to the reservoir of water, between the two wells, by a stair-case seven or eight feet broad, consisting of two hundred and twenty steps, and so contrived, that the oxen, employed to throw up the water, go down with all imaginable ease, the descent being scarce perceptible. The well is supplied from a spring, which is almost the only one in the whole country. The oxen are continually turning a wheel with a rope, to which buckets are fastened. The water thus drawn from the first and lowermost well, is conveyed by a little canal, into a reservoir, which forms the second well; from whence it is drawn to the top in the same manner, and then conveyed by pipes to all parts of the castle. As this well is supposed by the inhabitants of the country to be of great antiquity, and has indeed much of the antique manner of the Egyptians, I thought it might deserve a place among the curiosities of ancient Egypt.

Strabo speaks of such an engine, which, by wheels and pullies threw up the water of the Nile to the top of a vast high hill; with this difference, that instead

আপনারদের বিচিত্র বস্তুর স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে আমোদ করে অথবা যোসেফ দ্বারা জলাশয় খননের কোন উদ্ভট ইতিহাস থাকিবে, সে কূপ এমত বিচিত্র যে তথাকার মহা প্রভাব শালি রাজারাও তৎসম্বন্ধে শ্লাঘা করিতে পারিতেন। ঐ কূপকে প্রকারান্তরে দ্বিবিধ কহা যাইতে পারে অর্থাৎ তৎসম্বলিত দুই জলাশয় পর্ব্বত কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রকাণ্ড অথচ গভীররূপে খনিত হইয়াছে, কূপের অন্তর্গত জলাধারে অবরোহণ করণার্থ পঞ্চ হস্ত বিস্তৃত এক সোপান আছে তাহার মধ্যে দুইশত বিংশতিটা পইঠা এমত কৌশলে শ্রেণী বদ্ধ হইয়াছে যে জল উত্তোলনের নিমিত্ত বৃষাদি সরল ভূমির ন্যায় অতি সহজে নামিতে পারে। ঐ কূপের জল একটা স্বাভাবিক উৎস হইতে সংগৃহীত হয় ইজিপ্তদেশে তদ্ভিন্ন আর উৎস নাই, কূপের জল উত্তোলনার্থ বৃষগণ রজ্জুদ্বারা নিরন্তর একটা চক্রকে ঘূর্ণায়মান করে তাহাতে তৎসংলগ্ন কতিপয় সেচন পাত্রে নিম্নাধার হইতে জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র প্রণালীর দ্বারা অন্য আধারে সঞ্চালিত হয় সেই আধারকেই দ্বিতীয় কূপ কহা যায়, সেখান হইতেও উক্ত প্রকারে জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রণালীর দ্বারা দুর্গের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ইজিপ্ত দেশের লোকেরা ঐ কূপকে অতি প্রাচীন জ্ঞান করে ফলতঃ তাহাতে প্রাচীনত্বের অনেক চিহ্নও আছে বটে অতএব তাহাকে এস্থলে প্রাচীন ইজিপ্তের বিচিত্র বস্তুমধ্যে গণ্য করা গেল।

স্ত্রাবো ঐরূপ আর এক যন্ত্রের প্রসঙ্গ করিয়াছেন তাহাতে চক্র ও কফিকল দ্বারা নীল নদীর জল একটা প্রকাণ্ড উচ্চ পর্ব্বতের শিখরোপরি উৎক্ষিপ্ত হইত, ঐ যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে এই

of oxen, a hundred and fifty slaves were employed to turn these wheels.

The part of Egypt of which we speak, is famous for several rarities, each of which deserves a particular examination. I shall relate only the principal, such as the obelisks, the pyramids, the labyrinth, the lake of Mœris, and the Nile.

SECT. I. *The Obelisks*—EGYPT seemed to place its chief glory in raising monuments for posterity. Its obelisks form at this day, on account of their beauty, as well as height, the principal ornament of Rome; and the Roman power, despairing to equal the Egyptians, thought it honour enough to borrow the monuments of their kings.

An obelisk is a quadrangular, taper, high spire, or pyramid, raised perpendicularly, and terminating in a point, to serve as an ornament to some open square; and is very often covered with inscriptions or hieroglyphics, that is, with mystical characters or symbols used by the Egyptians to conceal and disguise their sacred things, and the mysteries of their theology.

Sesostris erected in the city of Heliopolis two obelisks of extreme hard stone, brought from the quarries of Syene, at the extremity of Egypt. They were each one hundred and twenty cubits high, that is, thirty fathoms, or one hundred and eighty feet. The emperor Augustus, having made Egypt a province of

মাত্র প্রভেদ যে নীল নদীর জলোৎক্ষেপক যন্ত্রে বৃষের পরিবর্ত্তে সার্দ্ধ শত জন মনুষ্যের দ্বারা চক্র ঘূর্ণিত হইত।

ইজিপ্তের এই খণ্ড নানাবিধ অপূর্ব্ব বস্তুর নিমিত্ত খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে তাহার প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য কিন্তু এস্থলে কেবল ওবেলিস্ক, পিরামিড, ঘোরচক্র, মিরিসের হ্রদ এবং নীল নদীর বর্ণনা করা যাইবে কেননা ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

১ পরিচ্ছেদ। ওবেলিস্কের বিষয়। অনুমান হয় ইজিপ্তীয় লোকেরা উত্তর কালীন পুরুষদিগের নিরীক্ষণার্থ স্মরণীয় বস্তু নির্ম্মাণেই শ্লাঘা জ্ঞান করিত, তাহারদের ওবেলিস্ক অদ্যাপি রোম নগরে আছে তাহার উচ্চতা ও সৌষ্ঠবে সে নগর অতি সুশোভিত হয় ফলতঃ রোমানেরা শিল্প ক্রিয়ায় ইজিপ্তীয়দিগের তুল্য হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহারদের রাজকৃত বিচিত্র বস্তু গ্রহণ করাই আপনারদের পক্ষে শ্লাঘ্যতম জ্ঞান করিয়াছিল।

ওবেলিস্কের অর্থ চতুরস্র অথচ লম্বভাবে উচ্চ চূড়া কিন্তু পিরামিডের ন্যায় সূচ্যগ্র আকৃতি, তাহা প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় এই যে তাহাতে কোন বিস্তৃত অথচ অনাবৃত ক্ষেত্রের শোভা হয়, তাহার প্রায় চতুষ্পার্শ্বেই হাইরোগ্লিফিক নামে বিচিত্র লিপি আছে, সে লিপির বর্ণ অস্পষ্ট, ইজিপ্তীয়েরা ঐ নিগূঢ় অক্ষর দ্বারা আপনারদের পবিত্র বিষয়ের বর্ণনা এবং ধর্ম্মের রহস্য কথা গোপন করিয়া রাখিত।

শিসস্ত্রিস নামা নৃপতি হিলিওপোলীস নগরে কঠিনা প্রস্তরময় দুই ওবেলিস্ক স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রস্তর ইজিপ্তের প্রান্তে সাইন নামক নগরস্থ আকর হইতে সংগৃহীত হয় ঐ দুই ওবেলিস্ক প্রত্যেকে এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ। অনন্তর অগস্তস রাজা ইজিপ্ত দেশ নিজ সাম্রাজ্যাধীন করিয়া ঐ দুই ওবেলিস্ক রোম নগরে স্থানান্তর করিয়া-

the empire, caused these two obelisks to be transported to Rome, one whereof was afterwards broken to pieces. He durst not venture upon a third, which was of a monstrous size. It was made in the reign of Ramises: it is said that twenty thousand men were employed in the cutting of it. Constantius, more daring than Augustus, ordered it to be removed to Rome. Two of these obelisks are still seen, as well as another of an hundred cubits, or twenty-five fathoms high, and eight cubits, or two fathoms in diameter. Caius Cæsar had it brought from Egypt in a ship of so odd a form, that, according to Pliny, the like had never been seen.

Every part of Egypt abounded with this kind of obelisks; they were for the most part cut in quarries of Upper Egypt, where some are now to be seen half finished. But the most wonderful circumstance is, that the ancient Egyptians should have had the art and contrivance to dig even in the very quarry a canal, through which the water of the Nile ran in the time of its inundation; from whence they afterwards raised up the columns, obelisks, and statues on rafts, proportioned to their weight, in order to convey them into Lower Egypt. And as the country abounded every where with canals, there were few places to which those huge bodies might not be carried with ease; although their weight would have broken every other kind of engine.

ছিলেন তাহার মধ্যে একটা ভগ্ন হইয়া যায়, সমাট্ তাহা দেখিয়া আর একটা স্থানান্তর করিতে সাহস করেন নাই কেননা তাহার আকৃতি অতি প্রকাণ্ড ছিল, রামিশেস রাজার অধিকার কালে যখন ঐ তৃতীয় ওবেলিঙ্ক নির্ম্মিত হয় তখন তাহাতে বিংশতি সহস্র কর্ম্মকর নিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু তদনন্তর কনস্তানসিয়স রাজা অগস্তস অপেক্ষাও সাহসী হইয়া তাহা রোম নগরে আনাইয়াছিলেন স্থতরাং অদ্যাপি তথায় ঐ দুই ওবেলিঙ্ক দেখাযায় সেখানে তদ্ভিন্ন আরও একটা আছে তাহার উচ্চতা একশত হস্ত এবং ব্যাস অষ্টহস্ত, কাইস সিজর এক অদ্ভুতাকৃতি জাহাজ দ্বারা তাহা আনাইয়াছিলেন প্লিনি কহেন তদ্রূপ জাহাজ কেহ কখন দেখে নাই।

ইজিপ্তের সর্ব্বত্র এইপ্রকার বহুবিধ ওবেলিঙ্ক ছিল, উচ্চতর ইজিপ্তের প্রস্তরাকরে তাহা প্রস্তুত হইত সেখানে অদ্যাপি কএকটী ওবেলিঙ্ক অর্দ্ধসমাপ্তাবস্থায় আছে, এস্থলে চমৎ-কারের বিষয় এই যে ইজিপ্তীয়েরা আশ্চর্য্য বিদ্যার কৌশলে প্রস্তরাকরের মধ্যেই প্রণালী কাটিয়া নীল নদীর বৃদ্ধি কালে জল প্রবাহের পথ করিত পরে আধেয় বস্তুর গুরুত্ব পরিমাণে কাষ্ঠময় আধার করিয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ স্তম্ভ ওবেলিঙ্ক এবং প্রতিমা নিম্ন ইজিপ্তে লইয়া যাইত, ফলত দেশের সর্ব্বত্র প্রণালী থাকাতে তাহারা প্রায় সকল স্থানে উক্ত প্রকার প্রকাণ্ডাবয়ব বস্তু জল পথ দ্বারা আনায়াসে লইয়া যাইতে পারিত কিন্তু সে সকল বস্তুর এমত গুরুত্ব ছিল যে প্রকারান্তরে স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্য যন্ত্র ভগ্ন হইয়া যাইত।

SECT. II. *The Pyramids.*—A PYRAMID is a solid or hollow body, having a large, and generally a square base, and terminating in a point.

There were three pyramids in Egypt more famous than the rest, one whereof deserved to be ranked among the seven wonders of the world; they did not stand very far from the city of Memphis. I shall take notice here only of the largest of the three. This pyramid, like the rest, was built on a rock, having a square base, cut on the outside as so many steps, and decreasing gradually quite to the summit. It was built with stones of a prodigious size, the least of which were thirty feet, wrought with wonderful art, and covered with hieroglyphics. According to several ancient authors, each side was eight hundred feet broad and as many high. The summit of the pyramid, which, to those who viewed it from below, seemed a point, was a fine platform, composed of ten or twelve massy stones, and each side of that platform sixteen or eighteen feet long.

M. de Chazelles, of the academy of sciences, who went purposely on the spot in 1693, gives us the following dimensions:

| | |
|---|---|
| The side of the square base .... | 119 fathoms. |
| The fronts are equilateral triangles, and therefore the superficies of the base is .. | 12,100 square fathoms. |
| The perpendicular height .... | $77\frac{3}{4}$ fathoms. |
| The solid contents ......... | 313,590 cubical fathoms. |

২ পরিচ্ছেদ। পিরামিডের বিষয়। কোন রন্ধ্রহীন অথবা অন্তঃশূন্য বস্তুর তলভূমি চতুরস্র এবং বৃহৎ আর শিখর সূচ্যগ্রের ন্যায় হইলে তাহাকে পিরামিড কহে।

ইজিপ্তের মধ্যে তিন পিরামিড সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রসিদ্ধ ছিল তাহার একটা পৃথিবীর সপ্ত অদ্ভুত পদার্থ মধ্যে যথার্থ রূপে গণিত হইয়াছে, ঐ তিন পিরামিড মেম্ফিস নগরের নিকটে ছিল। আমরা এস্থলে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পিরামিডের বর্ণনা করিব, তাহাও অন্যান্য পিরামিডের ন্যায় শৈলোপরি স্থাপিত এবং তাহার ভূমি অর্থাৎ অধোভাগ চতুরস্র আর পৃষ্ঠভাগ ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হওয়াতে বিস্তারের হ্রাস হইয়া অবশেষে সূচ্যগ্রের ন্যায় শিখর হয়; এই পিরামিড আশ্চর্য্য কৌশলে প্রকাণ্ডং প্রস্তরে গ্রথিত হইয়াছিল তাহার অনেক স্থানে অস্পষ্ট হাইরোগ্লিফিক লিপি ছিল প্রত্যেক প্রস্তরের পরিমাণ ন্যূন কল্পে বিংশতি হস্ত। কতিপয় পূর্ব্বতন গ্রন্থকার কহেন পিরামিডের প্রত্যেক ভিত্তির বিস্তার ও উচ্চতা পঞ্চশত হস্ত ইহাতে তাহার চূড়া নীচস্থ দর্শকদিগের পক্ষে বিন্দু মাত্র বোধ হয় কিন্তু বস্তুত তাহা দশ কিম্বা দ্বাদশ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বিস্তীর্ণ স্থল এবং প্রত্যেক পার্শ্বে একাদশ কিম্বা দ্বাদশ হস্ত দীর্ঘ।

দর্শন বিদ্যার একাদিমি অর্থাৎ চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সেজেল সাহেব খ্রীষ্টীয় ১৬৯২ বর্ষে ঐ পিরামিড নিরীক্ষণ করিবার মানসে গিয়াছিলেন তিনি তদ্বিষয়ে নিম্ন লিখিত পরিমাণ বর্ণনা করিয়াছেন যথা।

ভূমি সম চতুর্ভুজ, প্রত্যেক ভুজ.... .... .... .... ৪৪০ হস্ত
প্রত্যেক বহিস্থ পার্শ্ব সমবাহু ত্রিভুজ স্বরূপ অতএব ভূমির
তল পরিমাণ .... .... .... .... ....১৯৩৬০০ বর্গহস্ত
লম্বভাবে উচ্চতা .... .... .... .... .... ৩১১ হস্ত
পিরামিডের ঘন পরিমাণ .... .... ২০০৬৯৭৬০ ঘনহস্ত

A hundred thousand men were constantly employed about this work, and were relieved every three months by the same number. Ten complete years were spent in hewing out the stones, either in Arabia or Ethiopia, and in conveying them to Egypt; and twenty years more in building this immense edifice, the inside of which contained numberless rooms and apartments. There were expressed on the pyramid, in Egyptian characters, the sums it cost only in garlic, leeks, onions, and the like, for the workmen; and the whole amounted to sixteen hundred talents of silver, that is, four millions five hundred thousand French livres (about 25,000*l.* sterling); from whence it was easy to conjecture what a vast sum the whole must have amounted to.

Such were the famous Egyptian pyramids, which by their figure, as well as size, have triumphed over the injuries of time and the Barbarians. But what efforts soever men may make, their nothingness will always appear. These pyramids were tombs; and there is still to be seen, in the middle of the largest, an empty sepulchre, cut out of one entire stone, about three feet deep and broad, and a little above six feet long. Thus all this bustle, all this expence, and all the labours of so many thousand men, ended in procuring a prince, in this vast and almost boundless pile of building, a little vault six feet in length. Besides, the kings who built these pyramids, had it not in their

এই পিরামিড নির্ম্মাণে লক্ষ লোক সদা ব্যাপৃত থাকিত এবং তিন মাস অন্তর লোক পরিবর্ত্তন হইত আরব কিম্বা ইথিওপিয়া দেশে কেবল প্রস্তর কর্ত্তন করিয়া ইজিপ্তে আনিতে সম্পূর্ণ দশ বৎসর অতীত হইয়াছিল পরে অসংখ্য অন্তর্ব্বর্ত্তি কুঠরীসমেত ঐ প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রথিত করণে আরও বিংশতি বৎসর ক্ষেপণ হয়, নির্ম্মাণকারকদিগের আহারা কেবলর্থ লশুন পলাণ্ডু প্রভতি শাক শস্যাদির ক্রয়ে কত অর্থ ব্যয় হয় তাহা পিরামিডের উপরে ইজিপ্তীয় অক্ষরে লিখিত ছিল তাহার সংখ্যা ষোড়শ শত তালন্ত রৌপ্য অর্থাৎ প্রায় ২৫০০০০ টাকা, অতএব সমুদয়ে কিপর্য্যন্ত বহু ব্যয় হইয়া ছিল তাহা এই পরিমাণানুসারে অনুমান করা যাইতে পারে।

ইজিপ্ত দেশের প্রসিদ্ধ পিরামিড সমূহ কিপ্রকার বিচিত্র উপরে তাহার সূচনা করা গেল, ঐ সকলের গঠন এবং আকৃতি এমত উত্তম যে কালাত্যয় এবং অসভ্য লোকের উপদ্রবেও তাহার কোন হানি হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যের যত্ন প্রায় সার্থক হয় না, ইজিপ্তীয় লোকেরা কেবল শবের সমাধিস্থান করিবার অভিপ্রায়ে ঐসকল প্রকাণ্ড পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল ফলতঃ সর্ব্ব বৃহত্তম পিরামিডে অদ্যাপি এক খণ্ড প্রস্তরময় শবাধার দেখা যায় তাহার পরিমাণ গভীরতা ও বিস্তারে দুই হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে চারি হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক অতএব এত সমারোহ ও রাশীকৃত অর্থব্যয় এবং সহস্র২ লোকের পরিশ্রমের অবশেষে এই মাত্র ফল হইয়াছিল যে এক জন নৃপতি মৃত্যুকালে ঐ প্রকাণ্ড ও অপরিমিতপ্রায় বৃহৎ অট্টালিকায় চারি হস্ত মাত্র দীর্ঘ স্থল দেহের আধার স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অধিকন্তু যে২ নৃপতি ঐ সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারদের শরীরও তথায় সমাধি পায় নাই সুতরাং তাঁহারা আপনারদের বহু যত্নের কবরস্থানে বঞ্চিত

power to be buried in them; and so did not enjoy the sepulchre they had built. The public hatred which they incurred, by reason of their unheard-of cruelties to their subjects in laying such heavy tasks upon them, occasioned their being interred in some obscure place, to prevent their bodies from being exposed to the fury and vengeance of the populace.

This last circumstance which historians have taken particular notice of, teaches us what judgment we ought to pass on these edifices, so much boasted of by the ancients. It is but just to remark and esteem the noble genius which the Egyptians had for architecture; a genius that prompted them from the earliest times, and before they could have any models to imitate, to aim in all things at the grand and magnificent; and to be intent on real beauties, without deviating in the least from a noble simplicity, in which the highest perfection of the art consists. But what idea ought we to form of those princes who considered as something grand, the raising by a multitude of hands, and by the help of money, immense structures, with the sole view of rendering their names immortal; and who did not scruple to destroy thousands of their subjects to satisfy their vain glory! They differed very much from the Romans, who sought to immortalise themselves by works of a maginficent kind, but at the same time of public utility.

হইয়াছিলেন তাঁহারা ঐ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ প্রজারদিগকে দুঃসহ ভারাক্রান্ত করিয়া বিজাতীয় ক্রূরতা প্রকাশ করাতে সকলেই এমত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে সাধারণে যদি রাগোন্মাদ বশতঃ দেহের প্রতি অত্যাচার করে এই শঙ্কায় প্রজাদের অগোচর নিভৃত স্থানে তাঁহারদের সৎকার হয়।

পুরাবৃত্ত লেখকেরা পিরামিড নির্ম্মাণ কর্ত্তারদের এই দুর্গতির বিষয় বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং প্রাচীন পুরুষেরা উক্ত অট্টালিকার নিমিত্ত মহা দর্প করিলেও আমারদের তদ্বিষয়ে যাহা বিবেচনা কর্ত্তব্য হইতেই তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। ইজিপ্তীয় লোকদিগের নির্ম্মাণ দক্ষতা প্রশংসনীয় বটে কেননা তাহারা আদ্য কালাবধি ঐ শক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং কোন আদর্শ না দেখিয়া অদ্ভুত কল্পনায় উৎসুক হইত আর রচনার সারল্য রক্ষা করিয়াও যথার্থ শোভা বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল, ফলেও সারল্য সংযুক্ত শোভাতেই শিল্প ক্রিয়ার পারদর্শিতা দেদীপ্যমান হয় কিন্তু যে২ রাজারা কেবল স্ব২ সুখ্যাতি চিরস্থায়িনী করণার্থ লক্ষ২ লোককে ক্লেশ দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে নিরর্থক এমত প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আপনারদিগকে উদারচেষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং আপনারদের বৃথা অভিমান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অকাতরে সহস্র২ প্রজা নষ্ট করিতেন সে সকল কুৎসিত নৃপতিদিগকে কি প্রকারে প্রশংসা করা যাইতে পারে? ফলতঃ তাহারদের ঐ প্রবৃত্তিতে রোমান দিগের ন্যায় পুরুষার্থ ছিলনা, রোমানেরা যে সকল মহৎ২ ক্রিয়ার দ্বারা আপনার দিগের নাম চির উজ্জ্বল করিতে যত্ন করিত তাহাতে সাধারণের মহোপকার সম্ভাবনা ছিল।

Pliny gives us, in few words, a just idea of these pyramids, when he calls them a foolish and useless ostentation of the wealth of the Egyptian kings. And adds, that by a just punishment their memory is buried in oblivion; the historians not agreeing among themselves about the names of those who first raised those vain monuments. In a word, according to the judicious remark of Diodorus, the industry of the architects of those pyramids is no less valuable and praise-worthy, than the design of the Egyptian kings contemptible and ridiculous.

But what we should most admire in these ancient monuments is, the true and standing evidence they give of the skill of the Egyptians in astronomy; that is, in a science which seems incapable of being brought to perfection, but by a long series of years, and a great number of observations. M. de Chazelles, when he measured the great pyramid in question, found that the four sides of it were turned exactly to the four quarters of the world; and consequently showed the true meridian of that place. Now, as so exact a situation was in all probability purposely pitched upon by those who piled up this huge mass of stones, above three thousand years ago; it follows, that during so long a space of time, there has been no alteration in the heavens in that respect, or (which amounts to the same thing) in the poles

প্লিনি সংক্ষেপে ঐ সকল পিরামিডের বর্ণনা করিয়া যাহা কহেন তাহা অতি যথার্থ, তিনি লেখেন যে পিরামিড নির্ম্মাণে ইজিপ্তরাজদের বৃথা ধন মদ মাত্র প্রকাশ পায়, আরও কহেন ঐ নৃপতিদের নাম লুপ্ত হওয়াতে তাহারদের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে, ফলতঃ পুরাবৃত্ত রচকেরা সকলে উক্ত নিরর্থক অট্টালিকার আদ্য স্থাপন কর্ত্তারদের নাম এক মতে নির্দ্দেশ করে নাই, দাইওদোরস অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে পিরামিড নির্ম্মাণকারক কার্য্যকুশল কারিকরদিগের পরিশ্রম যেমত প্রশংসনীয় তাহারদের নিয়োজক ইজিপ্তরাজদের প্রতিজ্ঞা তদ্রূপ জঘন্য ও হাস্যাস্পদ।

ঐ সকল পূর্ব্বতন অট্টালিকার মধ্যে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে তাহাতে ইজিপ্তীয়দের খগোল বিদ্যায় পারদর্শিতার যথার্থ এবং চিরস্থায়ি প্রমাণ পাওয়া যায় বহুকাল ব্যাপিয়া নানাবিধ গণনা না করিলে সে বিদ্যায় সম্পূর্ণ রূপে নিপুণ হওয়া যায় না, সেজেল সাহেব পূর্ব্বোক্ত বৃহৎপিরামিডের পরিমাণ করত নিরূপণ করিয়াছিলেন যে তাহার চতুস্পার্শ্ব পশ্চিমাদি চতুর্দ্দিকের যথার্থ অভিমুখ সুতরাং তাহাতে তথাকার যাম্যোত্তর রেখা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইত, ঐপ্রকাণ্ড প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ কারকেরা অবশ্য গণনা দ্বারা যথার্থ দিগ্নির্ণয় পূর্ব্বক ভূমি নির্দ্ধারিত করিয়া থাকিবে, অতএব তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ গণনা হওয়াতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে বহুকাল গতেও গগণ মণ্ডল এবং পৃথিবীর ধ্রুব ও

of the earth or the meridians. This is M. de Fontenelle's remark in his eulogium of M. de Chazelles.

SECT. III. *The Labyrinth.*—WHAT has been said concerning the judgment we ought to form of the pyramids, may also be applied to the labyrinth which Herodotus, who saw it, assures us was still more surprising than the pyramids. It was built at the most southern part of the lake of Mœris, whereof mention will be made presently, near the town of Crocodiles, the same with Arsinoe. It was not so much one single palace, as a magnificent pile composed of twelve palaces, regularly disposed, which had a communication with each other. Fifteen hundred rooms, interspersed with terraces, were ranged round twelve halls, and discovered no outlet to such as went to see them. There were the like number of buildings under ground. These subterraneous structures were designed for the burying-place of the kings, and (who can speak this without confusion and without deploring the blindness of man!) for keeping the sacred crocodiles, which a nation, so wise in other respects, worshipped as gods.

In order to visit the rooms and halls of the labyrinth, it was necessary, as the reader will naturally suppose, for people to take the same precaution as Ariadne made Theseus use, when he was obliged

যাম্যোত্তর রেখার কোন প্রকার বিপর্য্যয় হয় নাই, ফন্তেলেন সাহেব সেজেলের প্রশংসা করত এই উক্তি করিয়াছেন।

৩ পরিচ্ছেদ। ঘোর চক্র। পিরামিডের বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা কর্ত্তব্য ঘোরচক্র নামক গৃহের বিষয়েও তদ্রূপ করা উচিত, হিরদতস প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন ঐ ঘোরচক্র পিরামিড অপেক্ষাও আশ্চর্য্য, মিরিস নামে প্রসিদ্ধ হ্রদ যাহার বর্ণনা পরে করা যাইবে তাহার দক্ষিণ প্রান্তে কুম্ভীর নগর অর্থাৎ আর্সিনোইর নিকটে ঐ দুর্গম চক্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এক প্রাসাদরূপী না হইয়া বরং শৃঙ্খলা পূর্ব্বক স্থাপিত এবং পরস্পর সংলগ্ন দ্বাদশ সুশোভিত গৃহাবলী স্বরূপ ছিল, তাহার মধ্যে দ্বাদশ দালানের চতুষ্পার্শ্বে অন্তর্ব্বর্ত্তি ছাদ সম্বলিত পঞ্চদশ শত কুঠরী ছিল, আর তাহা এমত কৌশলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল যে দর্শকেরা অন্তরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিবার পথ দেখিতে পাইত না, মৃত্তিকার নীচেও তৎসংখ্যক গৃহ ছিল তাহা রাজাদের দেহের সমাধি এবং প্রতিষ্ঠিত কুম্ভীর মূর্ত্তি স্থাপনের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয়, হায় মনুষ্যের কি দুর্বুদ্ধি ও ধর্ম্মান্ধতা! অন্যান্য বিষয়ে এমত বিচক্ষণ লোকেরাও কুম্ভীরকে দেবতাবোধে পূজা করিত।

এই ঘোর চক্রের দালান এবং কুঠরী দর্শন করিতে গেলে অতি সাবধান ও কৌশল পূর্ব্বক প্রবেশ করিতে হইত, আরিয়দনী নাম্নী রাজকুমারীর অনুরোধে দিদেলস নামক নির্ম্মাণ দক্ষের সাহায্যে থিসিস রাজা যেমত ক্রীট দেশীয় ঘোরচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধবৃষরূপি দানবকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন তদ্রূপ উপায় ব্যতিরেকে

to go and fight the Minotaur in the labyrinth of Crete. Virgil describes it in this manner:

And as the Cretan labyrinth of old,
With wand'ring ways, and many a winding fold,
Involv'd the weary feet without redress,
In a round error, which deny'd recess:
Not far from thence he grav'd the wond'rous maze:
A thousand doors, a thousand winding ways.

SECT. IV. *The Lake of Mœris.*—THE noblest and most wonderful of all the structures or works of the kings of Egypt, was the lake of Mœris: accordingly, Herodotus considers it as vastly superior to the pyramids and labyrinth. As Egypt was more or less fruitful in proportion to the inundations of the Nile; and as in these floods, the too general flow or ebb of the waters were equally fatal to the lands; king Mœris, to prevent these two inconveniencies, and correct, as far as lay in his power, the irregularities of the Nile, thought proper to call art to the assistance of nature; and so caused the lake to be dug, which afterward went by his name. This lake was in circumference about three thousand six hundred stadia, that is, about one hundred and eighty French leagues, and three hundred feet deep. Two pyramids, on each of which stood a colossal statue, seated on a throne, raised their heads to the height of three hundred feet, in the midst of the lake, whilst their foundations took up the same space under the water; a proof that they were erected before the cavity was filled,

ঐ ইজিপ্তীয় চক্র দর্শন করা অসাধ্য হইত, তদ্বিষয়ে বর্জিল কবির এই উক্তি।

ক্রীট দেশে ছিল এক মহা ঘোর চক্র।
অন্ধময় ভিত্তি তার বর্ত্ম সব বক্র ।।
সহস্র পথেতে পান্থ পড়ে দিকভ্রমে।
বাহিরে আসিতে নারে বহু পরিশ্রমে।।
কেবল থিসিস রাজা প্রবেশ করিয়া।
কৌশলে উত্তীর্ণ হয় সূত্রাগ্র ধরিয়া।।

৪ পরিচ্ছেদ। মিরিসের হ্রদ। ইজিপ্ত রাজদিগের সমস্ত বিচিত্র রচনা ও মহৎ কার্য্যের মধ্যে মিরিসের হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান একারণ হিরদতস পিরামিড এবং ঘোর চক্র হইতেও তাহার অধিক প্রশংসা করেন। নীল নদীর উত্তলনানুসারে ইজিপ্ত দেশে শস্যোৎপত্তির ন্যূনাধিক্য হইত কেননা জল প্লাবনের আতিশয্য অথবা স্বল্পতা হইলে ভূমির উর্ব্বরতায় ব্যাঘাত পড়িত একারণ মিরিস রাজা কৃত্রিম উপায় দ্বারা নদীর অনিয়মিত বৃদ্ধি সংক্রান্ত উভয় প্রকার আপদের যথা সাধ্য নিবারণ করণার্থ এক হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন, সে হ্রদ তাঁহার নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার পরিধি পরিমাণ দুইশত সপ্ততি ক্রোশ এবং গভীরতা প্রায় দুইশত হস্ত, হ্রদের মধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট বৃহৎ মূর্ত্তিতে মণ্ডিত দুই পিরামিড ছিল, তাহারদের প্রত্যেকের উচ্চতা জলের উপর দুই শত হস্ত এবং জলের নীচেও ভিত্তিমূল তাবৎ পরিমাণ ছিল, ইহাতে বোধ হয় ঐ বৃহৎ খাত জলে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দুই পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল সুতরাং সেই

and a demonstration that a lake of such vast extent was the work of man's hands, in one prince's reign. This is what several historians have related concerning the lake Mœris, on the testimony of the inhabitants of the country. And the bishop of Meaux, in his discourse on Universal History, relates the whole as fact. With regard to myself, I will confess, that I do not see the least probability in it. Is it possible to conceive, that a lake of a hundred and eighty leagues in circumference, could have been dug in the reign of one prince? In what manner, and where, could the earth taken from it be conveyed? What should prompt the Egyptians to lose the surface of so much land? By what arts could they fill this vast tract with the superfluous waters of the Nile? Many other objections might be made. In my opinion, therefore, we ought to follow Pomponius Mela, an ancient geographer: especially as his account is confirmed by several modern travellers. According to that author, this lake is but twenty thousand paces, that is, seven or eight French leagues in circumference.

This lake had a communication with the Nile, by a great canal, four leagues long, and fifty feet broad. Great sluices either opened or shut the canal and lake, as there was occasion.

The charge of opening or shutting them amounted to fifty talents, that is, fifty thousand French

প্রকাণ্ড হ্রদ মনুষ্যের কৃত বটে এবং এক রাজার শাসন কালেই প্রস্তুত হইয়াছিল; অনেক পুরাবৃত্ত রচক তদ্দে-শীয় লোকদিগের কথা প্রমাণ মিরিস হ্রদের বিষয়ে ঐ রূপ অনুমান করিয়াছেন এবং মো দেশের বিশপ বোসোএ সর্ব্বদেশীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ে উপদেশ করত ঐ অনুমানকে যথার্থ কহিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক সে অনু-মান অলীক বোধ হয় কেননা এক রাজার কালে দুই শত সপ্ততি ক্রোশ পরিমিত পরিধি বিশিষ্ট হ্রদের খাত হইয়াছিল ইহা কি প্রকারে সম্ভাব্য? তাহা হইলে ঐ প্রকাণ্ড খাতের মৃত্তিকা কোথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা স্থানান্তর হইল? ইজিপ্ত দেশীয় লোকেরাই বা কেন এমত বিস্তীর্ণ ভূমি ভোগে বঞ্চিত হইতে স্বীকার করিবেক? আর এমত প্রকাণ্ড হ্রদ কীদৃশ কৌশলেই বা নীল নদীর অতিরিক্ত জলে পূর্ণ হইয়াছিল? এইরূপ আরও অনেক আপত্তি করা যাইতে পারে, অতএব আমাদিগের মতে পূর্ব্বতন ভূগোল বেত্তা পম্পোনিয়স মেলার বর্ণনাই যথার্থ বোধ হয় এবং তাহা অনেক আধুনিক ভ্রমণ কারিদের কথা প্রমাণ দৃঢতর হই-য়াছে, উক্ত ভূগোল বেত্তার মতে ঐ হ্রদের পরিধি পরিমাণ কেবল একাদশ বা দ্বাদশ ক্রোশ মাত্র।

ঐ হ্রদ দৈর্ঘ্যে ছয় ক্রোশের অধিক এবং বিস্তারে ত্রয়-স্ত্রিংশৎ হস্ত এমত এক বৃহৎ প্রণালির দ্বারা নীল নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল, আর হ্রদ এবং প্রণালির দ্বার প্রয়োজন মতে প্রকাণ্ড কবাট দ্বারা মুক্ত বা রুদ্ধ হইত।

হ্রদের দ্বার মুক্ত বা রুদ্ধ করণে পঞ্চাশৎ তালন্ত অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকা ব্যয় হইত. আর হ্রদের

crowns (11,250*l.* sterling). The fishing of this lake brought the monarch immense sums; but its chief use related to the overflowing of the Nile. When it rose too high, and was like to be attended with fatal consequences, the sluices were opened; and the waters, having a free passage into the lake, covered the lands no longer than was necessary to enrich them. On the contrary, when the inundation was too low and threatened a famine, a sufficient quantity of water, by the help of drains, was let out of the lake, to water the lands. In this manner the irregularities of the Nile were corrected; and Strabo remarks, that, in his time, under Petronius, a governor of Egypt, when the inundation of the Nile was twelve cubits, a very great plenty ensued; and even when it rose but to eight cubits, the dearth was scarce felt in the country; doubtless, because the waters of the lake made up for those of the inundation, by the help of canals and drains.

SECT. V. *The Inundations of the Nile.*—THE Nile is the greatest wonder of Egypt. As it seldom rains there, this river, which waters the whole country by its regular inundations, supplies that defect, by bringing, as a yearly tribute, the rains of other countries; which made a poet say ingeniously, "The Egyptian pastures, how great soever the drought may be, never implore Jupiter for rain"

মধ্যে ধীবর ব্যবসায়ে অনেক অর্থ রাজ কোষে আদায় হইত কিন্তু নীলনদীর জলপ্লাবন শোধন করাই তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, নদীর অতিশয় বৃদ্ধিদ্বারা দেশের হানি হইবার সম্ভাবনা হইলে প্রণালির দ্বার মুক্ত করা যাইত তাহাতে জলরাশি ভূমিকে উর্ব্বরা করণার্থ প্রয়োজন মতে সিক্ত করিয়া হ্রদের মধ্যে পতিত হইত, এবং নদীতে যথেষ্ট জলবৃদ্ধি না হওয়াতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইলে নালা-দ্বারা হ্রদ হইতে জল নির্গত করিয়া শস্য ক্ষেত্রে সেচন করিত সুতরাং নীল নদীর নিয়মিত প্লাবনের বৈলক্ষণ্য হইলে কোন হানি হইত না। স্ত্রাবো কহেন তাঁহার জীবদ্দশায় পিত্রোনিয়স নামক ইজিপ্তদেশীয় শাসনকর্ত্তার কালে দ্বাদশ হস্ত পরিমাণে নীল নদী বৃদ্ধি হয় তাহাতেও যথেষ্ট শস্য জন্মিয়াছিল এবং একবার অষ্ট হস্তের অধিক জল বৃদ্ধি না হইলেও দুর্ভিক্ষ হয় নাই তাহার কারণ এই যে প্রণালীর দ্বারা উক্ত হ্রদের জলে নদী বৃদ্ধির দোষ শোধিত হইয়াছিল।

৫ পরিচ্ছেদ। নীল নদীর প্লাবনের বিষয়। ইজিপ্তের মধ্যে নীল নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র, ঐ নদীর গুণে দেশ মধ্যে অনাবৃষ্টি ঘটিত উৎপাত্তি নিবারিত হয়, তথায় বৃষ্টি না হইলেও অন্যান্য দেশের বৃষ্টিপাতে ধারাবাহিক নদী বৃদ্ধি হওয়াতে প্রতিবৎসর রাজস্বের ন্যায় জল আসিয়া উপস্থিত হইত একারণ এক জন কবি রসিক হইয়া কহিয়াছিলেন "ইজিপ্ত দেশীয় কৃষকেরা অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হইলেও কখন দেবতার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করে না"।

To multiply so beneficent a river, Egypt was cut into numberless canals of a length and breadth proportioned to the different situation and wants of the lands. The Nile brought fertility every where with its salutary streams; united cities one with another, and the Mediterranean with the Red Sea; maintained trade at home and abroad, and fortified the kingdom against the enemy; so that it was at once the nourisher and protector of Egypt. The fields were delivered up to it; but the cities which were raised with immense labour, and stood like islands in the midst of the waters, looked down with joy to the plains which were overflowed, and at the same time enriched by the Nile.

This is a general idea of the nature and effects of this river, so famous among the ancients. But a wonder so astonishing in itself, and which has been the object of the curiosity and admiration of the learned in all ages, seems to require a more particular description, in which I shall be as concise as possible.

1. *The Source of the Nile.*—The ancients placed the sources of the Nile in the Mountains of the Moon (as they are commonly called) in the 10th degree of south latitude. But our modern travellers have discovered that they lie in the 12th degree of north latitude; and by that means they cut off about four or five hundred leagues of the course which the ancients gave that river. It rises at the foot of a great

ঐ মঙ্গল দায়িকা নদীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করণার্থ ইজিপ্ত দেশের মধ্যে উপযুক্ত দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অসংখ্য খাল প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে নীল তরঙ্গিণীর শুভ প্রবাহে সমস্ত ভূমি উর্ব্বরা হইত এবং ভিন্ন২ নগর পরস্পর সংযুক্ত থাকিত, ভূমধ্যস্থ ও লাল সমুদ্রও তদ্দ্বারা সংলগ্ন হয় বিশেষতঃ তাহাতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও শত্রুদের সম্বন্ধে রাজ্যের দুর্গম্যতা হইয়াছিল সুতরাং নীল নদীকে এক প্রকারে ইজিপ্তের পোষক এবং রক্ষক কহা যাইতে পারে, নদী বৃদ্ধি হইলে সমস্ত ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া যাইত কেবল বহু পরিশ্রমে উচ্চীকৃত জনপদ সকল জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হইত এবং লোকেরা জলমগ্ন ভূমি অবলোকন করিয়া নীল নদীর দ্বারা ফলদায়িকা হইয়াছে এই জ্ঞানে আনন্দিত হইত।

পাঠক বর্গ উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে ঐ প্রাচীন প্রসিদ্ধ নদীর বিষয়ে আপাততঃ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারি-বেন কিন্তু সর্ব্ব কালীন বিদ্বান জনেরা ঐ অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র তরঙ্গিণীর প্রশংসা ও গুণ বর্ণন করিয়াছেন অতএব তদ্বি-ষয়ের বিস্তার বর্ণনা করা কর্ত্তব্য বোধে সংক্ষেপ পূর্ব্বক আরও লেখা যাইতেছে।

১ নীল নদীর উৎপত্তি। প্রাচীন দিগের মতে দশ সংখ্যক দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত সোমগিরি নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বতে নীল নদীর উৎপত্তি, কিন্তু আধুনিক ভ্রমণ কারিরা কহেন দ্বাদশ সংখ্যক উত্তর অক্ষাংশে তাহা উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাঁর-দের বচনানুসারে নদীর দীর্ঘতা প্রাচীন দিগের বর্ণনাপেক্ষা ছয় কিম্বা সাত শত ক্রোশ ন্যূন হয়. আবিসিনিয়া দেশে

mountain in the kingdom of Goyam in Abyssinia, from two springs, or eyes, to speak in the language of the country, the same word in Arabic signifying eye and fountain. These springs are thirty paces from one another, each as large as one of our wells or a coach wheel. The Nile is increased with many rivulets which run into it; and after passing through Ethiopia in a meandrous course, flows at last into Egypt.

2. *The Cataracts of the Nile.*—That name is given to some parts of the Nile, where the water falls down from the steep rocks. This river, which at first glided smoothly along the vast deserts of Ethiopia, before it enters Egypt, passes by the cataracts. Then growing on a sudden, contrary to its nature, raging and violent in those places where it is pent up and restrained; after having at last broke through all obstacles in its way, it precipitates from the top of some rocks to the bottom, with so loud a noise, that it is heard three leagues off.

The inhabitants of the country, accustomed by long practice to this sport, exhibit here a spectacle to travellers that is more terrifying than diverting. Two of them go into a little boat; the one to guide it, the other to throw out the water. After having long sustained the violence of the raging waves, by managing their little boat very dexterously, they suffer themselves to be carried away with the impetuous torrent

গোয়াম রাজ্যের মধ্যবর্ত্তি এক বৃহৎপর্ব্বতের তলে দুই উৎস হইতে ঐ স্রোতস্বতী পতিত হয়,আরবি ভাষায় উৎসবোধক শব্দের অর্থান্তর চক্ষুঃ একারণ সে দেশের লোকেরা তাহাতে চক্ষু বাচক শব্দ প্রয়োগ করে, ঐ উৎসদ্বয়ের পরিমাণ সামান্য কূপ অথবা রথচক্রের তুল্য এবং পরস্পর ত্রিশ পাদ অন্তরে আছে, অপর নীল নদী বহুবিধ নদ নদীর যোগে বৃদ্ধি শালিনী হইয়া কুটিল ধারায় ইথিওপিয়া দেশ ব্যাপিয়া অবশেষে ইজিপ্তে গিয়া প্রবাহ বিশিষ্টা হয়।

২ নীল নদীর নির্ঝর। নীল নদী যে২ অংশে উচ্চ শৈল হইতে জলধারা রূপে পতিতা হয় সেই সকল অংশকে নির্ঝর কহে, এই স্রোতস্বতী প্রথমতঃ ইথিওপিয়ার মধ্যস্থিত বৃহৎ অথচ নির্ম্মনুষ্য দেশ দিয়া সরল ভাবে চলিয়া ইজিপ্তে প্রবেশ করণের অগ্রে ঐ নির্ঝরের সহিত সংযুক্ত হয় পরে যে২ স্থানে প্রবাহের পথে শৈলাদি ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তথায় অকস্মাৎ আদ্য সরল ধারার বিপরীতে মহা বেগবতী তরঙ্গিণী হইয়া সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া শৈলশিখর হইতে মহাতেজে এবং শব্দে পতিত হয় সে শব্দ চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত শ্রুতি গোচর হয়।

তদ্দেশীয় লোকেরা বহুকালের অভ্যাসে ঐ বেগগামিনী তরঙ্গিণীতে জলক্রীড়া করণে নিপুণ হইয়া এমত এক কৌতুক বিস্তার করে যে তাহাতে দর্শকেরদের মনে আমোদ না জন্মিয়া বরং ভয় জন্মে, দুই জনে তরঙ্গিণীর উপর ক্ষুদ্র নৌকারোহণ করিয়া এক জন কর্ণধারের কার্য্য করে আর এক জন নৌকা হইতে জলসেচন করিয়া বাহিরে নিঃক্ষেপ করে, পরে কৌশল পূর্ব্বক নৌকা চালাইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করত স্রোতের তেজে বাণবৎ বেগে গমন

as swift as an arrow. The affrighted spectator imagines they are going to be swallowed up in the precipice down which they fall; when the Nile, restored to its natural course, discovers them again, at a considerable distance, on its smooth and calm waters. This is Seneca's account, which is confirmed by our modern travellers.

3. *Causes of the Inundations of the Nile.*—The ancients have invented many subtle reasons for the Nile's great increase, as may be seen in Herodotus, Diodorus Siculus, and Seneca. But it is now no longer a matter of dispute, it being almost universally allowed, that the inundations of the Nile are owing to the great rains which fall in Ethiopia, from whence this river flows. These rains swell it to such a degree, that Ethiopia first, and then Egypt, are overflowed; and that which at first was but a large river, rises like a sea, and overspreads the whole country.

Strabo observes, that the ancients only guessed that the inundations of the Nile were owing to the rain, which fall in great abundance in Ethiopia; but adds that several travellers have since been eye-witnesses of it; Ptolemy Philadelphus, who was very curious in all things relating to arts and sciences, having sent thither able persons, purposely to examine this matter, and to ascertain the cause of so uncommon and remarkable an effect.

করে, দর্শকেরা তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া অনুমান করে যে তাহারা পর্ব্বতের তট হইতে পতনশীল প্রবাহে মগ্ন হইয়া গেল কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণপরে স্রোতের গতি মন্দ হইলে তাহারা পুনশ্চ নদীর স্থির জলের কিয়দ্দূরে নৌকার সহিত দৃষ্ট হয়। সেনেকা এই বিষয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন এবং আধুনিক ভ্রমণ কারিরাও ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

৩. নীল নদীর উত্তলনের কারণ। হিরদতস দাইওদোরস সিকুলস এবং সেনেকার লিখনে বোধ হয় প্রাচীন পুরুষেরা নীল নদীর উত্তলনের কারণ নির্দ্দেশে অনেক প্রকার সূক্ষ্ম তর্ক করিয়াছিলেন কিন্তু ইদানীন্তন সকল লোকেই তদ্বিষয়ে এক মত হইয়া নিঃসন্দেহ রূপে স্বীকার করেন যে উক্ত নদী ইথিওপিয়া দেশের মধ্য হইতে উৎপন্ন হওয়াতে তথায় বৃষ্টি বাহুল্য প্রযুক্ত জলের উত্তলন হয়, ঐ বৃষ্টিতে নদীর এমত বৃদ্ধি হয় যে তাহাতে ইথিওপিয়া এবং ইজিপ্তের ভূমি ক্রমশঃ প্লাবিতা হইয়া যায়, নীল নদী উৎপত্তি কালে স্রোতস্বতী মাত্র হইলেও সমুদ্রের ন্যায় তাহার জলোচ্ছ্বাস হইয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করে।

স্ত্রাবো কহেন প্রাচীন পুরুষেরা নীল নদীর বৃদ্ধি হইলে অনুমান মাত্র করিতেন যে ইথিওপিয়ায় বহুল বৃষ্টি হইয়া থাকিবে কিন্তু তাঁহারি বচন প্রমাণ পরে কএকজন ভ্রমণকারি প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহাই নিশ্চয় করিয়াছিল, তলমি ফিলাদেল্‌ফস নামে এক বিদ্যোৎসাহি রাজা যিনি শিল্পজ্ঞান ও পদার্থাদি বিদ্যার বিষয় নির্ণয়ে মহোৎসুক ছিলেন তিনি কতিপয় ক্ষমতাপন্ন লোককে ঐ নদীর বিচিত্র এবং অদ্ভুত উত্তলনের কারণ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

4. *The Time and Continuance of the Inundations.*—Herodotus, and after him Diodorus Siculus, and several other authors declare, that the Nile begins to flow in Egypt at the summer solstice, that is about the end of June, and continues to rise till the end of September; and then decreases gradually during the months of October and November; after which it returns to its channel, and resumes its wonted course. This account agrees almost with the relations of all the moderns, and is founded in reality on the natural cause of the inundation, *viz.* the rains which fall in Ethiopia. Now, according to the constant testimony of those who have been on the spot, these rains begin to fall in the month of April, and continue, during five months, till the end of August and beginning of September. The Nile's increase in Egypt must consequently begin three weeks or a month after the rains have begun to fall in Abyssinia; and accordingly travellers observe, that the Nile begins to rise in the month of May, but so slowly at the first, that it probably does not yet overflow its banks. The inundation happens not till about the end of June, and lasts the three following months, according to Herodotus.

5. *The height of the Inundations.*—The just height of the inundation, according to Pliny, is sixteen cubits. When it rises but to twelve or thirteen, a famine is threatened; and when it exceeds sixteen

৪. উত্তলনের কাল এবং স্থিতি। হিরদতস, দাইওদেরস সিকুলস প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা কহেন যে দক্ষিণায়নের সন্ধিকালে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষে ইজিপ্তদেশে নীল নদীর উত্তলনের উপক্রম হয় এবং আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে পরে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ক্রমশঃ জলের হ্রাস হওয়াতে অবশেষে সামান্য স্রোতঃ স্বরূপে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিবরণ আধুনিক ভ্রমণকারিদের বর্ণনার সহিত বিরুদ্ধ হয় না আর জল প্লাবনের কারণ যে ইথিওপিয়া দেশে বিপুল বারিবর্ষণ তাহাও যথার্থ বোধ হয় কেননা সে দেশে যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বাপর কহিয়াছেন যে তথায় বৈশাখ মাসে বর্ষারম্ভ হইয়া ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চ মাস ব্যাপিয়া বারি পতন হয় অতএব আবিসিনিয়াতে বর্ষারম্ভ হইবার তিন সপ্তাহ অথবা এক মাস পরে ইজিপ্তদেশে নদী বৃদ্ধির উপক্রম হইবে ইহা সম্ভাব্য বটে, ভ্রমণ কারিরাও কহেন যে জ্যৈষ্ঠ মাসে নীল নদীর বৃদ্ধি আরব্ধ হয় কিন্তু প্রথমতঃ এমত অল্পে২ বাড়িতে থাকে যে তাহাতে তৎক্ষণাৎ নদীর তট প্লাবিত হয় না, পরন্তু হিরদতস কহেন যে আষাঢ়ের শেষাবধি প্লাবনের উপক্রম হয় এবং তাহা তিন মাস ব্যাপিয়া থাকে

৫. নদী বৃদ্ধির উচ্চতা। প্লিনি কহেন ষোড়শ হস্ত উচ্চ পরিমাণে নদী বৃদ্ধি হয় কিন্তু দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ হস্ত মাত্র বৃদ্ধি হইলে দুর্ভিক্ষ্যের আশঙ্কা থাকে এবং ষোড়শের অতিরিক্ত

there is danger. The emperor Julian takes notice, in a letter to Ecdicius prefect of Egypt, that the height of the Nile's overflowings was fifteen cubits, the 20th of September, in 362. The ancients do not agree entirely with one another, nor with the moderns, with regard to the height of the inundation; but the difference is not very considerable, and may proceed, 1. from the disparity between the ancient and modern measures, which it is hard to estimate on a fixed and certain foot; 2. from the carelessness of the observators and historians; 3. from the real difference of the Nile's increase, which was not so great the nearer it approached the sea.

As the riches of Egypt depended on the inundation of the Nile, all the circumstances and different degrees of its increase have been carefully considered; and by a long series of regular observations, made during many years, the inundation itself discovered what kind of harvest the ensuing year was likely to produce. The kings had placed at Memphis a measure on which these different increases were marked; and from thence notice was given to all the rest of Egypt, the inhabitants of which knew, by that means, beforehand, what they might fear or promise themselves from the harvest. Strabo speaks of a well on the banks of the Nile near the town of Syene, made for that purpose.

হইলে অধিক জলের ভয় হয়। জুলিয়ন নামে রোমান সম্রাট্ ইজিপ্তের অধ্যক্ষ একডিসিয়সকে পত্র প্রেরণ করত লিখিয়াছিলেন যে খ্রীষ্টীয় ৩৬২ বর্ষের ২০ সেপ্তেম্বরে নীল নদীর জল পঞ্চদশ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছিল, ফলতঃ নদী বৃদ্ধি বিষয়ে প্রাচীনেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য নাই এবং তাহা ইদানীন্তন ভ্রমণ কারিরদের বচনের সহিতও সঙ্গত হয় না, পরন্তু সে অনৈক্য অধিক নহে আর ইহার কারণ প্রথমতঃ এই হইতে পারে যে প্রাচীন এবং আধুনিকদিগের ব্যবহার্য্য পরিমাণের অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল, দ্বিতীয়তঃ দর্শক এবং পুরাবৃত্ত রচকদিগের অমনোযোগ, তৃতীয়তঃ, নদীর সর্ব্বত্র সমান বৃদ্ধি না হইয়া থাকিবেক, কেননা সমুদ্রের সন্নিধানে অল্প বৃদ্ধি হইত।

ইজিপ্ত দেশের সম্পত্তি নদী বৃদ্ধির অধীন ছিল একারণ সকলেই তাহার পরিমাণ এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিত, লোকেরা বহুকালের গণনার দ্বারা নদী বৃদ্ধি দেখিয়া অনুমান করিতে পারিত যে আগামি বৎসরে কিপ্রকার শস্যোৎপত্তি হইবে, রাজারা মেম্ফিস নগরে নদী বৃদ্ধির পরিমাণ লিখাইয়া রাখিতেন এবং ইজিপ্তের সর্ব্বত্র সে পরিমাণের সংবাদ প্রকাশ করিতেন তাহাতে প্রজারা ভাবি বৎসরের ফলোৎপত্তি বিষয়ক লাভালাভ বিবেচনা করিতে পারিত। স্ত্রাবো কহেন ঐ পরিমাণ স্থির করণার্থ নীল নদীতীরে সাইন নগরের সন্নিহিত এক কূপ প্রস্তুত হইয়াছিল।

The same custom is observed to this day at Grand Cairo. In the court of a mosque there stands a pillar, on which are marked the degrees of the Nile's increase; and common criers every day proclaim in all parts of the city, how high it is risen. The tribute paid to the grand signor for the lands, is settled by the inundation. The day it rises to such a height, is kept as a grand festival; and solemnized with fireworks, feastings, and all the demonstrations of public rejoicing; and in the remotest ages, the overflowing of the Nile was always attended with an universal joy throughout all Egypt, that being the fountain of its happiness.

The heathens ascribed the inundation of the Nile to their god Serapis; and the pillar, on which was marked the increase, was preserved religiously in the temple of that idol. The emperor Constantine having ordered it to be removed into the church of Alexandria, the Egyptians spread a report, that the Nile would rise no more, by reason of the wrath of Serapis; but the river overflowed and increased as usual the following years. Julian the apostate, a zealous protector of idolatry, caused this pillar to be replaced in the same temple, out of which it was again removed by the command of Theodosius.

6. *The Canals of the Nile and spiral Pumps.*—Divine Providence, in giving so beneficent a river to Egypt, did not thereby intend, that the inhabitants of

এখনও ক্বাইরো নগরে পূর্ব্ব রীত্যনুসারে অদ্যাপি এক মস্‌জিদ গৃহের অঙ্গনস্থ স্তম্ভোপরি নদী বৃদ্ধির প্রাত্যহিক পরিমাণ অঙ্কিত হইয়া থাকে, সাধারণ ঘোষণাকারিরা সেই লিখনানুসারে প্রত্যহ নগরের সর্ব্বত্র নদীর পরিমাণ জ্ঞাপন করে, প্রজারা ভূমির নিমিত্ত দেশাধিপতিকে যে কর প্রদান করিবে তাহাও নদী বদ্ধ্যনুসারে নির্দ্ধারিতহয় আর যে দিবস জল প্রবাহ এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উচ্চ হয় সে দিবস মহা পর্ব্বাহ রূপে গণ্য হয় এবং তাহাতে সমারোহ পূর্ব্বক অগ্নি ক্রীড়া ও বহু ভোজন প্রভৃতি সাধারণের আনন্দ সূচক উৎসব হইয়া থাকে, ফলতঃ নদী বৃদ্ধিই ইজিপ্ত দেশের সুখের কারণ হওয়াতে পূর্ব্বতন কালেও তাহাতে সর্ব্বত্র প্রজা পুঞ্জের মহা আনন্দ জন্মিত।

ইজিপ্ত দেশীয় পৌত্তুলিক ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা কহিত যে সিরাপিস্‌ দেবের আশীর্ব্বাদে নদী বৃদ্ধি হয় এ কারণ যে স্তম্ভে বৃদ্ধি পরিমাণ অঙ্কিত হইত তাহারা তাহাকে ঐ দেবতার মন্দিরে পবিত্র বস্তুর ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিল, কন্‌স্তান্তিন রাজা তাহাকে আলেগজন্দ্রিয়া নগরস্থ খ্রীস্টীয় ভজনালয়ে লইয়া যান তাহাতে ইজিপ্তীয় লোকদিগের মধ্যে একটা জনরব হইয়াছিল যে সিরাপিস দেবের ক্রোধ হইয়াছে আর নদী বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু পরে বাৎসরিক নদী বৃদ্ধির কোন ব্যতিক্রম না হওয়াতে সে জনরবের অলীকত্ব সপ্রমাণ হয়। জুলিয়ন রাজা যিনি "পতিত" উপাধিতেখ্যাত হইয়া পৌত্তুলিক ধর্ম্ম রক্ষার্থ অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন তিনি ঐ স্তম্ভকে পুনশ্চ দেবমন্দিরে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন পরন্তু পরে থিওদোসিয়স রাজার আদেশে তাহা সেখান হইতে দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত হয়।

৬. নীলনদীর প্রণালী এবং কণ্ডুলাকৃতি জলযন্ত্র। পরমেশ্বর ইজিপ্তীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে ঐ শুভদায়িকা

it should be idle, and enjoy so great a blessing, without taking any pains. One may naturally suppose, that as the Nile could not of itself cover the whole country, great labour was to be used to facilitate the overflowing of the lands; and numberless canals cut, in order to convey the waters to all parts. The villages, which stood very thick on the banks of the Nile on eminences, had each their canals, which were opened at proper times, to let the water into the country. The more distant villages had theirs also, even to the extremities of the kingdom. Thus the waters were successively conveyed to the most remote places. Persons are not permitted to cut the trenches to receive the waters, till the river is at such a height, nor to open them altogether; because otherwise some lands would be too much overflowed, and others not covered enough. They begin with opening them in Upper, and afterwards in Lower Egypt, according to the rules prescribed in a roll or book, in which all the measures are exactly set down. By this means the water is disposed with such care, that it spreads itself over all the lands. The countries overflowed by the Nile are so extensive, and lie so low, and the number of canals so great, that of all the waters which flow into Egypt during the months of June, July, and August, it is believed that not a tenth part of them reaches the sea.

But as, notwithstanding all these canals, there are abundance of high lands which cannot receive the

তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহারদিগকে অলস হইয়া বিনা যত্নে তাহার ফল ভোগ করিতে দেন নাই। দেশের সর্ব্বত্র নীল নদীর স্বাভাবিক সংযোগ না থাকাতে তাহারদিগকে বহু পরিশ্রমে ভূমি প্লাবিত করিবার উপায় করিতে হইত সুতরাং তাহারা অসংখ্যা প্রণালী খনন করিয়া সর্ব্বত্র জলের পথ করিত, যেং গ্রাম নীল নদীর তীরে উচ্চ স্থানোপরি ছিল তাহারা তাহার প্রত্যেকের মধ্যে প্রণালী করিয়াছিল সেই প্রণালীর দ্বার উপযুক্ত কালে মুক্ত করাতে দেশস্থ ভূমি জলেতে প্লাবিত হইত রাজ্যের প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু দূরস্থ গ্রামেও ঐরূপ জল পথ ছিল তাহাতে দূরে অদূরে সর্ব্বত্র বারি প্রবাহ ক্রমশঃ যাইতে পারিত, কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত নদী বৃদ্ধি না হইলে কেহ নালা কাটিতে পারিত না এবং সম্পূর্ণ রূপে নালার দ্বার মুক্ত করিবারও অনুমতি ছিল না কেননা তাহা হইলে কোনং ভূমি অতিশয় প্লাবিত কোনং ভূমি অত্যল্প প্লাবিত হইবার সম্ভাবনা হইত। প্রথমতঃ উচ্চতর ইজিপ্তে প্রণালীর দ্বার মুক্ত হইত পরে নিম্ন ইজিপ্তে জল যাইত, যে পত্র কিম্বা পুস্তকে নদী বৃদ্ধির পরিমাণ অঙ্কিত থাকিত তন্মধ্যে জলপথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও ধারা লিখিত হইত, কেহ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিত না, সুতরাং পরিমিতরূপে জল ব্যয় হওয়াতে তাহা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইত। ইজিপ্তের যেং দেশ নদীর প্রবাহে মগ্ন হয় তাহা এত প্রশস্ত এবং নিম্ন এবং প্রণালীর সংখ্যাও এমত অধিক যে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে রাশিং জলোত্তলন হইলেও প্রায় সকলি ভূমি মধ্যে বদ্ধ থাকে বোধ হয় দশমাংশ জলও সমুদ্রে পতিত হয় না।

benefit of the Nile's overflowing; this want is supplied by spiral pumps, which are turned with oxen; in order to bring the water into pipes, which convey it to these lands. Diodorus speaks of such an engine (called *Cochlea Ægyptica*) invented by Archimedes in his travels into Egypt.

7. *The Fertility caused by the Nile.*—There is no country in the world where the soil is more fruitful than in Egypt; which is owing entirely to the Nile. For whereas other rivers, when they overflow lands, wash away and exhaust their vivific moisture; the Nile, on the contrary, by the excellent slime it brings along with it, fattens and enriches them in such a manner, as sufficiently compensates for what the foregoing harvest had impaired. The husbandman, in this country, never tires himself with holding the plough, or breaking the clods of earth. As soon as the Nile retires, he has nothing to do but to turn up the earth, and temper it with a little sand, in order to lessen its rankness; after which he sows it with great ease, and with little or no expence. Two months after, it is covered with all sorts of corn and pulse. The Egyptians generally sow in October and November, according as the waters draw off, and their harvest is in March and April.

The same land bears in one year, three or four different kinds of crops. Lettuces and cucumbers are sown first; then corn; and, after harvest, several

কিন্তু প্রণালী বহুবিধ থাকিলেও অত্যুচ্চ ভূমি অনেক ছিল সেখানে জল প্রবাহ যাইতে পারিত না অতএব জল তুলিবার নিমিত্ত কণ্ডুলাকৃতি জল যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল কতিপয় বৃষ দ্বারা সে যন্ত্রের কার্য্য হইত তাহাতে নলের দ্বারা উচ্চতর ভূমিও যথেষ্টরূপে জলসিক্ত হইতে পারিত, দাইওদোরস কহেন আর্কিমিদিস ইজিপ্ত দেশে ভ্রমণ করত তদ্রূপ আর এক যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নাম কক্লিয়া ইজিপ্তিকা।

৭ নীল নদীর গুণে ভূমির উর্ব্বরতা। ইজিপ্তের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি মহীমণ্ডলের কোন দেশে নাই তাহা কেবল নদীর গুণে হইয়াছে, অন্যান্য নদীর উত্তলনে দেশ প্লাবিত হইলে জল সংযোগে ভূমির তেজঃ ও রস নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু নীল নদীর জলে এমত উত্তম ক্লেদ আছে যে উত্তলন কালে প্লাবিত ভূমির নির্য্যাস ও উর্ব্বরতার বৃদ্ধি হয় তাহাতে অতীত বৎসরের শস্যোৎপত্তিতে ভূমির যে তেজঃ ক্ষয় হইয়া থাকে তাহার সম্পূর্ণ শোধন হয় সুতরাং কৃষকদিগকে লাঙ্গল ধারণ অথবা কঠিন মৃৎপিণ্ড চূর্ণ করণে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, নদীর হ্রাস হইলে কেবল একবার মৃত্তিকা উল্টাইয়া কিঞ্চিৎ বালুকা মিশ্রণে তাহার অত্যন্ত তেজের শাম্য করিতে হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই অত্যল্প ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে বীজ বপন হইতে পারে অনন্তর দুইমাস মাত্র গত হইলে শাক শস্যাদিতে ভূমি পরিপূর্ণ হয়। ইজিপ্তীয় লোকেরা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে নদীর হ্রাস হইলেই বীজ বপন করে চৈত্র বৈশাখে শস্যাদি আহরণ করিবার কাল উপস্থিত হয়।

sorts of pulse which are peculiar to Egypt. As the sun is extremely hot in this country, and rains fall very seldom in it, it is natural to suppose, that the earth would soon be parched, and the corn and pulse burnt up by so scorching a heat, were it not for the canals and reservoirs with which Egypt abounds; and which, by the drains from thence, amply supply wherewith to water and refresh the fields and gardens.

The Nile contributes no less to the nourishment of cattle, which is another source of wealth to Egypt. The Egyptians begin to turn them out to grass in November, and they graze till the end of March. Words could never express how rich their pastures are; and how fat the flocks and herds (which, by reason of the mildness of the air, are out night and day) grow in a very little time. During the inundation of the Nile, they are fed with hay and cut straw, barley and beans, which are their common food.

A man cannot, says Corneille le Bruyn in his Travels, help observing the admirable providence of God to this country, who sends at a fixed season such great quantities of rains in Ethiopia, in order to water Egypt, where a shower of rain scarce ever falls; and who, by that means, causes the driest and most sandy soil, to become the richest and most fruitful country in the universe.

এক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর তিন চারি ফসল জন্মে, প্রথমতঃ শালাদ ও সসা বপন হয়, দ্বিতীয়তঃ শস্য, এবং শস্য আহরণের পর নানা প্রকার শাক মূলাদি উৎপন্ন হয়, ইজিপ্ত রাজ্যে রৌদ্রের অতিশয় প্রচণ্ডতা এবং বৃষ্টিপাতের অভাব প্রযুক্ত গ্রীষ্মের উত্তাপে ক্ষেত্র সকল শুষ্ক এবং শাক শস্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু দেশের মধ্যে অনেক জলাশয় ও প্রণালী থাকাতে ঐ অশুভ ঘটনা হইতে পারে না জলাশয়াদির জলে উদ্যান এবং ক্ষেত্র যথেষ্টরূপে আর্দ্র ও সিক্ত হয়।

নীল নদীর গুণে সেখানকার পশ্বাদিও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে তাহা ইজিপ্ত দেশীয় সম্পত্তির আর এক মূল কারণ, ইজিপ্তীয়েরা অগ্রহায়ণ মাসে পশুগণকে চারণ ক্ষেত্রে বাহির করে সেখানে তাহারা চৈত্রমাস পর্যন্ত তৃণাদি ভক্ষণ করে, তথাকার ক্ষেত্র তৃণময় এবং বায়ু উত্তম এপ্রযুক্ত পশু সকল দিবারাত্রি চরিয়া অল্পকালের মধ্যে এমন পুষ্ট হয় যে তাহা বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে পারা যায় না, নদী বৃদ্ধির সময় তাহারা শুষ্ক তৃণ ও ছিন্ন বিচালি এবং যব কলায়াদি ভক্ষণ করিয়া থাকে।

কর্ণেল লে ব্রুন সাহেব আপনার ভ্রমণের বৃত্তান্তে কহেন পরমেশ্বর কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে ইজিপ্ত দেশের পালন করিয়া থাকেন! ঐ দেশে বৃষ্টিপাতের অভাব হেতুক ইথিওপিয়ায় নিয়মিত কালে এমত বহুল বারি বর্ষণ হয় যে তাহাতে স্ফীতি সহজে ইজিপ্ত দেশে জল যায় সুতরাং তথাকার বালুকাময় শুষ্ক ভূমি পৃথিবীর সর্ব্বদেশাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা এবং ফলদায়িকা হয়।

Another thing to be observed here, is that, (as the inhabitants say) in the beginning of June and the four following months, the north-east winds blow constantly, in order to keep back the water which otherwise would flow too fast; and to hinder them from discharging themselves into the sea, the entrance to which these winds bar up, as it were, from them. The ancients have not omitted this circumstance.

The same providence, whose ways are wonderful and infinitely various, displayed itself after a quite different manner in Palestine, in rendering it exceeding fruitful; not by rains, which fell during the course of the year, as is usual in other places; nor by a peculiar inundation like that of the Nile in Egypt; but by sending fixed rains at two seasons, when the people were obedient to God, to make them more sensible of their continual dependence upon Him. God himself commands them by his servant Moses, to make this reflection. "The land whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowedst thy seed, and wateredst it with thy foot, as a garden of herbs: but the land whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven." After this, God promises to give his people, so long as they shall continue obedient to him, "the former" and "the latter rain:" the first in autumn, to bring up

আর এক বিচিত্র বিষয় এই যে ইজিপ্তদেশবাসিরদের কথা প্রমাণ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ অবধি চারি মাস পর্য্যন্ত ঈশান কোণ হইতে অবিশ্রান্ত বায়ু বহে তাহাতে নদী বৃদ্ধির জল প্রবাহ অতিবেগে আসিয়া অমঙ্গল জন্মাইতে পারে না কেননা বায়ুর দ্বারা বারিধারার পথ রুদ্ধ হয়, প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও একথার উল্লেখ করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনার সীমা নাই এবং পরিমাণও করা-যায় না, তিনি প্রকারান্তরে আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়া পালেস্তিনকে অর্থাৎ য়িহুদি ভূমিকে অত্যন্ত উর্ব্বরা করিয়াছিলেন, অন্যান্য দেশের ন্যায় বর্ষা কালে বারি বর্ষণে কিম্বা ইজিপ্ত দেশের ন্যায় বিশেষ নদী বৃদ্ধির দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা করেন নাই কিন্তু লোকে যেন বুঝে যে তাঁহারি করুণার উপরে তাহারদের নিরন্তর নির্ভর তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই এই অভিপ্রায়ে য়িহুদীয়েরা তাঁহার আদেশানুযায়ি আচরণ করিলে বৎসরের মধ্যে দুই নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে বারি বর্ষণ করিয়া তত্রস্থ ভূমির ফলোৎপত্তি বৃদ্ধি করিতেন, পরমেশ্বর স্বয়ং মোজেস নামক আপন পরিচারকের প্রমুখাৎ তাহার দিগকে এ বিষয় ধ্যান করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যথা "তুমি যে ভূমি অধিকার করিতে যাইতেছ তাহা তোমার পরিত্যক্ত ইজিপ্ত ভূমির তুল্য নহে সেখানে তুমি বীজ বপন করিয়া শাকের উদ্যানের ন্যায় পদদ্বারা জল সেচন করিতা কিন্তু যে ভূমি অধিকার করিতে যাইতেছ তাহা পর্ব্বত এবং উপত্যকাময় এবং আকাশস্থ বারিবাহ বর্ষণে সিক্ত হয়*"। অনন্তর পরমেশ্বর আপনার লোকের প্রতি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তাহারা যত কাল তাঁহার বাধ্য হইয়া থাকিবে তিনি ততকাল তাহারদিগের কুশলার্থ পূর্ব্বাপর বৃষ্টি পাতের নিয়ম

---

*দ্বিতীয় বাক্য ১১। ১০-১৩।

the corn; and the second in the spring and summer, to make it grow and ripen.

8. *Two different Prospects exhibited by the Nile.*—There cannot be a finer sight than Egypt at two seasons of the year. For if a man ascends some mountain, or one of the largest pyramids of grand Cairo, in the months of July and August, he beholds a vast sea, in which numberless towns and villages appear, with several causeys leading from place to place; the whole interspersed with groves and fruit-trees, whose tops are only visible, all which forms a delightful prospect. This view is bounded by mountains and woods, which terminate, at the utmost distance the eye can discover, the most beautiful horizon that can be imagined. On the contrary, in winter, that is to say, in the months of January and February, the whole country is like one continued scene of beautiful meadows, whose verdure, enamelled with flowers, charms the eye. The spectator beholds, on every side, flocks and herds dispersed over all the plains, with infinite numbers of husbandmen and gardeners. The air is then perfumed by the great quantity of blossoms on the orange, lemon, and other trees; and is so pure, that a wholesomer or more agreeable is not found in the world; so that nature, being then dead as it were, in all other climates, seems to be alive only for so delightful an abode.

করিবেন, তাহাতে পূর্ব্ব বর্ষা শস্যের অঙ্কুরোৎপত্তির নিমিত্ত শরৎকালে হইত এবং পরবর্ষা শস্যের বৃদ্ধি ও পক্বতা করণার্থ বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে হইত।

৮. নীল নদী হেতু দেশের দুই বিচিত্র রূপ। বৎসরের মধ্যে দুইবার ইজিপ্তের যে প্রকার শোভা হয় অন্য কুত্রাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয় নাই কেহ শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসে কোন পর্ব্বত কিম্বা গ্রাণ্ড কাইরোস্থ বৃহৎ পিরামিড আরোহণ করিলে তাহার দৃষ্টি পথে এক প্রকাণ্ড সাগরাকৃতি জলাশয় প্রতীত হয় ও স্থানেং অসংখ্য নগর এবং গ্রাম উচ্চ পথ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নয়ন গোচর হয় এবং মধ্যেং ফলবৃক্ষ সমন্বিত বন এবং উদ্যানের শিখরমাত্র প্রকাশি হওয়াতে দেশের মনোহর শোভা দৃষ্ট হয়, আর এসমস্ত গিরি কাননে পরিবেষ্টিত হওয়াতে দৃষ্টি পথের সীমায় আকাশের প্রান্ত ভাগ অত্যন্ত রমণীয় বোধ হয়। অপর শিশির ঋতুতে অর্থাৎ মাঘ ফাল্গুনে সমস্ত দেশ অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের রূপ ধারণ করাতে অপূর্ব্ব শোভা হয় আর সর্ব্বত্র পুষ্পতে ভূষিত পলাশ, বর্ণ ক্ষেত্র দৃষ্টি গোচর হওয়াতে চক্ষু অতি স্নিগ্ধ হয়, ভূমির চতুষ্পার্শ্বে পশ্বাদির পাল এবং অসংখ্য কৃষি ও মালাকরকে স্বং কার্য্যেতে ব্যাপৃত দেখা যায়, রাশীকৃত নিম্বু জম্বীরাদি ফল মুকুলের সৌরভে সুগন্ধি সমীরণ এমত শুদ্ধ ও সুখস্পর্শ বোধ হয় যে তাদৃক মনোরম্য ও উপকারক অনিল ভূমণ্ডলের কুত্রাপি বহে না সুতরাং স্বাভাবিক সকল দ্রব্য তৎকালে অন্যত্র নিস্তেজ ও অচেতন থাকিলেও কেবল ঐ মনোহর দেশে যেন সতেজ ও সচেতন হয়।

9. *The Canal formed by the Nile, by which a Communication is made between the two Seas.*—The canal, by which a communication was made between the Red Sea and the Mediterranean, ought to have a place here, as it was not one of the least advantages which the Nile procured Egypt. Sesostris, or according to others, Psammetichus, first projected the design, and began this work. Nechio, successor to the last prince, laid out immense sums upon it, and employed a prodigious number of men. It is said, that above six score thousand Egyptians perished in the undertaking. He gave it over, terrified by an oracle, which told him that he would thereby open a door for Barbarians (for by this name they called all foreigners) to enter Egypt. The work was continued by Darius, the first of that name, but he also desisted from it, upon his being told, that as the Red Sea lay higher than Egypt, it would drown the whole country. But it was at last finished under the Ptolemies, who, by the help of sluices, opened or shut the canal as there was occasion. It began not far from the Delta, near the town of Bubaste. It was an hundred cubits, that is, twenty-five fathoms broad, so that two vessels might pass with ease; it had depth enough to carry the largest ships; and was above a thousand stadia, that is, above fifty leagues long. This canal was of great service to the trade of

৯. নীল নদীর জল পথ যদ্দ্বারা দুই সমুদ্রের সংযোগ। ভূমধ্যস্থ ও লাল সমুদ্র যে প্রণালী অর্থাৎ জলপথ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছিল এস্থলে তাহার বর্ণনা করা কর্ত্তব্য কেননা নীল নদীর দ্বারা সে পথ হইয়াছিল, আর তাহা ইজিপ্তের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক ছিল,কেহ২ বলেন শিসস্ত্রিস কাহারও মতে সামেতিকস রাজা প্রথমতঃ ঐ প্রণালী খননের কল্পনা ও উদ্যোগ করেন, পরে সামেতিকসের উত্তরাধিকারি নিকো রাজা বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে তাহা সমাপন করেন, কথিত আছে এই কার্য্য সমাপ্তির চেষ্টায় এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক নষ্ট হইয়াছিল এবং রাজা এক দৈববাণী শ্রবণে ভীত হইয়া নিরস্ত হয়েন, দৈববাণীতে কহিয়াছিল, যে প্রণালী সমাপ্ত হইলে কেবল ম্লেচ্ছ অর্থাৎ বিদেশীয় লোকেরদের ইজিপ্তে প্রবেশ করিবার পথ প্রস্তুত হইবে তদনন্তর প্রথম দেরাইয়স রাজা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনিও লাল সমুদ্রকে ইজিপ্তের স্থল হইতে উচ্চ দেখিয়া জলপথ করিলে সমস্তদেশ প্লাবিত হইয়া উচ্ছিন্ন হইবে এই ভাবিয়া ক্ষান্ত হয়েন, অবশেষে তলমি নামক রাজারদের কালে তাহা সমাপ্ত হয়, তাঁহারা বৃহৎ কবাট দ্বারা আবশ্যক মতে প্রণালীর পথ রুদ্ধ অথবা মুক্ত করিতেন, দেল্তার কিঞ্চিৎ দূরে বুবাস্তি নগর সন্নিধানে ঐ প্রণালীর উপক্রম হয় তাহার বিস্তার এক শত হস্ত সুতরাং একে কালে দুই জাহাজ তথায় সহজে গমনাগমন করিতে পারিত আর তাহা এমত গভীর ছিল যে বৃহৎ জাহাজও চলিতে পারিত, ঐ প্রণালীর দৈর্ঘ্য পঞ্চ সপ্ততি ক্রোশ তাহাতে ইজিপ্তের অনেক উপকার

Egypt. But it is now almost filled up, and there are scarce any remains of it to be seen.

---

CHAP. III. *Lower Egypt.*—I AM now to speak of Lower Eypt. Its shape, which resembles a triangle, or Δ, gave occasion to its bearing the latter name, which is that of one of the Greek letters. Lower Egypt forms a kind of island; it begins at the place where the Nile is divided into two large canals, through which it empties itself into the Mediterranean: the mouth on the right hand is called the Pelusian, and the other the Canopic, from two cities in their neighbourhood, Pelusium and Canopus, now called Damietta and Rosetta. Between these two large branches, there are five others of less note. This island is the best cultivated, the most fruitful, and the richest in Egypt. Its chief cities (very anciently) were Heliopolis, Heracleopolis, Naucratis, Sais, Tanis, Canopus, Pelusium; and, in latter times, Alexandria, Nicopolis, &c. It was in the country of Tanis that the Israelites dwelt.

There was at Sais, a temple dedicated to Minerva, who is supposed to be the same as Isis, with the following inscription: "I am whatever hath been, and is, and shall be; and no mortal hath yet pierced through the veil that shrouds me".

Heliopolis, that is, the city of the sun, was so called from a magnificent temple there dedicated to that

হইত কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে তাহার কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখাযায় না।

---

তৃতীয় অধ্যায়। নিম্ন ইজিপ্ত। সম্প্রতি নিম্ন ইজিপ্তের বিবরণ লেখা যাইতেছে তাহার আকৃতি ত্রিভুজ অথবা দেল্তা Δ নামক গ্রীক অক্ষরের সদৃশ এই কারণ তাহার নামান্তর দেল্তা, এই খণ্ড জলেতে বেষ্টিত হওয়াতে উপদ্বীপের ন্যায় প্রতীত হয়, ইহার অগ্র ভাগে নীল নদী দুই কৃত্রিম স্রোতে বিভক্ত হইয়া পরে তদ্দ্বারা ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত সংযুক্ত হয় দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সিন্ধু সঙ্গমের নাম পেলুসিয়ম বামপার্শ্বস্থের নাম কেনোপিক, ঐনামের কারণ এই যে সিন্ধু সঙ্গমের সমীপে পেলুসিয়ম এবং কেনোপস নামে দুই নগর ছিল যাহাদিগকে এক্ষণে দামিএতা এবং রজেটা কহাযায়। নদীর উক্ত শাখাদ্বয়ের মধ্যে আরও পঞ্চ শাখা আছে কিন্তু সে সকল অতি প্রসিদ্ধ নহে, ইজিপ্তের এই দ্বীপাকৃতি খণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে কৃষি কার্য্য হইয়া থাকে এবং তাহা অতি উর্ব্বর ও ধনাঢ্য। প্রাচীনকালে হিলিওপোলিশ, হিরাক্লিওপোলিশ, নক্রেতিস, সাইস, তানিস, কেনোপস এবং পেলুসিয়ম তথাকার প্রধান নগর ছিল, সম্প্রতি আলেগজন্দ্রিয়া, নিকোপোলিস প্রভৃতি সেখানকার সর্ব্ব প্রসিদ্ধ জনপদ হইয়াছে, য়িহুদিরা যখন মিসর রাজ্যে ছিল তখন তানিস দেশে বাস করিত।

যে মিনর্ব্বা দেবীকে আইসিস দেবীর রূপান্তর জ্ঞান করা যায় সাইস নগরে তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত এক মন্দির ছিল তাহার উপর এই লিপি লিখিত ছিল যথা "আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালাত্মক, কোন মর্ত্যলোক আমার আচ্ছাদন ভিন্ন করিতে পারে নাই"।

হিলিওপোলিশ অর্থাৎ হেলি (সূর্য্য) পুরে দিবাকরের নামে প্রতিষ্ঠিত এক বৃহৎ প্রাসাদ ছিল সেই কারণ নগরের

planet. Herodotus, and other authors after him, relate some particulars concerning the Phœnix and this temple, which, if true, would indeed be very wonderful. Of this kind of birds, if we may believe the ancients, there is never but one at a time in the world. He is brought forth in Arabia, lives five or six hundred years, and is of the size of an eagle. His head is adorned with a shining and most beautiful crest; the feathers of his neck are of a gold colour, and the rest of a purple, his tail is white, intermixed with red, and his eyes sparkling like stars. When he is old, and finds his end approaching, he builds a nest with wood and aromatic spices, and then dies. Of his bones and marrow, a worm is produced, out of which another Phœnix is formed. His first care is to solemnize his parent's obsequies, for which purpose he makes up a ball in the shape of an egg, with abundance of perfumes of myrrh as heavy as he can carry, which he often essays beforehand; then he makes a hole in it, where he deposits his parent's body, and closes it carefully with myrrh and other perfumes. After this he takes up the precious load on his shoulders, and flying to the altar of the sun, in the city of Heliopolis, he there burns it.

Herodotus and Tacitus dispute the truth of some of the circumstances of this account, but seem to suppose it true in general. Pliny, on the contrary, in the very beginning of his account of it, insinuates plainly

ঐ নাম হয়, হিরদতসাদি গ্রন্থ কারেরা ঐ মন্দিরের এবং তৎ-সংক্রান্ত ফিনিক্সনামে এক বিহঙ্গমের বিষয়ে যেং বর্ণনা করেন তাহা সত্য হইলে অত্যন্ত চমৎকারের ব্যাপার বটে, প্রাচীন পুরুষেরা কহেন ঐ জাতীয় পক্ষী ভূমণ্ডলের মধ্যে একে কালে দুইটা থাকে না, উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় তাহার আকৃতি এবং তাহা আরবি দেশে জন্মে আর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহার মস্তকে দেদীপ্যমান মহা শোভা-কর চূড়া আছে আর তাহার গ্রীবা দেশে কাঞ্চন বর্ণ অন্যত্র রক্তবর্ণ পালক্ষ এবং পুচ্ছ শুভ্র ও মধ্যেং সিন্দূরবর্ণে ভূষিত আর চক্ষু নক্ষত্রের ন্যায় উর্জ্জ্বল। কথিত আছে ঐ পক্ষী বৃদ্ধাবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্তির আশঙ্কায় কাষ্ঠ এবং সুগন্ধি বনজ দ্রব্যে নীড় প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত প্রাণ ত্যাগ করে পরে তাহার অস্থি এবং মজ্জায় এক কীট জন্মে তাহা হইতে আর এক ফিনিক্স পক্ষী উৎপন্ন হয় সে পতত্রি শাবক প্রথমতঃ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত যত্ন শালী হয় এবং তদর্থে গন্ধ রস লইয়া আপনি বহিতে পারে এমত পরিমাণে এক ডিম্বাকৃতি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বারম্বার তাহা বহিতে অভ্যাস করে পরে তাহার মধ্যে এক কোটর কাটিয়া পিতৃশব রাখিয়া সাবধান পূর্ব্বক গন্ধরসে ছিদ্র পূর্ণ করে অনন্তর মহা ভক্তি পূর্ব্বক তাহা স্কন্ধে করিয়া হিলিওপোলিশ নগরস্থ সূর্য্যের বেদির নিকট লইয়া গিয়া দগ্ধ করে।

হিরদতস এবং তাসিতস এই বৃত্তান্তের কোনং কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াও স্থূল বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু প্লিনি তদ্বিষয়ক বর্ণনার উপক্রম কালেই স্পষ্ট রূপে

enough, that he looks upon the whole as fabulous; and this is the opinion of all modern authors.

This ancient tradition, though grounded on an evident falsehood, hath yet introduced into almost all languages, the custom of giving the name of phœnix to whatever is singular and uncommon in its kind; "A rare bird on the earth," says Juvenal, speaking of the difficulty of finding an accomplished woman in all respects. And Seneca observes the same of a good man.

What is reported of the swans, viz. that they never sing but in their expiring moments, and that then they warble very melodiously, is likewise grounded merely on a vulgar error: and yet it is used, not only by the poets, but also by the orators, and even philosophers. "Oh thou who can'st, if it please thee, give even to the dumb fish the voice of a swan," says Horace to Melpomene. Cicero compares the excellent discourse which Crassus made in the senate, a few days before his death, to the melodious singing of a dying swan; "This was as it were the cycnean* voice and oration of the god-like man." And Socrates used to say, that good men ought to imitate swans, who perceiving by a secret instinct, and a divination, what advantage there is in death, die singing and with joy. I thought this short digression

* i. e. the voice and oration, as it were, of a swan.

শ্লেষপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে এ গল্প সম্পূর্ণ অলীক, আধুনিক গ্রন্থকার সকলেরও তদ্রূপ মত।

পরন্তু ঐ প্রাচীন গল্প অমূলক মিথ্যা হইলেও ফিনিক্স শব্দ প্রায় সকল ভাষাতেই রূপক বাক্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহাতে অদ্ভুত অসাধারণ বস্তুকে বুঝায়, যথা সর্ব্ব গুণান্বিতা নারী দুষ্প্রাপ্যা এই ভাব উক্ত করণাভিপ্রায়ে জুবিনাল কবি কহেন "পৃথিবীর মধ্যে তাহা অদ্ভুত বিহঙ্গমের স্বরূপ" সেনেকা সাধু পুরুষের বিষয়েও ঐ রূপক শব্দ প্রয়োগ করেন।

একপ্রকার হংসরাজের বিষয়ে কথিত আছে যে সে ম্রিয়মাণ অবস্থা ব্যতীত জীবদ্দশায় কদাপি গান করে না কিন্তু আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে মধুর স্বরে গান করে একথারও মূল লৌকিক অবিদ্যা মাত্র, তথাপি কবিগণ এবং সদ্বক্তা ও দর্শন বেত্তারা তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, হরেশ মেল্পোমিনী নাম্নী করুণা রস ঘটিত কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্বোধন করত কহিয়াছেন "তুমি ইচ্ছা করিলে বাগিন্দ্রিয় রহিত মৎস্যজাতিকেও হংসনাদ করণের শক্তি দিতে পার" এবং ক্রাশস মরণের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সেনেট নামক রাজকীয় সভায় যে সুচারু বক্তৃতা করিয়াছিলেন সিসেরো তাহার প্রশংসা করত কহেন যে তাহা ম্রিয়মাণ হংসের মধর স্বর তুল্য যথা "ঐ দৈব পুরুষের বক্তৃতা ও স্বর যেন হংসনাদ স্বরূপ" আর সক্রেতিস কহিতেন সৎপুরুষদিগের হংসের ন্যায় হওয়া কর্ত্তব্য কেননা হংসেরা আসন্নকালে যেমন যেগের দ্বারা দৈব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগে শ্রেয় বোধ করত পরমানন্দে গান করিতেং লোকান্তর গমন করে। যুবক পাঠক বর্গের হিতার্থ

might be of service to youth, and return now to my subject.

It was in Heliopolis, that an ox, under the name of Mnevis, was worshipped as a god. Cambyses, king of Persia, exercised his sacrilegious rage on this city; burning the temples, demolishing the palaces, and destroying the most precious monuments of antiquity in it. There are still to be seen some obelisks which escaped his fury; and others were brought from thence to Rome, to which city they are an ornament even at this day.

Alexandria, built by Alexander the Great, from whom it had its name, vied almost in magnificence with the ancient cities of Egypt. It stands four days' journey from Cario, and was formerly the chief mart of all the eastern trade. The merchandises were unloaded at Portus Muris, a town on the western coast of the Red Sea; from whence they were brought upon camels to a town of Thebais, called Copht, and conveyed down the Nile to Alexandria, whither merchants resorted from all parts.

It is well known, that the East India trade hath at all times enriched those who carried it on. This was the chief fountain of the vast treasures that Solomon amassed, and which enabled him to build the magnificent temple of Jerusalem. David by his conquering Idumæa, became master of Elath and Esiongeber, two towns situated on the eastern shore of the

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ ঐ কথার উল্লেখ করা গেল সম্প্রতি মুখ্য বিষয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে।

হিলিওপোলিশে নিবিশ নামে একটা বৃষ দেবতার ন্যায় পূজা পাইত। কেম্বাইসিশ নামে পারস্যরাজ ঐ নগরের দেব বিরোধী হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করত মন্দির দগ্ধ প্রাসাদ ভগ্ন ও প্রাচীন কালের মহামূল্য স্মরণীয় দ্রব্যাদি উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন কেবল কতিপয় ওবেলিঙ্ক নষ্ট করিতে পারেন নাই তাহা অদ্যাপি সে স্থলে দৃষ্ট হয় এবং রোমানিরা তাহার কএকটা আপনারদের নগরে আনিয়া তথাকার মহা শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

আলেগজন্দ্রিয়া নগর মহান্ আলেগ্জন্দর দ্বারা নির্ম্মিত হওয়াতে তাঁহারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সে নগরের মাহাত্ম্য ইজিপ্তস্থ প্রাচীন জনপদের অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহা কাইরো হইতে চারি দিবসের পথ অন্তর, পূর্ব্বে ঐ স্থানেই প্রাচ্য খণ্ডস্থ বাণিজ্যের দ্রব্য আনীত হইত, বণিকেরা লাল সমুদ্রের পশ্চিম তীরস্থ পোর্টশ মুরিস নামক নগরে আপনারদের পণ্য দ্রব্য জাহাজ হইতে অবরোহণ করাইত পরে সেখান হইতে উষ্ট্র দ্বারা থিবাইসের অন্তর্গত কপ্ত নগরে আনয়ন করিত এবং অবশেষে নীলনদী দিয়া আলেগ্জন্দ্রিয়াতে লইয়া যাইত তথায় সর্ব্বদেশীয় বাণিজ্য কারির সমাগম হইত।

যাহারা ভারত বর্ষে বাণিজ্য করিত তাহারা সকলেই বিলক্ষণ ধনাঢ্য হইয়াছিল এবিষয় সাধারণের অগোচর নাই, সলমন রাজা এই প্রকার বাণিজ্যে রাশীকৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়া য়িরুশলেমে সুশোভিত বহৎ মন্দির নির্ম্মাণের সংগতি করিয়াছিলেন, দাবিদরাজা ইতুমিয়া জয় করিয়া ইলাত এবং ইজিয়নগিবর নামে লাল সমুদ্রের পূর্ব্বপারস্থ দুই নগর

Red Sea. From these two ports, Solomon sent fleets to Ophir and Tarshish, which always brought back immense riches. This traffic, after having been enjoyed some time by the Syrians, who regained Idumæa, shifted from them to the Tyrians. These got all their merchandise conveyed, by the way of Rhinocolura, (a sea-port town lying between the confines of Egypt and Palestine) to Tyre, from whence they distributed them all over the western world. Hereby the Tyrians enriched themselves exceedingly, under the Persian empire, by the favour and protection of whose monarchs they had the full possession of this trade. But when the Ptolemies had made themselves masters of Egypt, they soon drew all this trade into their kingdom, by building Berenice and other ports on the western side of the Red Sea, belonging to Egypt; and fixed their chief mart at Alexandria, which thereby rose to be the city of the greatest trade in the world. There it continued for a great many centuries after; and all the traffic, which the western parts of the world from that time had with Persia, India, Arabia, and the eastern coasts of Africa, was wholly carried on through the Red Sea and the mouth of the Nile, till a way was discovered, a little above two hundred years* since, of sailing to those parts, by the Cape of Good Hope. After

* The author wrote this now more than a century ago.

নিজাধীন করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র সলমন সেই দুই নগর হইতে ওফির এবং তার্সিসে জাহাজ পাঠাইয়া অপরিমিত ধন আকর্ষণ করিতেন, অনন্তর সিরিয়ানেরা পুনশ্চ ইদুমিয়া অধিকার করিয়া ঐ রূপ বাণিজ্য করিত কিন্তু পরে তাইরিয়ানেরা তাহারদের হস্ত হইতে সে বাণিজ্য গ্রহণ করে ইহারা ইজিপ্ত এবং পালেস্তিনের মধ্যস্থলে রাইন কলুরা নামক সমুদ্র তটস্থ নগরের পথ দিয়া আপনারদের পণ্য দ্রব্যাদি স্বদেশে লইয়া যাইত পরে তাহা পশ্চিম খণ্ডের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিত, পারস্য জাতির সাম্রাজ্য কালে তাইরিয়ানেরাও রাজার অনুগ্রহ ও সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে ঐ রূপ বাণিজ্য করিয়া অত্যন্ত ধনাঢ্য হইয়াছিল কিন্তু কিয়ৎ কালানন্তর তলমি রাজেরা ইজিপ্ত দেশের আধিপত্য পাইয়া লাল সমুদ্রের পশ্চিম তটে বেরিনিসি প্রভৃতি জনপদ নির্ম্মাণ করিয়া অবিলম্বে উক্ত বাণিজ্য হস্তগত করত আপনারদের রাজ্যের মধ্যে আনিয়াছিল তাহারাই আলেগজন্দ্রিয়াতে প্রধান হট স্থাপন করিয়া ঐ নগরকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম বাণিজ্য স্থল করে তাহাতে ঐ নগর বহুকালাবধি একটা মহা হট স্বরূপ হইয়া বণিক জনের বাস স্থান হয়। পশ্চিম খণ্ডস্থ লোকেরা আরবি পারস্য এবং ভারতভূমি হইতে যেং বাণিজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিত সকলি লাল সমুদ্র এবং নীল নদীর সঙ্গম স্থান দিয়া যাইত পরে দুইশত বৎসর * গত হইল কেপ অব গুড হোপ নামক অন্তরীপ দিয়া ভারত বর্ষাদি দেশে আসিবার জল পথ প্রকাশ হওয়াতে বাণিজ্য বর্ত্মের পরিবর্ত্ত হইয়াছে তখন পর্ত্তুগিসেরা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ভারত বর্ষে বাণিজ্য বৃত্তিতে

* গ্রন্থকার এই উক্তি একশত বৎসরের অধিক পূর্ব্বে করিয়াছিলেন।

this, the Portuguese for some time managed this trade; but now it is in a manner engrossed wholly by the English and Dutch. This short account of the East India trade, from Solomon's time to the present age, is extracted from Dr. Prideaux.

For the conveniency of trade, there was built near Alexandria, in an island called Pharos, a tower which bore the same name. At the top of this tower was kept a fire, to light such ships as sailed by night near those dangerous coasts, which were full of sands and shelves; from whence all other towers, designed for the same use, have been called, as Pharo di Messina, &c. The famous architect Sostratus built it by order of Ptolemy Philadelphus, who expended eight hundred talents (180,000*l.* sterling) upon it. It was reckoned one of the seven wonders of the world. Some have commended that prince, for permitting the architect to put his name in the inscription which was fixed on the tower instead of his own. It was very short and plain, according to the manner of the ancients. "Sostratus the Cnidian, son of Dexiphanes, to the protecting deities, for the use of sea-faring people." But certainly Ptolemy must have very much undervalued that kind of immortality which princes are generally very fond of, to suffer, that his name should not be so much as mentioned in the inscription of an edifice so capable of immortalizing him. What we read in Lucian concerning this matter, deprives Ptolemy of

ব্যাপৃত হইয়াছিল কিন্তু পরে ইংরাজ এবং ডচ অর্থাৎ ওলন্দাজেরা তৎসমস্ত প্রায় হস্তগত করিয়াছে। সলমন রাজার কাল অবধি ভারত বর্ষীয় বানিজ্যের এই বৃত্তান্ত প্রিদো নামক গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

বানিজ্যের সুগমার্থ আলেগজন্দ্রিয়া নগরের সন্নিহিত ফারস উপদ্বীপোপরি ঐনামে প্রসিদ্ধ এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তথাকার বালুকাচ্ছন্ন ও প্রস্তরময় ভয়ানক তটের নিকটস্থ জাহাজের পথ রজনীযোগে আলোকময় করণার্থ স্তম্ভের উপরি ভাগে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত অগ্নি থাকিত একারণ রাত্রিকালে সমুদ্র পথ আলোকময় করণার্থ স্তম্ভ মাত্রের এই নাম হইয়াছে যথা মেসিনার ফার ইত্যাদি। তলমি ফিলাদেল্‌ফস অষ্ট শত তালন্ত অর্থাৎ ১৮০০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া শিল্প শাস্ত্র বিশারদ সস্ত্রেতসের দ্বারা উক্ত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ঐ স্তম্ভ ভূমণ্ডলের সপ্ত বিচিত্র বস্তুর মধ্যে গণিত হইয়াছিল। কেহ২ ভ্রান্তি প্রযুক্ত তলমি রাজার প্রশংসা করত কহিয়াছেন তিনি যশঃস্পৃহা পরিহার করত স্তম্ভোপরি আপনার নামাঙ্কন না করাইয়া নির্ম্মাণ দক্ষের নাম লিখিতে দিয়াছিলেন, সে নামাঙ্কন লিপি প্রাচীন পুরুষেরদের রীত্যনুসারে সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছিল যথা "দেক্সিফেনিসের পুত্র নিদিয়ান সস্ত্রেতস নাবিক লোকদিগের হিত কামনায় রক্ষক দেবতারদের প্রতি নিবেদন করিতেছে" তলমি যদি এমত চির কীর্ত্তিকরী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ লিপিতে আপন নাম অব্যক্ত করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন তবে নৃপতি মাত্রের অভীষ্ট যে সুখ্যাতি তৎপ্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য উপেক্ষা বলিতে হইবেক, পরন্তু লুসিয়ান গ্রন্থকারের কথা প্রমাণ তলমির এ অসঙ্গত নিস্পৃহত্ব অলীক বোধ

a modesty, which indeed would be very ill placed here. This author informs us, that Sostratus, to engross the whole glory of that noble structure to himself, caused the inscription with his own name to be carved in the marble, which he afterwards covered with lime, and thereon put the king's name. The lime soon mouldered away; and by that means, instead of procuring the architect the honour with which he had flattered himself, served only to discover to future ages his mean fraud, and ridiculous vanity.

Riches failed not to bring into this city, as they usually do in all places, luxury and licentiousness; so that the Alexandrian voluptuousness became a proverb. In this city arts and sciences were also industriously cultivated, witness that stately edifice, surnamed the Museum, where the literati used to meet, and were maintained at the public expence; and the famous library, which was augmented considerably by Ptolemy Philadelphus, and which, by the magnificence of the kings his successors, at last contained seven hundred thousand volumes. In Cæsar's wars with the Alexandrians, part of this library, (situate in the Bruchion) which consisted of four hundred thousand volumes, was unhappily consumed by fire.

---

হয় লুসিয়ান কহেন শিল্প বিশারদ সস্ত্রেতস উক্ত বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের সমস্ত সুখ্যাতি একাকী ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আপনার নাম সম্বলিত লিপি মর্ম্মর প্রস্তরে খুদিয়া পরে চূর্ণেতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রাজার নামাঙ্কন করিয়াছিল কিন্তু কালের গতিতে চূর্ণময় লিপি নষ্ট হইলেও শিল্পদক্ষের প্রত্যাশানুসারে তাহার সুখ্যাতি না হইয়া উত্তর কালের লোকেরা কেবল তাহার পামরত্ব প্রতারণা এবং কুৎসিত যশোভিমান জানিতে পারিয়াছে।

আলেগজন্দ্রিয়াতে অনেক ধন সম্পত্তি থাকাতে অন্যান্য নগরের ন্যায় সেখানেও ঐশ্বর্য্যাসক্তি এবং লম্পটতার প্রথা চলিত হইয়াছিল একারণ "আলেগজন্দ্রিয় লম্পটতা" এই কথা একপ্রকার চলিত রূপক শব্দ হইয়াছে, এই নগরে দর্শন এবং শিল্প বিদ্যারও বিশেষ অনুশীলন হইত, তাহার প্রমাণ মুসিয়ম নামক মহা প্রাসাদ, সেখানে রাজবৃত্তি ভোগি পণ্ডিত গণের সভা হইত, অপর তথায় এক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ও বিদ্যানুরাগের প্রমাণ স্বরূপ ছিল, তলমি ফিলাদেলফস সেই পুস্তকমন্দিরের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তি রাজারদের বদান্যতা হেতুক তাহা অবশেষে সাত লক্ষ পুস্তকে পূর্ণ হইয়াছিল। সিজর যখন আলেগজন্দ্রিয়াস্থ লোকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন তখন ব্রুকিয়ন নামক পল্লীস্থ পুস্তকালয়ের একাংশ চারি লক্ষ পুস্তক সমেত অকস্মাৎ দগ্ধ হইয়া যায়।

---

## OF THE MANNERS AND CUSTOMS OF THE EGYPTIANS.

Egypt was ever considered by all the ancients, as the most renowned school for wisdom add politics, and the source from whence most arts and sciences were derived. This kingdom bestowed its noblest labours and finest arts on the improving mankind; and Greece was so sensible of this, that its most illustrious men, as Homer, Pythagoras, Plato; even its great legislators, Lycurgus and Solon, with many more whom it is needless to mention, travelled into Egypt to complete their studies, and draw from that fountain whatever was most rare and valuable in every kind of learning. God himself has given this kingdom a glorious testimony, when praising Moses, he says of him, that "he was learned in all the wisdom of the Egyptians."

To give some idea of the manners and customs of Egypt, I shall confine myself principally to these particulars: its kings and government; priests and religion; soldiers and war; sciences, arts, and trades.

The reader must not be surprised, if he sometimes finds, in the customs I take notice of, a kind of contradiction. This circumstance is owing, either to the difference of countries and nations, which did

# মিসরদেশীয় লোকদের রীতি নীতির বিবরণ।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইজিপ্ত রাজ্যকে রাজনীতি ও জ্ঞানের বিখ্যাত আধার এবং প্রায় সমস্ত দর্শন ও শিল্প বিদ্যার আকর স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ রাজ্য মধ্যে মনুষ্য বর্গের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত বহুতর যত্নে অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পক্রিয়া ও বিদ্যার অনুশীলন হইত, গ্রীক দেশীয় লোকদের মধ্যে ইজিপ্তের এই সুখ্যাতি এমত প্রসিদ্ধ ছিল যে হোমর পিথা-গোরাস প্লেতো প্রভৃতি তথাকার বিখ্যাত পুরুষেরা এবং লাইকর্গস সোলনাদি ব্যবস্থাপক পণ্ডিতেরা ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যানুরাগি অনেকানেক মনুষ্য যাঁহারদের নামো-ল্লেখের প্রয়োজনাভাব তাহারা সকলেই বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত ইজিপ্ত রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া সেই বিদ্যারূপ রত্নাকর হইতে বিবিধ মহার্ঘ্য রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অপর ইজিপ্ত রাজ্য জ্ঞানানুশীলনে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি মুজেশের প্রশংসা কল্পত কহিয়াছিলেন "তিনি ইজিপ্ত দেশীয় সমুদায় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন"।

আমরা ইজিপ্ত দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহারাদির বর্ণনা মধ্যে তথাকার রাজা ও রাজনীতি, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজক, যুদ্ধ ও যোদ্ধৃগণ, এবং বিদ্যা শিল্প কার্য্য ও বাণিজ্যের বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিব।

এস্থলে যে২ আচার ব্যবহারের উল্লেখ করা যাইবেক পাঠক বর্গ তন্মধ্যে কোন স্থলে যদি যুক্তির অভাব দেখেন তবে তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবেন না কেননা দেশ দেশান্তরে নানা জাতীয় লোকের মধ্যে এক প্রকার রীতি চিরস্থায়িনী

not always follow the same usages; or to the different way of thinking of the historians whom I copy.

---

CHAP. I. *Concerning the Kings and Government.*—THE Egyptians were the first people who rightly understood the rules of government. A nation so grave and serious, immediately perceived that the true end of politics is, to make life easy, and a people happy.

The kingdom was hereditary; but according to Diodorus, the Egyptian princes conducted themselves in a different manner from what is usually seen in other monarchies, where the prince acknowledges no other rule of his actions, but his arbitrary will and pleasure. But here, kings were under greater restraint from the laws, than their subjects. They had some particular ones digested by a former monarch that composed part of those books, which the Egyptians call sacred. Thus every thing being settled by ancient custom, they never sought to live in a different way from their ancestors.

No slave or foreigner was admitted into the immediate service of the prince; such a post was too important to be intrusted to any persons, except those who were the most distinguished by their birth, and had received the most excellent education; to the end that, as they had the liberty of approaching the king's person, day and night, he might, from men so qualified, hear nothing which was unbecoming the royal majesty; or

হয় না বিশেষতঃ আমরা পুরাবৃত্তরচকদিগের গ্রন্থানুবর্ত্তী হইয়াছি তাঁহারদিগেরও পরস্পরের মত ও বিবেচনার অনৈক্য প্রযুক্ত বিরুদ্ধোক্তি অসম্ভব নহে।

১ অধ্যায়। রাজা ও রাজনীতির বিষয়। মহীমণ্ডল মধ্যে ইজিপ্তীয় লোকেরাই প্রথমতঃ রাজনীতির যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণশালি ঐ লোক সমূহের নিশ্চয় প্রতীত হইয়াছিল যে প্রজার কুশল ও সুখবৃদ্ধি করাই রাজনীতির তাৎপর্য্য।

ঐ দেশের রাজসন্তানেরা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পিতৃ পিতামহাদির রাজ্যে অধিকারী হইত কিন্তু দাইওদোরস কহেন একাধিপত্যকারি রাজারা অন্যত্র যেমন বিধি নিষেধের অধীন না হইয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন ইজিপ্তীয় নৃপালেরা তদ্রূপ ছিলেন না, তাঁহারা দেশীয় ব্যবস্থায় প্রজাপেক্ষাও বরং অধিক বদ্ধ থাকিতেন। এক জন প্রাচীন রাজা যেসকল ব্যবস্থার সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সেখানকার ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে গণিত ছিল, ফলতঃ চিরন্তন চলিত পদ্ধতি ক্রমে তাবৎ কার্য্যের বিধান হওয়াতে কেহ পূর্ব্ব পুরুষের মত খণ্ডন করিয়া কাল যাপন করিতে যত্ন করিত না।

অপর ক্রীতদাস বা ভিন্নদেশীয় লোক রাজ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিত না, ঐ গুরুতর কার্য্যের ভার সদ্বংশোদ্ভব অথচ সুবিদ্বান পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যের প্রতি অর্পিত হইত না, এনিয়মের তাৎপর্য্য এই যে কেবল গুণিলোক অহরহ রাজসমীপে থাকিলে রাজ মহিমার অনুপযুক্ত কোন শব্দ নৃপতিদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেক না এবং তাহারদের মনেও

have any sentiments instilled into him, but such as were of a noble and generous kind. "For," adds Diodorus, "it is very rarely seen, that kings fly out into any vicious excess, unless those who approach them approve their irregularities, or serve as instruments to their passions."

The kings of Egypt freely permitted, not only the quality and proportion of their eatables and liquids to be prescribed them (a thing customary in Egypt, the inhabitants of which were all sober, and whose air inspired frugality) but even that all their hours, and almost every action, should be under the regulation of the laws.

In the morning at day-break, when the head is clearest, and the thoughts most unperplexed, they read the several letters they received; to form a more just and distinct idea of the affairs which were to come under their consideration that day.

As soon as they were dressed, they went to the daily sacrifice performed in the temple; where, surrounded with their whole court, and the victims placed before the altar, they assisted at the prayer pronounced aloud by the high-priest, in which he asked of the gods, health and all other blessings for the king, because he governed his people with clemency and justice, and made the laws of his kingdom the rule and standard of his actions. The high-priest entered into a long detail of his virtues; observing that he was

ঔদার্য্য বিহীন কুসংস্কার জন্মিবেক না, দাইওদোরস কহেন সর্ব্বদা সন্নিহিত পাত্র মিত্রেরা কুমন্ত্রণা না দিলে অথবা দুষ্কর্ম্মের নায়ক না হইলে নৃপতিরা প্রায় কখনই অত্যাচারে অথবা নিন্দনীয় কার্য্যে অনুরক্ত হয়েন না।

ইজিপ্তের মহীপালেরা স্বেচ্ছানুসারে আহার না করিয়া কিং দ্রব্য কিয়ৎ পরিমাণে ভোজন ও পান করিবেন তাহা ব্যবস্থার নিয়মাধীন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন সে দেশের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কেননা সেখানকার সকল লোকই সুধীর ছিল আর তথাকার বায়ুর গুণে স্বভাবতই পরিমিতাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিত। অপর নৃপতিরা অন্যান্য বিষয়েও নিরভিমান প্রকাশ করিতেন তাঁহারা দিবাভাগের যে দণ্ডে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্যবস্থার শাসনানুসারে করিতে বিরক্ত হয়েন নাই।

অরুণোদয় কালে বুদ্ধির জড়তা এবং মনের চাঞ্চল্য অধিক থাকে না একারণ তৎকালে তাঁহারা নানা স্থান হইতে প্রেরিত পত্র পাঠ করিতেন তাহাতে দিবাভাগে কিং বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবেক তাহার যথার্থ এবং স্পষ্ট অনুভব প্রাপ্ত হইতেন।

অপর তাঁহারা বেশ ভূষা করিয়া দেব মন্দিরে নিত্য বলিদান দর্শনার্থ গমন করিতেন এবং বলির পশু যজ্ঞ বেদীর সম্মুখে স্থাপিত হইলে সমস্ত পারিষদ সমভিব্যাহারে প্রধান যাজকের সহিত ভজনা করিতেন, প্রধান যাজক উচ্চৈঃস্বরে দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেন যে রাজার সর্ব্বপ্রকার কুশল হয় কেননা রাজা দয়া এবং ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করেন এবং দেশীয় চলিত ব্যবস্থা মতে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহে রত থাকেন। অনন্তর ঐ পুরোহিত নৃপতির গুণ কীর্ত্তন করত কহিতেন তিনি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সদাচারী

religious to the gods, affable to men, moderate, just, magnanimous, sincere; an enemy to falsehood; liberal, master of his passions; punishing crimes with the utmost lenity, but boundless in rewarding merit. He next spoke of the faults which kings might be guilty of; but supposed, at the same time, that they never committed any, except by surprise or ignorance; and loaded with imprecations such of their ministers as gave them ill counsel, and suppressed or disguised the truth. Such were the methods of conveying instruction to their kings. It was thought that reproaches would only sour their tempers; and that the most effectual method to inspire them with virtue, would be to point out to them their duty in praises conformable to the sense of the laws, and pronounced in a solemn manner before the gods. After the prayers and sacrifice were ended, the counsels and actions of great men were read to the king out of the sacred books, in order that he might govern his dominions according to their maxims, and maintain the laws which had made his predecessors and their subjects so happy.

I have already observed, that the quantity as well as quality of both eatables and liquids were prescribed, by the laws, to the king: his table was covered with nothing but the most common meats; because eating in Egypt was designed, not to tickle the palate, but to satisfy the cravings of nature. One would

ধৈর্য্যশীল, ন্যায়কারী, সদাশয়, সত্যনিষ্ঠ, অনৃতদ্বেষী, দানশৌণ্ড, এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া দুর্জ্জন দমনে ধীরতা অথচ সজ্জন পালনে ও পরগুণ গ্রহণে অসীম ঔৎসক্য প্রকাশ করেন। পুরোহিত কখন রাজারদের দোষোল্লেখ করিতেন না তিনি মনে করিতেন দৈবঘটনা অথবা অজ্ঞাতসার ব্যতীত রাজস্বভাবে দোষস্পর্শে না কিন্তু যে২ অমাত্যেরা নৃপতি সন্নিধানে থাকিয়া অসৎ পরামর্শের প্রসঙ্গ করিত কিম্বা সত্যকে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত তাহারদের নামে যথোচিত অভিশাপ করিতেন। পুরোহিত এই প্রকার কৌশলে রাজাকে উপদেশ করিতেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে রাজ দোষ দেখিয়া অনুযোগ করিলে নৃপতির মনে ক্ষোভ জন্মিবেক কিন্তু দেবগণকে ভক্তি পূর্ব্বক সাক্ষি করিয়া ব্যবস্থানুযায়ি রাজধর্ম্মের প্রশংসা করিলে তাহা না হইয়া বরং রাজার সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি হইবে। অপর বলিদান ও ভজনা সমাপ্ত হইলে নৃপতি সন্নিধানে ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত মহাত্মাদিগের ক্রিয়া ও যুক্তির বিবরণ পাঠ হইত তাহারও তাৎপর্য্য এই যে রাজা ঐ মহাত্মাদের নীত্যনুসারে রাজ্য শাসন করিবেন এবং যে২ ব্যবস্থাতে অতীত কালের রাজা এবং প্রজা উভয়ে বিপুল মঙ্গল ভাজন হইয়াছিলেন তাহাই সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রাজা কি২ দ্রব্য কিয়ৎ পরিমাণে ভোজন ও পান করিবেন সে সমস্ত নিয়ম বদ্ধ ছিল ফলতঃ রাজারদের ভোজন স্থানে কেবল সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইত কেননা ইজিপ্ত দেশের নিয়মানুসারে ভোজনের তাৎপর্য্য রসনার পরিতোষ নহে ক্ষুন্নিবৃত্তিই তাহার অভিপ্রায় ছিল, একজন পুরাবৃত্ত লেখক কহিয়াছেন বোধ হয় ব্যবস্থাপক পণ্ডিতেরা ঐ সকল নিয়ম সঙ্কলন করেন নাই বরং কোন সুচিকিৎসক ভিষজ নৃপতির শারীরিক

have concluded (observes the historian) that these rules had been laid down by some able physician, who was attentive only to the health of the prince, rather than by a legislator. The same simplicity was seen in all other things; and we read in Plutarch, of a temple in Thebes, which had one of its pillars inscribed with imprecations against that king, who first introduced profusion and luxury into Egypt.

The principal duty of kings, and their most essential function, is the administering justice to their subjects. Accordingly, the kings of Egypt cultivated more immediately this duty; convinced that on this depended not only the ease and comfort of the several individuals, but the happiness of the state; which would be an herd of robbers rather than a kingdom, should the weak be unprotected, and the powerful enabled by their riches and credit, to commit crimes with impunity.

Thirty judges were selected out of the principal cities, to form a body or assembly for judging the whole kingdom. The prince, in filling these vacancies, chose such as were most renowned for their honesty; and put at their head, him who was most distinguished for his knowledge and love of the laws, and was had in the most universal esteem. By his bounty, they had revenues assigned them, to the end that being freed from domestic cares, they might devote their whole time to the execution of the laws.

কুশলার্থ ঐ বিধি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। রাজাদের অন্যান্য কার্য্যেও, কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না, প্লুটার্ক কহেন থিবিস নগরস্থ এক মন্দিরের স্তম্ভোপরি ইজিপ্ত দেশে ঐশ্বর্য্য ভোগ ও বহু ব্যয়ের প্রথার সৃজনকারি ভূপতির নামে বহুবিধ কটূক্তি লিখিত ছিল।

প্রজারদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করা রাজ নীতির প্রধান অঙ্গ এবং রাজারও প্রকৃত ধর্ম্ম অতএব ইজিপ্তীয় রাজারা এই বিষয়ে বিশেষ রূপে তৎপর হইয়া মনে করিতেন যে কেবল ব্যষ্টিভাবে প্রজারদের উপকার ও মঙ্গলার্থ তাহা নিতান্ত আবশ্যক এমত নহে কিন্তু সমষ্টিভাবে রাজ্যের কুশলের নিমিত্তও প্রয়োজনীয় বটে, কেননা দীন দরিদ্র প্রজারা সুরক্ষিত না হইলে পরাক্রান্ত লোকেরা ধন মদে মত্ত হইয়া অবিচার পূর্ব্বক অনায়াসে অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবে সুতরাং দেশ অরাজক প্রায় হইয়া দস্যুর আবাস স্থান স্বরূপ হইবে।

অতএব রাজ্যের সর্ব্বত্র সুবিচারের প্রথা প্রচলিত করণার্থ প্রধান২ নগর হইতে ত্রিংশৎ জন উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হইয়া বিচারপতি সম্প্রদায় রূপে নিযুক্ত হইতেন আর রাজাও অতি খ্যাত্যাপন্ন ও সরলান্তঃকরণ লোকদিগের হস্তে ঐ কর্ম্মের ভারার্পণ করিতেন এবং যিনি ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শি ও ন্যায়াচারি প্রযুক্ত সর্ব্ব জনের অনুরাগ ভাজন হইতেন তাঁহাকে উক্ত বিচারক সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ রূপে গণ্য করিতেন। অপর তাহারা যেন সাংসারিক চিন্তায় উৎকণ্ঠিত না হয় এবং স্বচ্ছন্দে ব্যবস্থানুযায়ি বিচারানুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিতে পারে এই অভিপ্রায়ে রাজা বদান্যতা পূর্ব্বক তাহারদের বৃত্তির সংস্থান করিয়া দিতেন। বিচার পতিরা এইরূপ রাজানুকূল্যে সুখে প্রতিপালিত হইয়া প্রজারদিগের নিকট কোন বেতন না লইয়া যথার্থ বিচার নিষ্পত্তি করি

Thus honourably subsisted by the generosity of the prince, they administered justice gratuitously, to the people, who have a natural right to it; among whom it ought to have a free circulation, and in some sense, among the poor more than the rich, because the latter find a support within themselves; whereas the very condition of the former exposes them more to injuries; and therefore calls louder for the protection of the laws. To guard against surprise, affairs were transacted by writing in the assemblies of these judges. That species of eloquence (a false kind) was dreaded, which dazzles the mind, and moves the passions. Truth could not be expressed with too much plainness, as it was to have the only sway in judgments; because in that alone the rich and poor, the powerful and weak, the learned and the ignorant, were to find relief and security. The president of this senate wore a collar of gold set with precious stones, at which hung a figure represented blind, this being called the emblem of truth. When the president put this collar on, it was understood as a signal to enter upon business. He touched the party with it, who was to gain his cause, and this was the form of passing sentence.

The most excellent circumstance in the laws of the Egyptians, was, that every individual, from his infancy, was nurtured in the strictest observance of them. A new custom in Egypt was a kind of miracle. All

তেন বস্তুতঃ ঐ প্রকার বিচার প্রাপণে প্রজারদের স্বাভাবিক অধিকার এবং তাহা সধন নির্ধন সকলের প্রতি সমান ভাবে বিস্তার করা কর্ত্তব্য বরং নির্ধনের পক্ষে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক বিচার করা বিহিত, কেননা ধনাঢ্য লোকেরা ধনানুকুল্যে আপনারদিগের বিষয় রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু নির্ধন প্রজারা দৈন্য প্রযুক্ত পুনঃ২ অত্যাচার গ্রস্ত হয় সুতরাং রাজকীয় বিচার ব্যতীত তাহাদের উপায়ান্তর নাই। অপর বিচার নিষ্পত্তি কালে ন্যায় প্রবাহেতে যদি কোন আকস্মিক বাধা জন্মে এই শঙ্কায় বিচার সভার সমস্ত কার্য্য লিপিদ্বারা নিষ্পন্ন হইত এবং বিচার পতিরাও অলঙ্কারে ভূষিত অথচ বস্তুত অসার এমত বাক্‌কৌশলে ভীত হইতেন কেননা তাহাতে মতিভ্রম ও মোহ জন্মিবার সম্ভাবনা, ফলতঃ কেবল সত্যের স্থাপনই বিচার পতির অভিপ্রায় অতএব তাহাতে যত বাগাড়ম্বরের ন্যূনতা হয় ততই শ্রেয়ঃ, আর সধন নির্ধন, সবল দুর্ব্বল, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই কেবল সত্যাবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে। বিচারপতি সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ গলদেশে মণি মাণিক্যে খচিত সুবর্ণ হার পরিধান করিতেন তাহার তলে সত্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ চক্ষুহীন এক মূর্ত্তি থাকিত কেননা সত্যের পক্ষ পাতিতা অথবা কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, সভাধ্যক্ষ উক্ত কণ্ঠভূষণ ধারণ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিত যে কার্য্যারম্ভের সময় হইয়াছে, আর বিচারের মীমাংসা হইলে এই ধারায় অভিপ্রেত আজ্ঞা প্রচার হইত যথা সভাপতি জয়ি পক্ষকে ঐ হার দ্বারা স্পর্শ করিতেন।

ইজিপ্তীয়দিগের ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে সকল প্রজারাই বাল্যকালাবধি তাহা অখণ্ড্যরূপে পালন করিতে শিক্ষা পাইত সুতরাং সে দেশে কোন নূতন রীতি চলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না সকল কর্ম্মই প্রাচীন প্রণালীমতে

things there ran in the old channel; and the exactness with which little matters were adhered to, preserved those of more importance; and, indeed, no nation ever preserved their laws and customs longer than the Egyptians.

Wilful murder was punished with death, whatever might be the condition of the murdered person, whether he was free-born or otherwise. In this the humanity and equity of the Egyptians were superior to that of the Romans, who gave the master an absolute power as to life and death over his slave. The emperor Adrian indeed abolished this law; from an opinion, that an abuse of this nature ought to be reformed, let its antiquity or authority be ever so great.

Perjury was also punished with death, because that crime attacks both the gods, whose majesty is trampled upon by invoking their name to a false oath; and men in breaking the strongest tie of human society, viz. sincerity and honesty.

The false accuser was condemned to undergo the punishment, which the person accused was to have suffered, had the accusation been proved.

He who had neglected or refused to save a man's life when attacked, if it was in his power to assist him, was punished as rigorously as the assassin: but if the unfortunate person could not be succoured, the offender was at least to be impeached, and penalties

সম্পন্ন হইত আর ক্ষুদ্র বিষয়েও প্রাচীন পদ্ধতির ব্যতিক্রম না হওয়াতে মহৎ ব্যাপারে তদ্রূপ প্রথা সহজে রক্ষিত হইত একারণ কোন জাতি ইজিপ্তীয়দিগের ন্যায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আপনারদের আচার ব্যবহার শুদ্ধরূপে চলিত রাখিতে পারে নাই।

স্বাধীন কিম্বা অধীন যেপ্রকার লোক হউক তাহাকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক হত্যা করিলে হন্তার প্রাণ দণ্ড হইত এবিষয়ে ইজিপ্তীয়েরা রোমানদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট রূপে ন্যায় পালন এবং দীন লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিত কেননা রোমানেরদের মধ্যে ক্রীত দাসকে হত্যা করিলে তাহার কোন বিচার হইত না প্রভুর এমত ক্ষমতা ছিল যে দাসের প্রাণ রক্ষা অথবা সংহার করিতে পারেন পরন্তু এড্রিএন রাজা ঐ ব্যবস্থা বহুকালের প্রাচীন এবং প্রধান২ লোকের অভিমত হইলেও তাহা অন্যায় বলিয়া শোধন কর্ত্তব্য জ্ঞানে অবশেষে রহিত করেন।

ইজিপ্তীয় লোকেরা মিথ্যা শপথের নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড করিত কেননা তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ, আর তাহাতে অনর্থক দেবতারদের নামোচ্চারণ প্রযুক্ত দেব নামের অপমান হয় ও সত্য এবং সরলতার ব্যতিক্রম প্রযুক্ত মনুষ্য বর্গের পরস্পর মিলিত হইবার গ্রন্থিও ছিন্ন হয়।

কেহ কাহার নামে মিথ্যা অপবাদ করিলে অপবাদিত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হইলে যে দণ্ড হইত মিথ্যা অভিযোগীও সেই দণ্ড পাইত।

যে ব্যক্তি বিপক্ষাক্রান্ত লোকের প্রাণ রক্ষার্থ সক্ষম হইয়াও তাহার সহায়তা করণে বিমুখ হইত সে ব্যক্তি ঘাতকের তুল্য কঠিন দণ্ডার্হ হইত আর ঐ দুর্ভাগ্য হত ব্যক্তির সহায়তা করা দুঃসাধ্য হইলেও যিনি তাহার আনুকূল্য করিতে যত্ন না করিতেন তাহার নামে অভিযোগ হইত এবং তিনি অস-

were decreed for any neglect of this kind. Thus the subjects were a guard and protection to one another; and the whole body of the community united against the designs of the bad.

No man was allowed to be useless to the state; but every man was obliged to enter his name and place of abode in a public register, that remained in the hands of the magistrate, and to annex his profession, and in what manner he lived. If such a one gave a false account of himself, he was immediately put to death.

To prevent borrowing of money, the parent of sloth, frauds, and chicane, king Asychis made a very judicious law. The wisest and best regulated states, as Athens and Rome, ever found insuperable difficulties in contriving a just medium, to restrain, on one hand the cruelty of the creditor in the exaction of his loan; and on the other, the knavery of the debtor, who refused or neglected to pay his debts. Now Egypt took a wise course on this occasion; and without doing any injury to the personal liberty of its inhabitants, or ruining their families, pursued the debtor with incessant fears of infamy from his dishonesty. No man was permitted to borrow money without pawning to the creditor the body of his father, which every Egyptian embalmed with great care; and kept reverentially in his house (as will be observed in the sequel) and therefore might be easily moved from one place to another. But it was equally impious and infamous not to redeem

ত্রের নিমিত্ত দণ্ড ভাগী হইতেন সুতরাং ব্যবস্থানুসারে প্রজারা পরস্পরের রক্ষা ও সাহায্য করণে বদ্ধ ছিল এবং সকলে অসৎ লোকদিগের কুমন্ত্রণা নষ্ট করণার্থ একত্র সসজ্জ থাকিত।

অপর দেশের মধ্যে কেহই অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে পারিত না শান্তি রক্ষক রাজপুরুষের নিকটে একখানি প্রকাশ্য পুস্তক ছিল তন্মধ্যে সকলকেই আপন২ নাম ধাম ব্যবসায় এবং জীবনোপায় লেখাইয়া দিতে হইত, তাহাতে কেহ আপনার পরিচয়ে মিথ্যা কহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ দণ্ড হইত।

লোকের ঋণ দোষেই দীর্ঘসূত্রতা চাতুর্য্য এবং কৌটিল্য ব্যবহার জন্মে অতএব আসিকিয়স রাজা তাহার নিবারণার্থ অতি সদ্ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। এথেন্স এবং রোমদেশের ন্যায় সুনিয়মিত রাজ্যেও ঐ বিষয়ের যথার্থ উপায় হয় নাই, উত্তমর্ণেরা নির্দ্দয় চিত্ত হইয়া খাদকের নিকট ধন আদায়ের যত্ন করিত এবং অধমর্ণেরাও ঋণ পরিশোধ কালে নানাবিধ প্রতারণা ও বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইত সুতরাং উভয় পক্ষকে দমন করা অতি দুসাধ্য ছিল, কিন্তু ইজিপ্তীয় লোকেরা বুদ্ধি কৌশলে এমত সুনিয়ম ধার্য্য করিয়াছিল যে তাহাতে উত্তমর্ণেরা কাহাকেও দৈহিক স্বাধীনতায় বর্জ্জিত অথবা তাহার পরিজনকে নিরাশ্রয় না করিয়াও অধমর্ণকে অহরহ ঘোর অযশের ভয়ে পীড়িত করিতে পারিত, তদ্দেশের লোকেরা পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার দেহ বহুতর যত্নে সুগন্ধ রসে পূর্ণ করিয়া মহা ভক্তি পূর্ব্বক স্ব২ ভবনে রাখিত তাহাতে দেহ বহুকাল পর্য্যন্ত অভগ্নাবস্থায় থাকিত এবং প্রয়োজন বশতঃ স্থানান্তরিতও হইতে পারিত, অতএব ঋণ গ্রহণ কালে সকলকেই ব্যবস্থামতে আপন২ পিতৃদেহ উত্তমর্ণের নিকট প্রতিভূ স্বরূপে সমর্পণ করিতে হইত সুতরাং এমত মহা আদরণীয় প্রতিভূ ত্বরায় উদ্ধার না করিলে তৎকার্য্য অত্যন্ত

soon so precious a pledge; and he who died without having discharged this duty, was deprived of the customary honours paid to the dead.

Diodorous remarks an error committed by some of the Grecian legislators. They forbid, for instance, the taking away (to satisfy debts) the horses, ploughs, and other implements of husbandry employed by peasants; judging it inhuman to reduce, by this security, these poor men to an impossibility of discharging their debts, and getting their bread: but at the same time they permitted the creditor to imprison the peasants themselves, who only were capable of using these implements; which exposed them to the same inconveniences, and at the same time deprived the government of persons who belonged, and are necessary to it; who labour for the public emolument, and over whose person no private man has any right.

Polygamy was allowed in Egypt, except to priests, who could marry but one woman. Whatever was the condition of the woman, whether she was free or a slave, her children were deemed free and legitimate.

One custom that was practised in Egypt, showed the profound darkness into which such nations as were most celebrated for their wisdom have been plunged; and this was the marriage of brothers with their sisters, which was not only authorised by the law, but even, in some measure, was a part of their religion, from the example and practice of such of their

অযশস্কর এবং পাপ জনক রূপে গণ্য হইত, অধিকন্তু যে অধমর্ণ পিতৃদেহ উদ্ধার না করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত সে ব্যক্তির পক্ষে বিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিষেধ ছিল।

এতদ্বিষয়ে দাইওদোরস গ্রীক দেশীয় ব্যবস্থাপক পণ্ডিত গণের বিবেচনায় এক দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহারা ঋণ পরিশোধার্থে অধমর্ণের হল ঘোটক এবং কৃষি কার্য্যোপযোগি অন্যান্য যন্ত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কেননা জীবিকার উপায় না থাকিলে দরিদ্রলোকেরা ঋণ পরিশোধের উপায় করিতে অক্ষম হইবে এবং অন্নাভাবে ক্লেশ পাইবে, অথচ উত্তমর্ণের প্রতি এমত বিধি দিয়াছিলেন যে ঋণো-দ্ধারার্থ কৃষকদিগকে কারাবদ্ধ করিতে পারে সুতরাং ঐ যন্ত্র রক্ষা বিফল হইত এবং দেশের কুশলার্থ কৃষিজীবি লোক অতি প্রয়োজনীয় হইলেও তাহারা কারারুদ্ধ হওয়াতে সাধারণের কোন উপকার হইত না। ফলতঃ কৃষক লোকেরা রাজ্যের হিতার্থ নিজ ব্যবসায় পালন করে একারণ তাঁহারদের শরীরে হস্তার্পণ করা কোন প্রজার পক্ষে বিচারসঙ্গত ও বিবেচনা সিদ্ধ নহে।

ইজিপ্তদেশে পুরোহিত ব্যতীত অন্য সকল জাতিরা বহু-বিবাহ করিতে পারিত কেবল পুরোহিতেরা এক মাত্র দার পরিগ্রহ করিতেন। পত্নী দাসী হউক বা স্বাধীনা হউক তদ্গর্ভজ সন্তানেরা সর্ব্বাবস্থায় স্বাধীন এবং বৈধ পুত্র স্বরূপে গণ্য হইত।

কিন্তু ইজিপ্ত দেশীয় লোকদিগের একটী ব্যবহার অত্যন্ত দূষ্য ছিল তাহাতে বোধ হয় বিজ্ঞতম জাতীয়েরাও ঘোর তিমিরাবৃত হইতে পারেন, তাহারদের মধ্যে সহোদর ও সহোদরার পরস্পর বিবাহ হইবার প্রথা ছিল আর তাহা কেবল রাজকীয় ব্যবস্থা সঙ্গত ছিল না ধর্ম্ম শাস্ত্রেও বিহিত রূপে গণিত হইয়াছিল কেননা তথাকার বহু কালাবধি সর্ব্বত্র আ-

gods, as had been the most anciently and universally adored in Egypt, that is, Osiris and Isis.

A very great respect was there paid to old age. The young were obliged to rise up for the old, and on every occasion, to resign to them the most honourable seat. The Spartans borrowed this law from the Egyptians.

The virtue in the highest esteem among the Egyptians was gratitude. The glory which has been given them of being the most grateful of all men, shows that they were the best formed of any nation, for social life. Benefits are the band of concord both public and private. He who acknowledges favours, loves to do good to others ; and in banishing ingratitude, the pleasure of doing good remains so pure and engaging, that it is impossible, for a man to be insensible of it: but no kind of gratitude gave the Egyptians a more pleasing satisfaction, than that which was paid to their kings. Princes, whilst living, were by them honoured as so many visible representations of the deity; and after their death were mourned as the fathers of their country. These sentiments of respect and tenderness proceeded from a strong persuasion, that the divinity himself had placed them upon the throne, as he distinguished them so greatly from all other mortals; and that kings bore the most noble characteristics of the Supreme Being, as the power and will of doing good to others were united in their persons.

রাধিত দেবতারা অর্থাৎ ওসিরিস এবং আইশিস স্বয়ং ঐ রূপ বিবাহ করিয়াছিলেন।

উক্ত দেশে প্রবীণ লোকদিগের মহা সম্ভ্রম ছিল, যুবকমাত্র তাহারদিগের সমক্ষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাবৎ বিষয়ে তাহারদিগকে প্রধান আসন দিতে বাধ্য হইত, স্পার্টাদেশীয় লোকেরা ইজিপ্তীয় দিগের নিকট ঐ রীতি শিক্ষা করে।

অপর ইজিপ্ত দেশীয় লোকেরা কৃতজ্ঞতাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিত এবং তাহাতেই নিরন্তর অনুরক্ত থাকিয়া অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক যশস্বি হইয়াছিল ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতার বিষয়ে উত্তম নিপুণ ছিল কেননা পরস্পর উপকার সম্বন্ধেই সমষ্টি অথবা ব্যষ্টিভাবে মিত্রতার গ্রন্থি সদৃঢ় হয়, যে আপনি কৃতঘ্ন সে কখন পরহিতৈষী হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাহার পরোপকারের ধর্ম্ম পালনে আমোদ জন্মে, ফলতঃ কৃতঘ্নতার লোপ হইলে পরহিতৈষিতা এমত শুদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক রূপে প্রবল হয় যে তাহাতে অনুরাগ জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। ইজিপ্তীয় লোকেরা রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা করিয়া যাদৃশ সন্তুষ্ট হইত অন্য কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাদৃশ আপ্যায়িত হইত না, তাহারা রাজাকে জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ দেব মূর্ত্তি ও পূজ্য বোধ করিত এবং রাজার মৃত্যু হইলে প্রজাবৎসল পিতা বলিয়া তাঁহার জন্য বিলাপ করিত, এতাদৃশ সমাদর ও ভক্তি করিবার কারণ এই যে তাহারা মনে করিত পরমেশ্বর নৃপতিকে অন্যান্য মর্ত্ত্যলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানে স্বয়ং সিংহাসনোপবিষ্ট করিতেন এবং রাজারাও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে দেবচিহ্ন ধারণ করিতেন কেননা পরোপকার করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা তাঁহারদের মধ্যে বিরাজমান থাকিত।

CHAP. II. *Concerning the Priests and Religion of the Egyptians.*—PRIESTS, in Egypt, held the second rank to kings. They had great privileges and revenues; their lands were exempted from all imposts; of which some traces are seen in Genesis where it is said, "Joseph made it a law over the land of Eygpt, that Pharaoh should have the fifth part, except the land of the priests only, which became not Pharaoh's."

The prince usually honoured them with a large share in his confidence and government, because they, of all his subjects, had received the best education, had acquired the greatest knowledge, and were most strongly attached to the king's person and the good of the public. They were at one and the same time the depositaries of religion and of the sciences; and to this circumstance was owing the great respect which was paid them by the natives as well as foreigners, by whom they were alike consulted upon the most sacred things relating to the mysteries of religion, and the most profound subjects in the several sciences.

The Egyptians pretend to be the first institutors of festivals and processions in honour of the gods. One festival was celebrated in the city of Bubaste, whither persons resorted from all parts of Egypt, and upwards of seventy thousand, besides children, were seen at it. Another, surnamed the feast of the lights, was solemnized at Sais. All persons, throughout

২ অধ্যায়। ইজিপ্তীয়দিগের ধর্ম্ম ও যাজকদিগের বিষয়। ইজিপ্ত দেশে যাজকেরা মর্য্যাদায় রাজার পর পদস্থ হইয়া মহা প্রভাবে নানা বৃত্তি ভোগ করিত, তাহারদিগকে কোন প্রকার রাজস্ব দিতে হইত না, ইহার প্রমাণ আদি পুস্তকেই দৃষ্ট হয় যথা " যোসেফ ইজিপ্ত দেশে এই নিয়ম করিলেন যে যাজকদিগের নিষ্কর ভূমি ব্যতিরিক্ত সমস্ত ভূমির উপস্বত্বের পঞ্চমাংশ রাজস্ব হইবেক"

রাজা যাজকদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতেন এবং রাজকীয় কার্য্যেরও ভারার্পণ করিতেন কেননা প্রজা পুঞ্জের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে শিক্ষিত হইয়া বিবিধ বিদ্যোপার্জ্জন করিতেন এবং রাজা প্রজা উভয়ের মঙ্গলার্থ উৎসুক থাকিতেন বিশেষতঃ তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের আধার ছিলেন এবং তজ্জন্য বিপুল সম্ভ্রম ভোগ করিতেন, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল লোকেই বহু সম্মান পুরঃসর তাঁহারদের নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক ব্যবস্থা এবং পদার্থাদি বিদ্যা সম্বন্ধীয় দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত।

ইজিপ্তীয়েরা কহে যে তাহারাই প্রথমতঃ দেবোদ্দেশে পর্ব্ব এবং উৎসবাদির সৃষ্টি করে। বুবাস্তস নগরে এক পর্ব্বের প্রথা ছিল তাহাতে দেশের সকল স্থান হইতে যাত্রির সমাগম হইত, সে পর্ব্বাহে বালক ব্যতিরিক্ত সপ্ততি সহস্র লোক একত্র উপস্থিত হইত, সাইস নগরে আর এক উৎসবের নিয়ম ছিল তাহার নাম দীপ্তির পর্ব্ব, দেশের মধ্যে যেং লোকেরা ঐ পর্ব্বাহে সাইস নগরে উপস্থিত

Egypt, who did not go to Sais, were obliged to illuminate their windows.

Different animals were sacrificed in different countries; but one common and general ceremony was observed in all sacrifices, *viz.* the laying of hands upon the head of the victim, loading it at the same time with imprecations: and praying the gods to divert upon that victim, all the calamities which might threaten Egypt.

It is to Egypt that Pythagoras owed his favourite doctrine of the metempsychosis, or transmigration of souls. The Egyptians believed, that at the death of men, their souls transmigrated into other human bodies; and that, if they had been vicious, they were imprisoned in the bodies of unclean or unhappy beasts, to expiate in them their past transgressions; and that, after a revolution of some centuries, they again animated other human bodies.

The priests had the possession of the sacred books which contained, at large, the principles of government, as well as the mysteries of divine worship. Both were commonly involved in symbols and enigmas, which, under these veils, made truth more venerable, and excited more strongly the curiosity of men. The figure of Harpocrates, in the Egyptian sanctuaries, with his finger upon his mouth, seemed to intimate, that mysteries were there inclosed, the knowledge of which was revealed to very few. The

না হইত তাহারদিগকে স্বং গৃহের গবাক্ষজালকে জ্যোতির্ম্ময় করিতে হইত।

ইজিপ্তের নানা প্রদেশে নানা প্রকার পশু বলিদান করিবার প্রথা ছিল এবং যজ্ঞমাত্রেরই সামান্য অঙ্গ এই যে যজ্ঞীয় পশুর মস্তকোপরি হস্তস্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতারদের নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইত যেন দেশের সমস্ত আপদ সঙ্কট হন্তব্য পশুর উপরে আইসে।

পাইথাগোরাস জীবের জন্মান্তর ও দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ক যে মত বহু অনুরাগ পূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন ইজিপ্ত দেশেই তাহা শিক্ষা করেন, ইজিপ্তীয়েরা মনে করিত যে কোন লোকের মৃত্যু হইলে জীবাত্মা অন্য এক মানবদেহ প্রাপ্ত হয় কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় অধর্ম্মাচরণ করিয়া-থাকে তবে পাপের দারুণ ফল ভোগার্থ অশুদ্ধ এবং জঘন্য পশু দেহে বদ্ধ থাকে পরে শতং বৎসর অতীত হইলে পুনশ্চ অন্য কোন মানব দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে।

যাজকেরাই ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করণে অধিকারি ছিল, সেই শাস্ত্রের মধ্যে দেব সেবার রহস্য বর্ণনা এবং রাজনীতির বিস্তারিত বিবরণ লিখিত থাকিত আর সে সকল কথা অব্যক্ত বর্ণ এবং নিগূঢ় অক্ষরে আচ্ছাদিত হওয়াতে, লোকে অধিক শ্রদ্ধা করিত এবং সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে জ্ঞান পাইতে অত্যন্ত উৎসুক হইত ইজিপ্তীয় দেবালয়ে হার্পোক্রেতিসের এক বিগ্রহ ছিল তাহার মুখে অঙ্গুলী সংলগ্ন থাকিত লোকে তাহা দেখিয়া এই বোধ করিত যে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব যেন সেই মুখের মধ্যে সংগোপিত আছে, ফলেও তাহা অত্যল্প

sphinxes, placed at the entrance of all temples, implied the same. It is very well known, that pyramids, obelisks, pillars, statues, in a word, all public monuments, were usually adorned with hieroglyphics, that is, with symbolical writings; whether these were characters unknown to the vulgar, or figures of animals which couched a hidden and parabolical meaning. Thus, by a hare, was signified a lively and piercing attention, because this creature has a very delicate hearing. The statue of judge without hands, and with eyes fixed upon the ground, symbolized the duties of those who were to exercise the judiciary functions.

It would require a volume to treat fully of the religion of the Egyptians. But I shall confine myself to two articles, which form the principal part of the Egyptian religion; and these are the worship of the different deities, and the ceremonies relating to funerals.

Sect. I. *Of the Worship of the various Deities.*—Never were any people more superstitious than the Egyptians; they had a great number of gods, of different orders and degrees, which I shall omit, because they belong more to fable than to history. Among the rest, two were universally adorned in that country, and these were Osiris and Isis, which are thought to be the sun and moon; and, indeed, the worship of those planets gave rise to idolatry.

লোকের প্রতি প্রকাশ হইত, অপর দেবমন্দির মাত্রের দ্বারে স্থিত অদ্ভুতাকৃতি স্ফিংক্স দেখিলেও তদ্রূপ অনুভব হইত, পাঠক বর্গ পূর্ব্বেই পাঠ করিয়া থাকিবেন যে পিরামিড ওবেলিস্ক স্তম্ভ প্রতিমাদি সমুদয় প্রকাশ্য বিচিত্র বস্তু হাই-রোগ্লিফিক অর্থাৎ অব্যক্ত বর্ণ লিপিতে ভূষিত হইত, কোনং স্থলে ঐ বর্ণ সাধারণের অবিদিত অক্ষর স্বরূপ আর কোনং স্থলে জন্তুর আকৃতির ন্যায় ছিল তাহার তাৎপর্য্যার্থ অতি গোপনীয়, কেবল সঙ্কেত দ্বারা বোধ গম্য হইত, যথা, শশকের আকৃতি থাকিলে প্রখর সূক্ষ্ম বুদ্ধি বুঝাইত কেননা ঐ জন্তুর শ্রবণেন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ, হস্তহীন অথচ অধোবদন বিচার পতির সাদৃশ্য থাকিলে সঙ্কেতে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগের ধর্ম্ম উক্ত হইত।

ইজিপ্তীয়দিগের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিলে তাহাতেই গ্রন্থ পূর্ণ হয় অতএব আমরা এস্থলে তদ্বিষয়ে কেবল প্রধান দুই শাখার প্রসঙ্গ করিব অর্থাৎ দেবতারদের আরাধনার ধারা এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিধান।

১ পরিচ্ছেদ। দেবতারদের আরাধনার ধারা। পৃথিবীস্থ কোন জাতি অলীক ধর্ম্ম সাধনে কখন ইজিপ্তীয়দের অপেক্ষা অধিক ব্যাপৃত হয় নাই, তাহারদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহৎ বহু সংখ্যক দেব কল্পনার প্রথা ছিল কিন্তু সে সকল জল্পনা পুরাবৃত্তের বিষয় নহে একারণ আমরা এস্থলে তাহার বিবরণে ব্যাপৃত হইব না। উক্ত দেশে ওশিরিস এবং আইশিস নামক দেব পূজা সর্ব্বত্র চলিত ছিল, অনুমান হয় তথাকার লোকেরা ঐ নাম দ্বয়ানুসারে চন্দ্র সূর্য্যের অর্চ্চনা করিত ফলতঃ খগোলস্থ বস্তুর আরাধনাতেই পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপক্রম হয়।

Besides these gods, the Egyptians worshipped a great number of beasts; as the ox, the dog, the wolf, the hawk, the crocodile, the ibis, the cat, &c. Many of these beasts were the objects only of the superstition of some particular cities; and whilst a people worshipped one species of animals as gods, their neighbours had the same animal gods in abomination. This was the source of the continual wars which were carried on between one city and another; and this was owing to the false policy of one of their kings, who, to deprive them of the opportunity and means of conspiring against the state, endeavoured to amuse them, by engaging them in religious contests. I call this a false and mistaken policy, because it directly thwarts the true spirit of government, the aim of which is, to unite all its members in the strictest ties and to make all its strength consist in the perfect harmony of its several parts.

Every nation had a great zeal for their gods. "Among us," says Cicero, "it is very common to see temples robbed, and statues carried off; but it was never known, that any person in Egypt ever abused a crocodile, an ibis, a cat; for its inhabitants would have suffered the most extreme torments, rather than be guilty of such sacrilege".

It was death for any person to kill one of these animals voluntarily; and even a punishment was decreed against him, who should have killed an ibis,

ইজিপ্তীয় লোকেরা তদ্ব্যতীত কুক্কুর, কেঁদুয়া ব্যাঘ্র, বৃষ, শোন, কুম্ভীর, বিড়াল এবং সর্প ভক্ষক ইবিস পক্ষি প্রভৃতি অনেকানেক জন্তুকেও দেবতা বোধ করিয়া পূজা করিত কিন্তু এসমস্ত জন্তু সর্ব্বত্র সমানরূপে পূজ্য ছিল না, অনেক পশু কেবল কোন২ নগরে আরাধ্য হইত আর কখন২ এক প্রদেশের পূজ্য জন্তু প্রদেশান্তরে জঘন্য রূপে গণিত হইত এই কারণে ভিন্ন২ নগরের লোকেরা অহরহ পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিত। এক জন দুষ্টবুদ্ধি রাজা ধর্ম্মের ঐ প্রকার মতভেদ সৃষ্টি করিয়া গৃহ বিবাদের বীজ স্থাপন করেন, তিনি অনুমান করিলেন যে প্রজারদিগকে পরস্পরের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধে ব্যাপৃত করিলে তাহারা একত্র হইয়া রাজদ্রোহ করণে অবকাশ পাইবে না কিন্তু এই কুৎসিত কৌশলকে দুষ্টবুদ্ধির কর্ম্ম কহিতে হইবেক কেননা ইহাতে রাজনীতির যথার্থ তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম হয় প্রজাগণকে পরস্পরের স্নেহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া ঐক্য ও সদ্ভাবের বৃদ্ধিদ্বারা রাজ্যকে দৃঢ়তর করাই যথার্থ রাজধর্ম্ম।

ইজিপ্তদেশের সকল লোকেরাই আপন২ দেবতারদের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি করিত, সিসিরো কহেন "আমারদের দেশে দেব মন্দিরে দস্যুবৃত্তি এবং দেববিগ্রহের অপহরণ পুনঃ২ হইয়া থাকে কিন্তু ইজিপ্তদেশে কেহ কখন কুম্ভীর কিম্বা ইবিস পক্ষি অথবা বিড়ালের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এমত কদাপি শুনা যায় নাই ফলতঃ সেখানকার লোকেরা এমত অধর্ম্মাচরণাপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগকেও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত" তথাকার কোন লোক উক্ত জন্তুর কোন একটাকে হত্যা করিলে বধ দণ্ড প্রাপ্ত হইত আর ইবিস কিম্বা বিড়ালকে অজ্ঞাতসারে নষ্ট করিলেও কঠিন দণ্ডের বিধি ছিল। দাইওদোরস ইজিপ্ত দেশে বাস করণ কালে তত্রত্য

or a cat, with, or without design. Diodorus relates an incident, to which he himself was an eye-witness, during his stay in Egypt. A Roman having inadvertently, and without design, killed a cat; the exasperated populace ran to his house; and neither the authority of the king, who immediately detached a body of his guards, nor the terror of the Roman name, could rescue the unfortunate criminal. And such was the reverence which the Egyptians had for these animals, that in an extreme famine they chose to eat one another, rather than feed upon their imagined deities.

Of all these animals, the bull Apis, called Epaphus by the Greeks, was the most famous. Magnificent temples were erected to him; extraordinary honours were paid him while he lived, and still greater after his death. Egypt went then into a general mourning. His obsequies were solemnized with such a pomp as is hardly credible. In the reign of Ptolemy Lagus, the bull Apis dying of old age, the funeral pomp, besides the ordinary expences, amounted to upwards of fifty thousand French crowns (above 11,250*l.* sterling.) After the last honours had been paid to the deceased god, the next care was to provide him a successor, and all Egypt was sought through for that purpose. He was known by certain signs, which distinguished him from all other animals of that species; upon his forehead was to be a white spot, in form of a crescent; on his back, the

লোকের ধর্ম্মান্ধতার এক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, একজন রোমান দৈবাৎ অজ্ঞাতসারে একটা বিড়াল হত্যা করিয়াছিল লোকেরা তাহা দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহার গৃহে ধাবমান হয় পরে রাজা স্বয়ং তাহারদিগকে ক্ষান্ত করণার্থ একদল অস্ত্রধারি রক্ষক পাঠাইলেও প্রজারা নৃপতির অনুরোধ না শুনিয়া এবং রোমান জাতির পরাক্রমে ভীতও না হইয়া বিড়াল হন্তাকে আঘাত করিয়াছিল। অধিকন্তু ইজিপ্তীয়েরা ঐ দেবমূর্ত্তি জন্তুরদের প্রতি এমত ভক্তি করিত যে একবার ঘোর দুর্ভিক্ষ্য কালে প্রাণ ধারণার্থ বরং আপনারদের মাংস পরস্পর ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তথাপি ঐ কল্পিত দেবতারদিগকে আহারার্থ বধ করে নাই।

উক্ত জন্তুগণের মধ্যে এপিস নামক বৃষ যাহাকে গ্রীকেরা এপাফস কহিত তাহাই সর্ব্ব প্রসিদ্ধ ছিল, ঐ বৃষের অধিষ্ঠানার্থ সুশোভিত বৃহৎ২ অট্টালিকার নির্ম্মাণ হইত, সকলেই তাহার জীবদ্দশায় মহা সম্ভ্রম করিত এবং মরিলে পরেও তাহার প্রতি মহতী শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত, অর্থাৎ বৃষের মরণে দেশীয় সকল লোকে শৌচগ্রহণ করিয়া অদ্ভুত সমারোহ পূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিত, তলমি লেগসের অধিকার কালে এপিস বৃষ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমারোহে এক লক্ষ দ্বাদশ সহস্র পঞ্চশত মুদ্রা ব্যয় হয়, অপর মৃত বৃষ-দেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে তাহার স্থানে অন্য এক বৃষের প্রতিষ্ঠার্থ বহুতর যত্ন প্রকাশ হয় আর তজ্জন্য সকলে দেশ ব্যাপিয়া একটী উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করে, ঐ বৃষের এক বিশেষ লক্ষণ ছিল তদ্দ্বারা অন্যান বৃষ হইতে তাহার প্রভেদ করা যাইত, সে লক্ষণ এই যে ললাট শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, পৃষ্ঠদেশ উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায়, এবং জিহ্বার উপর এক প্রকার ভ্রমরের সদৃশ চিহ্ন, এইং লক্ষণধারি বৃষ প্রাপ্ত হইলেই মৃত বৃষের অনুরাগ সূচক বিলাপের

figure of an eagle; upon his tongue that of a beetle. As soon as he was found, mourning gave place to joy; and nothing was heard, in all parts of Egypt, but festivals and rejoicings. The new god was brought to Memphis, to take possession of his dignity, and there installed with a great number of ceremonies. The reader will find hereafter, that Cambyses, at his return from his unfortunate expedition against Ethiopia, finding all the Egyptians in transports of joy for their new god Apis, and imagining that this was intended as an insult upon his misfortunes, killed, in the first starts of his fury, the young bull, who by that means had but a short enjoyment of his divinity.

It is plain, that the golden calf set up near mount Sinai by the Israelites, was owing to their abode in Egypt, and an imitation of the god Apis; as well as those which were afterwards set up by Jeroboam, (who had resided a considerable time in Egypt) in the two extremities of the kingdom of Israel.

The Egyptians, not contented with offering incense to animals, carried their folly to such an excess, as to ascirbe a divinity to the pulse and roots of their gardens. For this they are ingeniously reproached by the satirist.

> Who has not heard where Egypt's realms are nam'd,
> What monster gods her frantic sons have fram'd?
> Here Ibis gorg'd with well-grown serpents, there
> The Crocodile commands religious fear:

পরিবর্ত্তে দেশের সর্ব্বত্র আনন্দ ধ্বনি হইত আর তৎকালে আনন্দোৎসব এবং হর্ষ সূচক কোলাহল ব্যতীত কুত্রাপি কিছুই দৃষ্টি বা শ্রুতি গোচর হইত না, পরে নবীন বৃষদেব মেম্ফিসে আনীত হইয়া মহা সমারোহ ও যাগ যজ্ঞাদি পুরঃসর প্রতি-ষ্ঠিত হইতেন। পাঠক বর্গ পরে দেখিবেন যে কাম্বাইশস নামা পারস্যরাজ ইথিওপিয়া দেশে পরাজিত হইয়া ইজিপ্তে প্রত্যা-গমন কালে সকল লোককে হর্ষে পুলকিত দেখিয়া তাঁহার অসৌভাগ্যে আনন্দ করিতেছে এই ভাবিয়া মহাকুপিত হইয়া-ছিলেন পরে এপিস বৃষদেবকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইয়াছে ইহা শুনিয়া ক্রোধ বশতঃ ঐ বলীবর্দ্দকে বধ করিয়া ফেলেন সুতরাং সেই নবীন পশু অত্যল্প কাল মাত্র দেবত্ব ভোগ করিতে পাইয়াছিল।

বোধ হয় ইস্রাএল লোকেরা সিনায় পর্ব্বতে সুবর্ণময় বৎস মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহার কারণ এই যে তাহারা ইজিপ্তে বাস করিয়া এপিস বৃষের ন্যায় দেবস্থাপন করণের কুসংস্কার প্রাপ্ত হয় আর পরে যেরোবোম রাজা ইস্রাএলের উভয়প্রান্তে যে দুই বৎস মূর্ত্তি স্থাপন করেন তাহাও ঐ কারণ বশতঃ হইয়া থাকিবে কেননা তিনিও বহুকাল পর্য্যন্ত ইজিপ্তে বাস করিয়াছিলেন।

ইজিপ্তীয় লোকেরা কেবল পশুগণের উদ্দেশে ধূপ দীপ নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই তাহারা ঘোরতর ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত বনের ফল মূলকেও দেবতা বোধ করিত একারণ জুবিনেল কবি হাস্য রসে তাহাদের প্রতি যথোচিত শ্লেষোক্তি করিয়াছেন যথা।

ইজিপ্ত দেশেতে যত ধর্ম্ম মূঢ় নর।
ভক্তি ভাবে ভজে সবে জঘন্য অমর॥
যে কেহ শুনেছে উক্ত রাজ্যের সংবাদ।
জানিয়াছে ধর্ম্মের ঐ বিষম প্রমাদ॥

Where Memnon's statue magic strings inspire
With vocal sounds, that emulate the lyre;
And Thebes, such fate, are thy disastrous turns!
Now prostrate o'er her pompous ruins mourns;
A monkey-god, prodigious to be told!
Strikes the beholder's eye with burnish'd gold:
To godship here blue Triton's scaly herd,
The river progeny is there preferr'd:
Through towns Diana's power neglected lies,
Where to her dogs aspiring temples rise:
And should you leeks or onions eat, no time
Would expiate the sacrilegious crime.
Religious nations sure, and blest abodes,
Where every orchard is o'errun with gods.

It is astonishing to see a nation, which boasted its superiority above all others with regard to wisdom and learning, thus blindly abandon itself to the most gross and ridiculous superstition. Indeed, to read of animals and vile insects, honoured with religious worship, placed in temples, and maintained with great care and at an extravagant expence; to read, that those who murdered them were punished with death; and that these animals were embalmed, and solemnly deposited in tombs, assigned them by the public; to hear, that this extravagance was carried to such lengths, as that leeks and onions were acknowledged as deities; were invoked in necessity, and depended upon for succour and protection; are excesses which we, at this distance of time, can scarce believe; and yet they have the evidence of all antiquity. You

কেহ বা কুম্ভীর ভজে কেহ বা বিহঙ্গ।
রাশিং আছে যার জঠরে ভুজঙ্গ ॥
মেমনের মূর্ত্তি যেথা বিচিত্র রাগেতে।
চুরি করে চিত্ত নিধি মধুর নাদেতে ॥
শতদ্বারী থিবি পুরী যেথা শোভাকরী।
কালাত্যয়ে হয়ে গেছে শ্রীহীনা নগরী ॥
তথায় বিরাজমান কপিদেব মূর্ত্তি।
কিবা অপরূপ তার কাঞ্চনের স্ফূর্ত্তি ॥
কোন স্থানে তিমিঙ্গিল নীল কলেবর।
কোন স্থানে নদীজাত মীনাদি নিকর ॥
কুকুর ঠাকুর রূপে পাদ্য অর্ঘ্য পায়।
দিয়ানা প্রধানা দেবী বঞ্চিত পূজায় ॥
পণ্ডিতে পলাণ্ডু পূজে কি কব ভণ্ডতা।
ভাঙ্গিলে ভক্ষিলে হয় ঘোর পাষণ্ডতা ॥
ধন্য ইজিপ্তের লোক অপার মহিমা।
উদ্যানেও দেব দেবী জন্মে নাহি সীমা ॥

কি আশ্চর্য্য! বিদ্যা এবং বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বাভিমানি জাতিও ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত এমত জঘন্য ও হাস্যাস্পদ দেব সাধনে মত্ত হইত! সম্প্রতি এই সকল অসম্ভব বর্ণনায় সহজে বিশ্বাস হয় না যে মনুষ্য জাতীয়েরা পশুপক্ষি ও কীট পতঙ্গকে দেব স্বরূপ করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বহুব্যয়ে রক্ষা করিত এবং তাহারদের হত্যাকারিকে বধ দণ্ড দিত আর দেবজন্তুরদের শরীর মরণান্তে গন্ধরসে পূর্ণ করিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক সাধারণ কবরে সমাধি করিত অধিকন্তু বিবেকি লোকে এমত ঘোর ধর্ম্মান্ধতার কূপে পতিত হইয়াছিল যে পলাণ্ডু প্রভৃতি ফল মূলাদিকেও দেবতুল্য গণনা করিয়া বিপত্তি কালে স্তব করত শরণস্থান জ্ঞান করিত এসকল কার্য্যে যদ্রূপ হতবুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা মনুষ্য জাতির মধ্যে সম্ভাব্য অথবা বিশ্বাস

enter, says Lucian, into a magnificent temple, every part of which glitters with gold and silver. You there look attentively for a god, and are cheated with a stork, an ape, or a cat; a just emblem, adds that author, of too many palaces, the masters of which are far from being the brightest ornaments of them.

Several reasons are given of the worship paid to animals by the Egyptians.

The first is drawn from the fabulous history. It is pretended that the gods, in a rebellion made against them by men, fled into Egypt, and there concealed themselves under the form of different animals; and that this gave birth to the worship, which was afterwards paid to those animals.

The second is taken from the benefit which these several animals procure to mankind: oxen by their labour; sheep by their wool and milk; dogs by their service in hunting and guarding houses, whence the god Anubis was represented with a dog's head: the ibis, a bird very much resembling a stork, was worshipped, because he put to flight the winged serpents, with which Egypt would otherwise have been grievously infested; the crocodile, an amphibious creature, that is, living alike upon land and water, of a surprising strength and size, was worshipped because he defended Egypt from the incursions of the wild Arabs; the ichneumon was adored, because he prevented the too great increase of crocodiles, which

যোগ্য হয় না তথাপি সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থকারেরাই লিখিয়াছেন যে ইজিপ্ত দেশে ঐ প্রকার ধর্ম্মোপাসনার রীতি চলিত ছিল। লুসিয়ান কবি পরিহাস করিয়া কহেন তথাকার সুশোভিত দেব মন্দিরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বাংশ রজত কাঞ্চনে মণ্ডিত কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অন্বেষণ করিলে কোথাও একটা সারস পক্ষী কিম্বা একটা মর্ক্কট অথবা একটা মার্জ্জার মাত্র নয়ন গোচর হয়, বস্তুতঃ অনেকানেক রাজ প্রাসাদের ঐ প্রকার দুর্গতি দৃষ্ট হইয়াছে উত্তমং অট্টালিকার কর্ত্তারাও উক্ত পশুদের ভবন অপেক্ষা স্বকীয় উজ্জ্বল করণে সক্ষম হয়েন না।

ইজিপ্ত দেশের পশু পূজার কারণ নির্দ্দেশ করণার্থ অনেকেই বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, কেহং অলীক গল্প স্মরণ করত কহেন মনুষ্য লোকে একদা দেব বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অমর গণ ইজিপ্ত দেশে পলায়ন পর হইয়া তির্য্যক যোনির বেশ ধারণ পুরঃসর তিরোহিত হয়েন তন্নিমিত্ত ঐ সকল জন্তুর আরাধনা প্রচলিত হয়।

অপরে বলেন জন্তু পূজার কারণ এই যে তাহারদিগের দ্বারা মনুষ্য জাতির বিবিধ প্রকার উপকার হয়, যথা বৃষ গণের পরিশ্রমে মনুষ্যেরদের নানা কার্য্য সুসম্পন্ন হয় আর মেষ সকলের লোমে এবং দুগ্ধে অনেক উপকার দর্শে, অপর কুক্কুরেরা মগয়া এবং গৃহরক্ষা করিযা মানবগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে, অতএব আনুবিসদেবের কুক্কুর বদনাকার প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল, আর সারস মূর্ত্তি ইবিস পক্ষী পতত্র বিশিষ্ট সর্পজাতির নিরাকরণ করিত তাহা না করিলে ইজিপ্ত দেশ ভুজঙ্গমের উৎপাতে মহা ব্যথিত হইত সুতরাং সর্পাহারি সেই পক্ষী পূজার্হ হইয়াছিল, অপর জলচর এবং স্থলচর কুম্ভীরেরা এই কারণে পূজ্য হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইজিপ্ত রাজ্য বন্য আরবি লোকের উপদ্রব হইতে সুরক্ষিত হইত এবং ইক্‌নমন নামক জন্তুর

might have proved destructive to Egypt. Now the little animal in question does this service to the country two ways. First, it watches the time when the crocodile is absent, and breaks his eggs, but does not eat them. Secondly, when he sleeps upon the banks of the Nile (which he always does with his mouth open) this small animal, which lies concealed in the mud, leaps at once into his mouth; gets down to his entrails, which he gnaws; then piercing his belly, the skin of which is very tender, he escapes with safety; and thus, by his address and subtilty, returns victorious over so terrible an animal.

Philosophers, not satisfied with reasons, which were too trifling to account for such strange absurdities as dishonoured the heathen system, and at which themselves secretly blushed, have, since the establishment of Christianity, supposed a third reason for the worship which the Egyptians paid to animals; and declared, that it was not offered to the animals themselves, but to the gods, of whom they are symbols. Plutarch, in his treatise, where he examines professedly the pretensions of Isis and Osiris, the two most famous deities of the Egyptians, says as follows: "Philosophers honour the image of god wherever they find it, even in inanimate beings, and consequently more in those which have life. We are therefore to approve, not the worshippers of these animals, but those who, by their means, ascend to the

দেব রূপ সেবা হইবার কারণ এই যে তদ্দ্বারা কুম্ভীর জাতির অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিত না তাহা না থাকিলে হিংস্র নক্র-জাতি বৃদ্ধি পাইয়া অবশ্য প্রজা সংহারক হইত ঐ ক্ষুদ্র জন্তু হইতে দুই প্রকারে কুম্ভীর জাতির ধ্বংস হইত প্রথমতঃ তাহারা কুম্ভীরের অণ্ড ভক্ষণ না করিলেও অসাক্ষাতে তাহা নষ্ট করিত দ্বিতীয়তঃ কুম্ভীর নীল নদী তীরে মুখ ব্যাদান করিয়া নিদ্রিত হইলে উক্ত জন্তু কর্দ্দমে লুক্কায়িত থাকিয়া এক লম্ফে তাহার মুখে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠদ্বার দিয়া জঠরের মধ্য গমন করিত এবং দন্তাঘাতে অন্ত্র ছিন্ন করিয়া উদরের কোমল চর্ম্ম বিদীর্ণ করত বাহিরে নির্গত হইত সুতরাং অত্যন্ত কার্য্যতৎপর হইয়া কৌশলক্রমে ঐ ভয়ানক জন্তুর সংহার করিত।

দর্শন বেত্তারা এবম্ভূত কুৎসিত দেবসেবাদি পৌত্তুলিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে গোপনে অকীর্ত্তি ও লজ্জাকর জ্ঞান করি-তেন সুতরাং তাঁহারা ইজিপ্তদেশীয় জন্তু পূজার পূর্ব্বোক্ত অলীক হেতুতে সন্তুষ্ট না হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পর ঐ রূপ আরাধনার আর এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কহেন উক্ত জন্তু সকল দেবতারদের চিহ্ন স্বরূপ ছিল অতএব ঐ আরাধনা জন্তুরদের প্রতি না হইয়া অমরগণের উদ্দেশেই হইত। প্লুটার্ক ইজিপ্ত দেশের ওসিরিস এবং আইশিস নামক অতি প্রসিদ্ধ দুই দেবতার বিষয় আলোচনা করত কহেন "বিজ্ঞ লোকেরা অচেতন জড় পদার্থাদিতেও দেবচিহ্ন দেখিলে নমস্য বোধ করেন অতএব সচেতন প্রাণিতে তদ্রূপ করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আমরা জন্তু পূজকদিগের প্রতিষ্ঠা করি না বটে কিন্তু যাহারা জন্তু পূজা অবলম্বন করিয়া পরমে-শ্বর প্রাপ্তির সাধনে রত থাকেন তাহারা অবশ্য প্রতিষ্ঠার

deity; they are to be considered as so many mirrors, which nature holds forth, and in which the Supreme Being displays himself in a wonderful manner; or, as so many instruments, which he makes use of to manifest outwardly, his incomprehensible wisdom. Should men, therefore, for the embellishing of statues, amass together all the gold and precious stones in the world; the worship must not be referred to the statues, for the deity does not exist in colours artfully disposed, nor in frail matter destitute of sense and motion." Plutarch says in the same treatise, "that as the sun and moon, heaven, earth, and the sea, are common to all men, but have different names according to the difference of nations and languages; in like manner, though there is but one deity, and one providence which governs the universe, and which has several subaltern ministers under it; men give to this deity, which is the same, different names; and pay it, different honours, according to the laws and customs of every country."

But were these reflections, which offer the most rational vindication possible of idolatrous worship, sufficient to cover the ridicule of it? Could it be called a raising of the divine attributes in a suitable manner, to direct the worshipper to admire and seek for the image of them in beasts of the most vile and contemptible kinds, as crocodiles, serpents, and cats? Was not this rather degrading and debasing

যোগ্য, কেননা জীবজন্তু সকলি স্বাভাবিক দর্পণ স্বরূপ তাহাতে পরমাত্মার সত্তা বিচিত্র রূপে প্রকাশমান হয়, অথবা তাহাদিগকে যন্ত্ররূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে যদুপলক্ষে পরমেশ্বর জগতের মধ্যে আপন অনুপম অচিন্ত্য কৌশলকে বিস্তার করিয়া থাকেন, অতএব কেহ যদি পৃথিবীস্থ রাশি২ রজত কাঞ্চন মণি মানিক্য সংগ্রহ করিয়া সুশোভিত বিগ্রহ স্থাপন করে তথাপি সে বিগ্রহ আরাধ্য হইতে পারে না কেননা পরমেশ্বর কখন বিচিত্র বর্ণ দ্বারা চিত্রিত প্রতিমাতে অথবা গতি শক্তি ও চৈতন্য রহিত ভঙ্গুর জড় পদার্থে অধিষ্ঠান করেন না" ঐ গ্রন্থকার পুনশ্চ কহেন " যাদৃশ চন্দ্র সূর্য্য এবং গগণ মণ্ডল ও সসাগরা ধরণী সকল লোকের পক্ষেই সামান্য বস্তু কিন্তু ভাষা ও জাতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত দেশ দেশান্তরে ভিন্ন২ নামে উক্ত হয় তাদৃশ পরমাত্মা এবং বিধাতা সর্ব্বত্র একরূপী হইয়া নিজ পারিষদ সমভিব্যাহারে জগৎ পালন করিলেও ভিন্ন২ স্থলে ভিন্ন২ রীতি নীতি ও দেশাচার থাকাতে মর্ত্ত্য লোকেরা এক পরমেশ্বরের নানা নাম এবং নানা প্রকার উপাসনার নিয়ম কল্পিত করিয়াছে"।

পৌত্তুলিক ধর্ম্মের পক্ষে যত হেতুবাদ কহা যাইতে পারে তাহা সমুদায়ই উক্ত বচনেতে উহ্য হইতেছে কিন্তু ইহাতেও সে ধর্ম্মের যুক্তি রক্ষা পায় না, কেননা ঈশ্বর পরায়ণ পুরুষকে কুম্ভীর বিড়ালাদি অতি জঘন্য এবং নীচ জন্তুকে দেব মূর্ত্তি জ্ঞানে ধ্যান এবং অর্চ্চনা করিতে উপদেশ করিলে কি ঐশ্বরিক গুণের উপযুক্ত মহিমা প্রকাশ হইতে পারে? বরং তাহাতে পরমেশ্বরের নিন্দা ও মহিমার লাঘব হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু

the deity, of whom, even the most stupid, usually entertain a much greater and more august idea ?

SECT. II. *The Ceremonies of the Egyptian Funerals.*—I SHALL now give a concise account of the funeral ceremonies of the Egyptians.

The honours which have been paid in all ages and nations to the bodies of the dead; and the religious care taken to provide sepulchres for them, seem to insinuate an universal persuasion, that bodies were lodged in sepulchres merely as a deposit or trust.

We have already observed, in our mention of the pyramids, with what magnificence sepulchres were built in Egypt; for, besides that they were erected as so many sacred monuments, destined to transmit to future times the memory of great princes; they were likewise considered as the mansions where the body was to remain during a long succession of ages. Whereas common houses were called inns, in which men were to abide only as travellers, and that during the course of a life which was too short to engage their affections.

When any person in a family died, all the kindred and friends quitted their usual habits, and put on mourning; and abstained from baths, wine, and dainties of every kind. This mourning held forty or seventy days; probably according to the quality of the person.

Bodies were embalmed three different ways. The most magnificent was bestowed on persons of dis-

অতি মূঢ় জনেরাও স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা মহত্তম জ্ঞান করে।

২ পরিচ্ছেদ। ইজিপ্তীয় লোকদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিবরণ। সম্প্রতি ইজিপ্ত দেশীয় লোকদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনা সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।

সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা মৃত লোকদিগের শরীরের প্রতি মহা সমাদর প্রকাশ পূর্ব্বক বহুতর ভক্তি ও যত্ন করিয়া তাহারদের সমাধি স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় সকলেই অনুমান করেন যে দেহের নিতান্ত বিনাশ হয় না বরং তাহা কবরের মধ্যে কেবল নিক্ষিপ্ত বস্তু স্বরূপে থাকে।

পূর্ব্বে পিরামিডের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে ইজিপ্তীয় লোকেরা মহা সমারোহ পূর্ব্বক কবর নির্ম্মাণ করিত, তাঁহারা ঐ কবরস্থানকে কেবল প্রভাবশালি রাজারদের কীর্ত্তি স্মরণার্থ পবিত্র পদার্থ জ্ঞান করিত এমত নহে শরীরের চির অধিষ্ঠানের নিকেতন বলিয়াও মান্য করিত, আর তাহারা সামান্য গৃহকে পথিকালয় মাত্র কহিত কেননা মর্ত্ত্য লোকেরা তথায় কেবল যাত্রির ন্যায় কিয়ৎকাল প্রবাস করিয়া থাকে ফলতঃ জীবলোকের জীবন এমত চপল ও ক্ষণভঙ্গুর যে তাহাতে অধিক আস্থা করা যাইতে পারে না।

কোন গৃহি লোকের মৃত্যু হইলে জ্ঞাতি বন্ধুরা সামান্য বসন ত্যাগ করিয়া বিলাপ সূচক পরিচ্ছদ ধারণ করত সুরা পান সুখাদ্য ভোজন এবং অঙ্গরাগ পূর্ব্বক স্নানাদি করণে নিরস্ত হইত এবং মৃত ব্যক্তির গুণ বিবেচনা করিয়া চত্বারিংশৎ অথবা সপ্ততি দিবস পর্য্যন্ত ঐরূপ সশোক ভাবে থাকিত।

ইজিপ্তীয়দের মৃত দেহ তিন প্রকারে সুগন্ধি দ্রব্যাক্ত হইত তাহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকেরদেরই শরীর মহা সমারোহ

tinguished rank, and the expense amounted to a talent of silver, or three thousand French livres (about 137*l.* 10*s.* sterling.)

Many hands were employed in this ceremony. Some drew the brain through the nostrils, by an instrument made for that purpose. Others emptied the bowels and intestines, by cutting a hole in the side, with an Ethiopian stone, that was as sharp as a razor; after which the cavities were filled with perfumes and various odoriferous drugs. As this evacuation (which was necessarily attended with some dissections) seemed in some measure cruel and inhuman; the persons employed fled as soon as the operation was over, and were pursued with stones by the standers-by. But those who embalmed the body were honourably treated. They filled it with myrrh, cinnamon, and all sorts of spices. After a certain time, the body was swathed in lawn fillets, which were glued together with a kind of very thin gum, and then crusted them over with the most exquisite perfumes. By this means, it is said, that the entire figure of the body, the very lineaments of the face, and the hair on the lids and eye-brows, were preserved in their natural perfection. The body thus embalmed, was delivered to the relations, who shut it up in a kind of open chest, fitted exactly to the size of the corpse; then they placed it upright against the wall, either in sepulchres, (if they had any,) or in

পূর্ব্বক ঐরূপ হইত তাহাতে ন্যূনাধিক ১৩৭৫ টাকা ব্যয় হইত।

মৃত শরীরে সুগন্ধিদ্রব্য মিশ্রণ করণে বহুলোক ব্যাপৃত হইত কেহ২ বিশেষ যন্ত্র দ্বারা শবের নাসিকা রন্ধ্র দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত করিত, কেহ বা ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ এক প্রকার প্রস্তর দ্বারা কুক্ষি বিদারণ পূর্ব্বক অন্ত্র নাড়ী প্রভৃতি বাহির করিত, অপরে সুগন্ধি দ্রব্য এবং সুরভি বৃক্ষমূলাদি দ্বারা দেহের রন্ধ্র পূর্ণ করিত কিন্তু মস্তিষ্কাদি নির্গত করণে মৃত শরীর বিদীর্ণ হইয়া যাইত সুতরাং তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দয়তার আভাস প্রতীত হইত একারণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেরা কার্য্য সমাপ্ত হইলেই পলায়ন করিত আর দর্শকেরা তাহারদিগকে লোষ্ট্রা-ঘাত করণার্থ পশ্চাৎ২ ধাবমান হইত পরন্তু যাহারা ঐদেহে সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রণে নিযুক্ত থাকিত সকলে তাহারদিগকে বহু সম্মান করিত, তাহারা মৃত শরীরকে গুড়ত্বচ ও গন্ধরসাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে এক প্রকার নির্য্যাস লেপনে স্নিগ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম পট্টের বন্ধনীতে বদ্ধ করত পুনশ্চ উপরি ভাগে অত্যুত্তম সুগন্ধি দ্রব্যাক্ত করিত, কথিত আছে তাহাতে শরীরের স্বাভাবিক আকৃতি ও মুখের ভঙ্গিমা এবং ভ্রূ ও নেত্রের লোম পর্য্যন্ত বিরূপ হইত না। অপর মৃতদেহ এই রূপে গন্ধরসাক্ত হইলে তাহা জ্ঞাতি বর্গের হস্তে সমর্পিত হইত তাহারা তদাকৃতি পরিমাণে অনাবৃত সিন্ধুক প্রস্তুত করিত তন্মধ্যে তাহা বদ্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে অথবা নিজস্ব কবর থাকিলে তন্মধ্যে ভিত্তি অবলম্বনে দণ্ডায়মান করাইয়া রাখিত এই প্রকার সুরক্ষিত শবকে এক্ষণে মমি কহাযায় কোন২ ধনবান্ লোক অদ্যাবধি তাহা ইজিপ্ত হইতে নিজালয়ে আনা-

their houses. These embalmed bodies are now what we call Mummies, which are still brought from Egypt, and are found in the cabinets of the curious. This shows the care which the Egyptians took of their dead. Their gratitude to their deceased relations was immortal. Children, by seeing the bodies of their ancestors thus preserved, recalled to mind those virtues for which the public had honoured them ; and were excited to a love of those laws which such excellent persons had left for their security. We find that part of these ceremonies was performed in the funeral honours done to Joseph in Egypt.

I have said that the public recognized the virtues of deceased persons, because that, before they could be admitted into the sacred asylum of the tomb, they underwent a solemn trial. And this circumstance in the Egyptian funerals, is one of the most remarkable to be found in ancient history.

It was a consolation among the heathens, to a dying man, to leave a good name behind him; and they imagined that this is the only human blessing of which death cannot deprive us. But the Egyptians would not suffer praises to be bestowed indiscriminately on all deceased persons. This honour was to be obtained only from the public voice. The assembly of the judges met on the other side of a lake which they crossed in a boat. He who sat at the helm was called Charon, in the Egyptian language,

ইয়া থাকে সুতরাং বিচিত্র বস্তুর অম্বুরাশি পুরুষদিগের গৃহে তাহা এখন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ইজিপ্তীয় লোকেরা মৃত বন্ধু বান্ধবের প্রতি যাদৃশ ভক্তি করিত উক্ত বিবরণে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ফলতঃ তাহারা অতীত জ্ঞাতি বর্গের প্রতি চিরস্থায়িনী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, বালকেরা পূর্ব্ব পুরুষগণের দেহ প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারদের স্বদেশে সমাদর ভাজন হওনোপযোগি যশস্করী সৎক্রিয়া স্মরণ করিত এবং ঐ উৎকৃষ্ট পুরুষদিগের পালিত ব্যবস্থাতে অনুরাগী হইত। ইজিপ্তের মধ্যে মৃত যোসেফের দেহের প্রতি যে সম্ভ্রম প্রকাশিত ইহয়াছিল তাহাতেও উক্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকলাপের অনেক সূত্র দেখা যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইজিপ্তীয় মৃত লোকেরা সাধারণের সমাদর ভাজন হইত তাহার প্রমাণ এই যে তাহারদের দেহ কবরস্থ করিবার পূর্ব্বে সকলে একত্র হইয়া সমারোহ পূর্ব্বক তাহারদের দোষ গুণের বিচার করিত অতএব ইজিপ্ত দেশীয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার এই অঙ্গ প্রাচীন পুরাবৃত্তের মধ্যে অতি বিচিত্র বিষয়।

পৌত্তলিক লোকদিগের মধ্যে ম্রিয়মাণ ব্যক্তি সুখ্যাতি ভাজন হইয়া কলেবর ত্যাগ করিলে মনোমধ্যে এই সান্ত্বনা উদিত হইত যে কৃতান্ত ও কাহার সে সুখ্যাতি হরণ করিতে পারেনা, কিন্তু ইজিপ্তীয় লোকেরা ভদ্রাভদ্র প্রভেদ না করিয়া মৃত ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে দিত না সাধারণের বিবেচনানুসারে মৃতদেহের সম্ভ্রম করিত, যাহারা দোষাদোষ বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইত তাহারা নৌকারোহণ পূর্ব্বক এক হ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে গিয়া বিচারের সভা করিত, পার হইবার সময় যিনি কর্ণধারের কার্য্য করিতেন তিনি ইজিপ্ত ভাষায় "কেরণ" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। অর্ফিয়স নামক গ্রীক কবি ইজিপ্ত দেশে গমন করিয়া ঐ উপাধির বৃত্তান্ত

and this first gave the hint to Orpheus, who had been in Egypt, and after him, to the other Greeks, to invent the fiction of Charon's boat. As soon as a man was dead, he was brought to his trial. The public accuser was heard. If he proved that the deceased had led a bad life, his memory was condemned, and he was deprived of burial. The people were affected with laws, which extended even beyond the grave; and every one, struck with the disgrace inflicted on the dead person, was afraid to reflect dishonour on his own memory, and that of his family. But if the deceased person was not convicted of any crime, he was interred in an honourabe manner.

A still more astonishing circumstance, in this public inquest upon the dead, was, that the throne itself was no protection from it. Kings were spared during their lives, because the public peace was concerned in this forbearance; but their quality did not exempt them from the judgment passed upon the dead, and even some of them were deprived of sepulture. This custom was imitated by the Israelites. We see, in Scripture, that bad kings were not interred in the monuments of their ancestors. This practice suggested to princes, that if their majesty placed them out of the reach of men's judgment, while they were alive, they would at last be liable to it, when death should redute them to a level with their subjects.

অবগত হইয়াছিলেন পরে অন্যান্য গ্রীক কবিরাও তাহা শুনিয়া "কেরণের নৌকা" নামে প্রসিদ্ধ গল্পের কল্পনা করেন। অপর কোন লোকের মৃত্যু হইলে উক্ত বিচারপতিরদের সভায় তাহার দোষাদোষের বিচার হইত, তথায় এক জন রাজ-পুরুষ তাহার দোষ বর্ণনা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিত সে মৃত ব্যক্তির দুরাচরণ সপ্রমাণ করিতে পারিলে তাহার নাম কলঙ্কিত হইত এবং দেহও সমাধি প্রাপ্ত হইত না অতএব মরণান্তেও ভদ্রাভদ্রের শাসন থাকাতে সকল লোকেই ইজিপ্তীয় রাজ ব্যবস্থার প্রশংসা করিত, প্রজারা দুরাচারি ব্যক্তির মরণান্তেও নিস্তারাভাব দেখিয়া আপনারদের চির কলঙ্ক এবং পরিজনের অপযশ ভয়ে সদাচরণে প্রবৃত্ত থাকিত। কিন্তু মৃত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ না হইলে সমাদর পূর্ব্বক সমাধি হইত।

মৃত লোকদিগের দোষাদোষ বিচারের বিষয়ে আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে রাজারাও ঐ নিয়মের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না, নৃপতিদের জীবদ্দশায় কোন দোষ গ্রাহ্য হইত না কেননা তাহাতে দেশের মধ্যে গোলযোগের সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে রাজ মহিমায় আর দোষাচ্ছাদন হইত না তখন সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাহারদেরও সুকৃত দুষ্কৃতের বিচার হইত অতএব কোন২ রাজার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে সমাধি বারণ হইয়াছিল। বোধ হয় য়িহুদিরদের মধ্যেও ঐ রূপ রীতি চলিত ছিল কেননা ধর্ম্ম গ্রন্থে পাঠ করা যাইতেছে যে দুরন্ত রাজারা পূর্ব্ব পুরুষ দিগের কবরে সমাধি প্রাপ্ত হয় নাই। ইজিপ্তের রাজারা এই নিয়ম দেখিয়া শঙ্কা করিত যে যদিও তাঁহারদের রাজ প্রতাপ প্রযুক্ত জীবদ্দশায় প্রজার নিকট ঘৃণিত হইবার সম্ভাবনা নাই তথাপি প্রাণবিয়োগের পর গত প্রভাব হইয়া প্রজার তুল্য হইলে দোষাদোষের বিচার হইবে।

When, therefore, a favourable judgment was pronounced on a deceased person, the next thing was to proceed to the ceremonies of interment. In his panegyric, no mention was made of his birth, because every Egyptian was deemed noble. No praises were considered as just or true, but such as related to the personal merit of the deceased. He was applauded for having received an excellent education in his younger years; and in his more advanced age, for having cultivated piety towards the gods, justice towards men, gentleness, modesty, moderation, and all other virtues which constitute the good man. Then all the people shouted, and bestowed the highest eulogiums on the deceased, as one who would be received, for ever, into the society of the virtuous in Pluto's kingdom.

To conclude this article of the ceremonies of funerals, it may not be amiss to observe to young pupils, the different manners with which the bodies of the dead were treated by the ancients. Some, as we observed of the Egyptians, exposed them to view after they had been embalmed, and thus preserved them to after-ages. Others, as particularly the Romans, burnt them on a funeral pile; and others again, laid them in the earth.

The care to preserve bodies without lodging them in tombs, appears injurious to human nature in general, and to those persons in particular for whom this

অপর মৃত ব্যক্তি বিচারে নির্দ্দোষ হইলে মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাহার সমাধি হইত, তাহার গুণ কীর্ত্তন কালে জন্মের প্রসঙ্গ হইত না কেননা ইজিপ্তদেশে কাহারও জন্মের দোষা-দোষ গ্রাহ্য হইত না সকলেই জন্মতঃ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারিত একারণ মৃতব্যক্তির নিজ গুণ প্রকাশিত না হইলে কোন প্রকার প্রশংসাবাদ যথার্থ ও সত্যরূপে গণ্য হইত না অতএব প্রশংসা বাদক মৃতব্যক্তির বাল্য কালীন সুশিক্ষার উল্লেখ করিয়া কহিতেন তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় দেবপরায়ণ এবং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সুশীল ছিলেন আর ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য মৃদুতা ও ন্যায়াচরণাদি সাধুতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে সভাস্থ লোক সকল করতালি পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ধন্য২ বলিয়া কহিত যে ঐ মৃত পুরুষ কৃতান্তের রাজ্যে চিরকাল পর্য্যন্ত সাধু-সঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন।

নব্য পাঠকদিগের বিজ্ঞাপনার্থ অন্যান্য প্রাচীন জাতির-দের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ক যে২ প্রথা চলিত ছিল এই পরিচ্ছেদ সমাপন কালে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা যাই-তেছে, কোন২ জাতিরা ইজিপ্তীয় লোকদিগের ন্যায় আপনার-দের বন্ধু বান্ধবের মৃত দেহ গন্ধরসাক্ত করিয়া বহুকাল স্থায়ি করত অনাবৃত রূপে রাখিত, রোমানাদি কোন২ জাতিরা তাহা জ্বলন্ত চিতায় নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিত, অন্যান্য লোকেরা মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিত।

মৃত দেহকে কবরস্থ না করিয়া গন্ধরসাক্ত করিলে জীবিত লোকেরদের পক্ষে হানি জন্মে, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা যাহারদের প্রতিষ্ঠা করা অভিপ্রেত তাহারদের প্রতি অভক্তি জন্মিবার

respect is designed; because it exposes too visibly their wretched state and deformity; since whatever care may be taken, spectators see nothing but the melancholy and frightful remains of what they once were. The custom of burning dead bodies has something in it cruel and barbarous, in destroying so hastily the remains of persons once dear to us. That of interment is certainly the most ancient and religious. It restores to the earth what had been taken from it; and prepares our belief of a second restitution of our bodies, from that dust of which they were at first formed.

---

CHAP. III. *Of the Egyptian Soldiers and War.*— THE profession of arms was in great repute among the Egyptians. After the sacerdotal families, the most illustrious, as with us, were those devoted to a military life. They were not only distinguished by honours, but by ample liberalities. Every soldier was allowed an Aroura, that is, a piece of arable land very near answering to half a French acre, exempt from all tax or tribute. Besides this privilege, each soldier received a daily allowance of five pounds of bread, two of flesh, and a pint of wine. This allowance was sufficient to support part of their family. Such an indulgence made them more affectionate to the person of their prince, and the interests of their country, and more resolute in the defence of both;

সম্ভাবনা থাকে কেননা শবের মধ্যে সাবধান পূর্ব্বক গন্ধরস যোগ করিলেও শরীরের বিকৃতি এবং বৈরূপ্য হয় সুতরাং জীবদ্দশায় তাহারদের আকৃতি সুচারু থাকিলেও মরণান্তে অতি কুৎসিত বোধ হয়, আর উত্তর কালের দর্শকেরা তাহারদের প্রকৃত অবয়বের কোন অনুভব পায় না কেবল বীভৎস জনক বিকট মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হয়, অপর শরীর দাহ করণের প্রথাও উত্তম নহে কেননা তাহাতে মৃত প্রণয়ি জন সদ্য অগ্নিসাৎ হওয়াতে অসভ্যতা ও নিষ্ঠুরতার আভাস প্রকাশ পায়। অতএব কবরে প্রোথিত করিবার রীতিই প্রাচীন শাস্ত্র এবং যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় আর তাহাতে মৃন্ময় দেহ মৃত্তিকাতেই সমর্পিত হওয়াতে লোকের মনেও এমত প্রবোধ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে যে ঐ শরীর স্বসমবায় মৃৎপিণ্ড হইতে পুনশ্চ উত্থিত হইবে।

৩ অধ্যায়। ইজিপ্তীয় যুদ্ধ ও যুদ্ধবীরের বৃত্তান্ত। ইজিপ্ত দেশে যুদ্ধব্যবসায়ি লোক দিগের যথেষ্ট সমাদর ছিল এতদ্দেশীয় যোদ্ধাদের ন্যায় তাহারাও যাজক জাতির পর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রূপে গণ্য হইত এবং মহা যশোভাজন হইয়া বৃত্তি ভোগ করিত, প্রত্যেক যোদ্ধা প্রায় দেড় বিঘা উর্ব্বরা ভূমি নিষ্কর রূপে ভোগ করিতে পাইত এবং তদ্ব্যতীত প্রতিদিন আহারার্থ আড়াইসের রুটি এক সের মাংস এবং এক পাত্র সুরা প্রাপ্ত হইত তাহাতে তাহারদের পরিবারিস্থ অন্যান্য লোকও প্রাণ ধারণ করিতে পারিত, এই রূপ রাজবৃত্তি ভোগ করাতে তাহারা নৃপতির অধিক অনুগত এবং দেশের বিলক্ষণ হিতৈষি হইয়া রাজ্য রক্ষার্থে বহুতর উদ্যম প্রকাশ করিত। দাইওদোরস কহেন ইজিপ্তীয় লোকেরা মনে করিত যে দেশের কুশলে যাহারদের কিঞ্চিন্মাত্র আত্মলাভ নাই এমন লোকের

and, as Diodorus observes, it was thought inconsistent with good policy, and even common sense, to commit the defence of a country, to men who had no interest in its preservation.

Four hundred thousand soldiers were kept in continual pay; all natives of Egypt, and trained up in the exactest discipline. They were inured to the fatigues of war, by a severe and rigorous education. There is an art of forming the body as well as the mind. This art, lost by our sloth, was well known to the ancients, and especially to the Egyptians. Foot, horse, and chariot races, were performed in Egypt with wonderful agility, and the world could not show better horsemen than the Egyptians. The Scripture in several places speaks advantageously of their cavalry.

Military laws were easily preserved in Egypt, because sons received them from their fathers; the profession of war, as all others, being transmitted from father to son. Those who fled in battle, or discovered any signs of cowardice, were only distinguished by some particular mark of ignominy; it being thought more advisable to restrain them by motives of honour, than by the terrors of punishment.

But notwithstanding this, I will not pretend to say, that the Egyptians were a warlike people. It is of little advantage to have regular and well-paid troops; to have armies exercised in peace, and employed only in mock fights; it is war alone, and real combats,

প্রতি রাজ্যরক্ষার ভারার্পণ করা সৎকৌশল অথবা বিবেচনা সিদ্ধ নহে।

ইজিপ্তদেশে চারি লক্ষ সেনা নিয়ত বৃত্তি ভোগি হইয়া শস্ত্র বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত থাকিত এবং কঠিন শাসনে শিক্ষিত হইয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত ক্লেশ সহিষ্ণুতা করিতে অভ্যাস করিত ফলতঃ যেমন বুদ্ধিকে সুতীক্ষ্ণ করণার্থ সাহিত্যাদি বিদ্যার প্রয়োজন তদ্রূপ শরীরকে সবল করণার্থ প্রকারান্তর শিক্ষা ও শাসনের নিয়ম পরামর্শসিদ্ধ, আমারদের আলস্য প্রযুক্ত এক্ষণে সে শাসন লোপ পাইয়াছে কিন্তু প্রাচীন পুরুষেরা বিশেষতঃ ইজিপ্তীয় লোকেরা তাহাতে উত্তম রূপ পারদর্শি হইতেন এই নিমিত্ত তাঁহারদের মধ্যে পদব্রজে বেগে ধাবনের এবং অশ্ব ও রথারোহণ করণাদি ব্যায়ামের ও লীলাযুদ্ধের প্রথা ছিল সুতরাং ইজিপ্ত দেশাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহি বীর ভূমণ্ডলের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, ধর্ম্ম শাস্ত্রেও কোন২ স্থলে ইজিপ্ত দেশীয় অশ্বারোহির প্রশংসা শুনাযায়।

ইজিপ্ত দেশে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিয়ম সহজেই সুরক্ষিত হইত কেননা রণকরণাদি সকল ব্যাপার জাতীয় ব্যবসায় হওয়াতে শূর বীরেরা বাল্যকালাবধি পিতৃপিতামহের নিকট তদ্বিষয় শিক্ষা করিত। সংগ্রাম কালে কোন যোদ্ধা পলায়ন পর হইলে অথবা প্রকারান্তরে ভয়াকুলতা প্রকাশ করিলে যৎকিঞ্চিৎ অপমান মাত্র হইত তাহাতে কঠিন দণ্ডের বিধি ছিল না কেননা ইজিপ্তীয় লোকেরা বিবেচনা করিত যে দণ্ডের ভয় বিস্তার না করিয়া কেবল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সৈন্য শাসন করাই শ্রেয়স্কর।

কিন্তু যুদ্ধের এমত নিয়ম থাকিলেও তাহারদিগকে অধিক রণোৎসাহি কহা যাইতে পারে না, যেহেতু কেবল নিয়মিত বৃত্তিভোগি যোদ্ধা নিযুক্ত করাতে অথবা সন্ধিকালে সেনারদিগকে শস্ত্রবিদ্যানুশীলনে এবং লীলা যুদ্ধে প্রবৃত্ত

which form the soldier. Egypt loved peace, because it loved justice, and maintained soldiers only for its security. Its inhabitants, content with a country which abounded in all things, had no ambitious dreams of conquest. The Egyptians extended their reputation in a very different manner, by sending colonies into all parts of the world, and with them laws and politeness. They triumphed by the wisdom of their counsels, and the superiority of their knowledge; and this empire of the mind appeared more noble and glorious to them, than that which is achieved by arms and conquest. But nevertheless, Egypt has given birth to illustrious conquerors, as will be observed hereafter, when we come to treat of its kings.

---

CHAP. IV. *Of their Arts and Sciences.*—THE Egyptians had an inventive genius, and turned it to profitable speculations. Their Mercuries filled Egypt with wonderful inventions, and left it almost ignorant of nothing which could accomplish the mind, or procure ease and happiness. The discoverers of any useful invention received, both living and dead, rewards equal to their profitable labours. It is this which consecrated the books of their two Mercuries, and stamped them with a divine authority. The first libraries were in Egypt; and the titles they bore, inspired the reader with an eager desire to enter

করাতে যুদ্ধোৎসাহ প্রকাশ হয় না, বাস্তবিক সংগ্রাম এবং সম্মুখ যুদ্ধের উদ্যমেই শৌর্য্য বীর্য্যের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইজিপ্তীয় লোকেরা বিরোধ করিতে অনুরক্ত ছিল না তাহারা ন্যায়ানুরাগি থাকাতে সন্ধিই ভাল বাসিত এবং কেবল রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্যব্যূহ নিযুক্ত করিত আর আপনার-দের সর্ব্বার্থ সমন্বিত দেশাধিকারেই সন্তুপ্ত হইয়া দেশ দেশান্তর জয় করিবার কল্পনা ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা প্রকারান্তরে যশোলাভ করিতে মানস করিয়া ধরণী মণ্ডলের সর্ব্বাংশে স্বদেশীয় লোক প্রেরণ করত আপনারদের রীতি নীতি ও সভ্যতা ব্যাপ্ত করিয়াছিল আর বিদ্যা এবং বুদ্ধি কৌশলে সর্ব্বত্র জয় পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়াছিল, ফলেও শস্ত্রবিদ্যা এবং জয়লাভাপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য গুরুতর পদার্থ এবং চির কীর্ত্তিকর, তথাপি ইজিপ্তদেশে খ্যাত্যাপন্ন যুদ্ধবীরের একান্ত অভাব ছিল না তত্রস্থ নৃপতি বর্গের পুরাবৃত্তে পরে তাহা প্রকাশ পাইবে।

৪ অধ্যায়। ইজিপ্তদেশীয় শিল্পক্রিয়া এবং বিদ্যার বিবরণ। ইজিপ্তীয় লোকদিগের বিজাতীয় কল্পনা শক্তি ছিল এবং তদ্দ্বারা তাহারা অনেক উপকারক বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা-রদের আরাধ্য অবতার মর্করি নামক দেবতারা ঐ দেশকে নানাবিধ বিচিত্র রচনায় পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে জ্ঞান ও সুখ সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে পারে এমত কোন বিষয় তথাকার প্রজারদের অগোচর করিয়া রাখেন নাই। কেহ কোন অর্থকরী বিদ্যার সৃষ্টি করিলে জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত এই কারণ সেখানে মর্করি নামক দুই পূজ্য ব্যক্তিদের গ্রন্থ ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল। পুস্তক মন্দির প্রথমতঃ ইজিপ্তের মধ্যেই স্থাপিত হয় সেই মন্দিরের উপর যে লিপি ছিল তাহা দেখিলে পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া তদন্তর্গত রহস্য বিষয়ের

them and dive into the secrets they contained. They were called the *office for the diseases of the soul,* and that very justly, because the soul was there cured of ignorance, the most dangerous, and the parent of all her maladies.

As their country was level, and the air of it always serene and unclouded, they were some of the first who observed the courses of the planets. These observations led them to regulate the year from the course of the sun; for, as Diodorus observes, their year, from the most remote antiquity, was composed of three hundred sixty-five days and six hours. To adjust the property of their lands, which were every year covered by the overflowing of the Nile, they were obliged to have recourse to surveys; and this first taught them geometry. They were great observers of nature, which, in a climate so serene, and under so intense a sun, was vigorous and fruitful.

By this study and application, they invented or improved the science of physic. The sick were not abandoned to the arbitrary will and caprice of the physician. He was obliged to follow fixed rules, which were the observations of old and experienced practitioners, and written in the sacred books. While these rules were observed, the physician was not answerable for the success; otherwise a miscarriage cost him his life. This law checked indeed the temerity of empirics; but then it might prevent new

অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিত, পুস্তক মন্দিরের উপর এই উপাধি লিখিত ছিল যথা "মানসিক ব্যাধির ঔষধালয়" এ উপাধি যথার্থ বটে কেননা অবিদ্যারূপ ব্যাধি অতি ভয়ানক এবং অন্যান্য সকল দোষের মূল তথায় সেই ব্যাধি শান্তির সম্ভাবনা ছিল।

ইজিপ্তদেশের ভূমি সরল এবং আকাশ নিরভ্র প্রযুক্ত অতি স্বচ্ছ থাকাতে তথাকার লোকেরা সর্ব্বাদৌ গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিধি দৃষ্টি করিয়া সূর্য্যের অয়নানুসারে বৎসর গণনার নিয়ম করিয়াছিল, দাইওদোরস কহেন তাহারদের মধ্যে অতি প্রাচীন কালাবধি তিন শত পঞ্চ ষষ্টি দিন এবং ছয় ঘটিকা পরিমাণে বৎসর নিরূপণ হইত। আর নীল নদীর উত্তলনে প্রতি বৎসর দেশ প্লাবিত হওয়াতে বারম্বার ভূমি বিভাগ করণার্থ ক্ষেত্র পরিমাণ করিতে হইত তাহাতে তাহারা প্রথমতঃ ক্ষেত্র তত্ত্ব শিক্ষা করে অপর তাহারা স্বাভাবিক পদার্থ দর্শনেও অতি নিপুণ ছিল কেননা স্নিগ্ধ বায়ু অথচ প্রচণ্ড রৌদ্র পাত হেতুক তত্রস্থ সকল পদার্থই অতি তেজস্বি রূপে দৃষ্ট হইত।

ইজিপ্ত দেশীয় লোকেরা স্বাভাবিক পদার্থ দর্শন এবং আলোচনা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদেরও সৃষ্টি অথবা বৃদ্ধি করে তথায় চিকিৎসকেরা স্বেচ্ছাচারি হইয়া রোগির চিকিৎসা করিতে পারিত না তাহারদিগকে শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন বিজ্ঞবর ভিষজ গণের ব্যবস্থা এবং নিয়মানুসারে ব্যাধি শান্তির চেষ্টা করিতে হইত, শাস্ত্রসিদ্ধ চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রতি রোগির ভদ্রাভদ্রের দোষাদোষ আরোপিত হইত না কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে যদি দুর্ঘটনা হইত তবে চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হইত। এই কঠিন নিয়মে অবোধ বৈদ্যদিগের আস্পর্দ্ধার দমন হইয়াছিল বটে কিন্তু চিকিৎসার নূতন উপায় সৃষ্টি এবং বিদ্যার যথোচিত উন্নতিতে ব্যাঘাত

discoveries, and keep the art from attaining to its just perfection. Every physician, if Herodotus may be credited, confined his practice to the cure of one disease only; one was for the eyes, another for the teeth, and so on.

What we have said of the pyramids, the labyrinth, and that infinite number of obelisks, temples, and palaces, whose precious remains still strike us with admiration, and in which were displayed the magnificence of the princes, who raised them, the skill of the workmen, the riches of the ornaments diffused over every part of them, and the just proportion and beautiful symmetry of the parts in which their greatest beauty consisted; works, in many of which the liveliness of the colours remains to this day, in spite of the rude hand of time, which commonly deadens or destroys them: all this, I say, shows the perfection to which architecture, painting, sculpture, and all other arts, had arrived in Egypt.

The Egyptians entertained but a mean opinion of that sort of exercise, which did not contribute to invigorate the body, or improve health; nor of music, which they considered as an useless and dangerous diversion, and only fit to enervate the mind.

---

CHAP. V. *Of Husbandmen, Shepherds, and Artificers.*—HUSBANDMEN, shepherds, and artificers, formed the three classes of lower life in Egypt, but were

পড়িয়াছিল। হিরদতস কহেন তথাকার বৈদ্যেরা একং জন একং রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইত কেহং কেবল চক্ষুঃ-পীড়ায় কেহং দন্তপীড়ায় কেহবা রোগান্তরের প্রতীকার করণে নিযুক্ত থাকিত।

পিরামিড, ঘোরচক্র, এবং অসংখ্য ওবেলিষ্ক, মন্দির ও রাজ সদনের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা গিয়াছে এসকল বিচিত্র রচনার অব শিষ্টাংশ দেখিলে অদ্যাপি আমারদের বিস্ময় জন্মে এবং তৎ সংস্থাপক রাজসমূহের মহাবিভব ও নির্ম্মাণ দক্ষগণের অপূর্ব্ব কৌশল সপ্রমাণ হয় ফলতঃ ঐসকল অদ্ভুত ক্রিয়ার সর্ব্বাংশ এমত সুন্দর সুগঠন ও শোভাকর যে প্রত্যেক অঙ্গই অনুপম বোধ হয় তাহারদের পরস্পরের তুলনা করিয়া তারতম্য নিরূ পণ করা অসাধ্য, অপর অন্তরস্থ চিত্রিত ছবিও এমত আশ্চর্য্য যে কাল বশতঃ বিবর্ণ না হইয়া অদ্যাপি উজ্জ্বল রহিয়াছে অতএব এই সকল মহৎং অট্টালিকাই ইজিপ্তদেশীয় লোক-দিগের নির্ম্মাণ দক্ষতা এবং চিত্র বিদ্যাদিতে সম্পূর্ণ পারদর্শি-তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ইজিপ্তদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যায়াম করিবারও প্রথা ছিল কিন্তু যাহাতে শরীরের শক্তি ও তেজের বৃদ্ধি হয় না এমত মল্লক্রীড়ায় কেহ অনুরাগ করিত না, এবং সকলে সংগীত বিদ্যাকেও ব্যর্থ ও অনিষ্ট সাধন এবং কুসংস্কারজনক জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ করিত।

৫ অধ্যায়। কৃষক গোপ এবং শিল্পকরদিগের বিষয়। ইজিপ্তদেশে কৃষক গোপ এবং শিল্পকর এই তিন ইতর জাতি ছিল কিন্তু তাহারাও জঘন্য বলিয়া গণিত হইত না বরঞ্চ গোপ

nevertheless had in very great esteem, particularly husbandmen and shepherds. The body politic requires a superiority and subordination of its several members; for as in the natural body, the eye may be said to hold the first rank, yet its lustre does not dart contempt upon the feet, the hands, or even on those parts which are less honourable. In like manner, among the Egyptians, the priests, soldiers, and scholars were distinguished by particular honours; but all professions, to the meanest, had their share in the public esteem, because the despising any man, whose labours, however mean, were useful to the state, was thought a crime.

A better reason than the foregoing, might have inspired them at the first with these sentiments of equity and moderation, which they so long preserved. As they all descended from Cham, their common father, the memory of their origin occurring fresh to the minds of all in those first ages, established among them a kind of equality, and stamped, in their opinion, a nobility on every person derived from the common stock. Indeed the difference of conditions, and the contempt with which persons of the lowest rank are treated, are owing merely to the distance from the common root; which makes us forget that the meanest plebeian, when his descent is traced back to the source, is equally noble with those of the most elevated rank and titles.

এবং কৃষকেরা বহুতর সম্ভ্রম ভোগ করিত। ফলতঃ রাজ্য মধ্যে উত্তমাধম জাতি ভেদের প্রয়োজন থাকিলেও সে স্থলে কোন জাতি উপেক্ষণীয় হইতে পারে না যেমত শরীরের মধ্যে চক্ষুকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ কহিলে এবং তাহার উজ্জ্বলতার শ্লাঘা করিলে হস্ত পাদাদির অবজ্ঞা হয় না তদ্রূপ ইজিপ্তীয় লোকেরা পুরোহিত পণ্ডিত এবং যোদ্ধাদের বিশেষ সমাদর করিলেও কোন শ্রেণীস্থ লোকদের অনাদর করিত না বরং অতি নীচ ব্যবসায়ি লোকেরদিগকেও দেশের হিত কারি বলিয়া মান্য করত তাহারদের অবজ্ঞাকারিকে দোষি করিত।

তাহারা আদ্যাবধি সদাশয় হইয়া সকলের প্রতি সমান ভাবে দৃষ্টি করত বহুকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবে বাস করে ইহার আর এক প্রধান কারণ এই যে সকলেই খামের সন্তান হওয়াতে সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষ এক ব্যক্তির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল সুতরাং তাহা প্রথমতঃ সকলের স্মরণ থাকাতে আপনারদিগকে এক জাতি এবং পরস্পর তুল্য জ্ঞান করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাভাবিক কৌলীন্য মর্য্যাদা স্বীকার করিত ফলতঃ মনুষ্য সমাজে যে বর্ণ ভেদ এবং নীচ পদস্থ লোকের অবজ্ঞা হইয়া থাকে তাহার কারণ এই যে সকলে আদৌ এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইলেও কাল বশতঃ উপেক্ষা পূর্ব্বক সে সম্পর্ক বিস্মৃত হয় এবং আদ্য সম্ভবানুসারে ইতরজাতিও যে মহোদয় সম্ভ্রান্ত লোকের সমান তাহা বিবেচনা করে না।

Be that as it will, no profession in Egypt was considered as grovelling or sordid. By this means arts were raised to their highest perfection. The honour which cherished them mixed with every thought and care for their improvement. Every man had his way of life assigned him by the laws, and it was perpetuated from father to son. Two professions at one time, or a change of that which a man was born to, were never allowed. By this means, men became more able and expert in employments which they had always exercised from their infancy; and every man adding his own experience to that of his ancestors, was more capable of attaining perfection in his particular art. Besides, this wholesome institution which had been established anciently throughout Egypt, extinguished all irregular ambition; and taught every man to sit down contented with his condition, without aspiring to one more elevated, from interest, vain-glory, or levity.

From this source flowed numberless inventions for the improvement of all the arts, and for rendering life more commodious, and trade more easy. I once could not believe that Diodorus was in earnest, in what he relates concerning the Egyptian iudustry, viz. that this people had found out a way by an artificial fecundity, to hatch eggs without the sitting of the hen; but all modern travellers declare it to be a fact, which certainly is worthy our curiosity, and is said to

যাহা হউক ইজিপ্ত দেশের কোন জাতি জঘন্য বলিয়া ঘৃণিত হইত না সুতরাং শিল্প কার্য্যের সমাদর থাকাতে তাহার মহোন্নতি হইয়াছিল আর তদ্বিষয়ে এমত মনোযোগ পূর্ব্বক সুনিয়ম ধার্য্য হইয়াছিল যে তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সকলেরি জাতীয় ব্যবসায় রাজ ব্যবস্থাতে নিয়ম বদ্ধ হওয়াতে তাহা পুত্রপৌত্রাদি পরম্পরায় পালিত হইত এবং কেহ দুই ব্যবসায়ে ব্যাপত হইতে অথবা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিতে পারিত না সুতরাং শিল্পকরেরা বাল্যাবস্থাবধি জাতীয় ব্যবসায় অভ্যাস করিয়া তাহাতে অত্যন্ত নিপুণ হইয়া উঠিত, এবং আপনং পিতৃপিতামহ যত দূর পর্য্যন্ত পারদর্শি হইয়াছিল তাহা সহজে অবগত হইয়া তদপেক্ষাও অধিক কার্য্যক্ষম হইত। অপর পূর্ব্ব কালে ইজিপ্ত দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় ব্যবসায় নিয়ম বদ্ধ থাকাতে আর এক মহোপকার হয় যথা—কেহ অনর্থক আত্ম গৌরবাকাঙ্ক্ষি হইতে পারিত না সকলকেই আপনং অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইত সুতরাং কেহ লোভ অথবা ব্যর্থ অভিমানে চঞ্চল চিত্ত হইয়া মহত্তর পদের অভিলাষ করিত না।

ঐ জাতীয় ব্যবসায়ের নিয়ম থাকাতে শিল্পক্রিয়া শোধনের অসংখ্য সদুপায় সৃষ্ট হয় তাহাতে জীবনের সুখ এবং বাণিজ্যের অতি সুগম হইয়াছিল। দাইওদোরস ইজিপ্তীয় লোকদিগের কর্ম্ম দক্ষতার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে তাহারা কুক্কুটের অণ্ড লইয়া কুক্কুটীর সাহায্য ব্যতিরেকে কৃত্রিম উপায় দ্বারা শাবক উৎপন্ন করিতে পারিত, একথা অসম্ভব প্রযুক্ত আপাততঃ বিশ্বাস যোগ্য হয় না বটে পরন্তু আধুনিক ভ্রমণকারি ব্যক্তিরা ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপারকে সত্য কহিয়াছেন, আর কথিত আছে অদ্যাপি ইউরোপের কোনং অংশে তদ্রূপ হইয়া থাকে? ভ্রমণ কারি প্রভৃতি সকলে

be practised in Europe. Their relations inform us, that the Egyptians stow eggs in ovens, which are heated so temperately, and with such just proportion to the natural warmth of the hen, that the chickens produced from these ovens are as strong as those which are hatched the natural way. The season of the year proper for this operation is, from the end of December to the end of April; the heat in Egypt being too violent in the other months. During these four months, upwards of three hundred thousand eggs are laid in these ovens, which, though they are not all successful, they nevertheless produce vast numbers of fowls at an easy rate. The art lies in giving the ovens a just degree of heat, which must not exceed a fixed proportion. About ten days are bestowed in heating these ovens, and very near as much time in hatching the eggs. It is very entertaining, say these travellers, to observe the hatching of these chickens, some of which show at first nothing but their heads, others but half their bodies, and others again come quite out of the egg; these last, the moment they are hatched, make their way over the unhatched eggs, and form a diverting spectacle. Corneille le Bruyn, in his Travels, has collected the observations of other travellers on this subject. Pliny likewise mentions it; but it appears from him, that the Egyptians, anciently, employed warm dung, not ovens, to hatch eggs.

কহেন যে ইজিপ্তীয় লোকেরা পক্ষিণীর স্বাভাবিক উষ্ণস্পর্শানুরূপ মহানসে ঐ অণ্ডকে উত্তপ্ত করে তাহাতেই শাবকের উৎপত্তি হয় এবং সে শাবকেরা বিলক্ষণ তেজস্বি ও বলিষ্ঠ হয়। এই রূপ কৃত্রিম উপায়ে পক্ষি শাবকের উৎপত্তি পৌষ মাসের শেষ অবধি বৈশাখের আরম্ভ পর্য্যন্ত হইতে পারে কেননা অন্যান্য কালে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, মাঘাদি চতুর্মাসে তিন লক্ষের অধিক অণ্ড ঐ রূপ মহানসে স্থাপিত হয় আর যদিও তাহার মধ্যে কতক গুলা নষ্ট হইয়া যায় তথাপি অসংখ্য কুক্কুট উৎপন্ন হইয়া থাকে। অণ্ড হইতে কুক্কুটের শাবক উৎপন্ন করিবার ধারা এই যথা—মহানসকে কৌশল পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয় সে পরিমাণের ন্যূনাধিক হইলে হয় না, দশদিবস পর্য্যন্ত মহানস ঐরূপ উষ্ণ রাখিয়া পরে আর প্রায় দশ দিন অণ্ডভেদ করিতে হয়, ভ্রমণ কারিরা কহেন কুক্কুট শাবকের এইরূপ উৎপত্তি দেখিলে মহা আমোদ জন্মে, কোন২ অণ্ডে প্রথমতঃ শাবকের মুণ্ড মাত্র প্রকাশ হয়, কোন২ অণ্ডে শাবকের অর্দ্ধাঙ্গ পর্য্যন্ত একেবারে দৃষ্ট হয় আর কোন২ অণ্ড হইতে একেবারে সম্পূর্ণ শাবক নির্গত হয়, যে২ শাবক একে বারে নির্গত হয় তাহারা অভিন্ন অণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহা দেখিলে মহা কৌতুক জন্মে। কর্ণেল লে ব্রুন সাহেব এবিষয়ে অন্যান্য গ্রাম পর্য্যটন কারির উক্তি সংগ্রহ করিয়া উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। প্লিনিও একথার প্রসঙ্গ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উক্তিতে বোধ হয় ইজিপ্তীয় লোকেরা প্রাচীন কালে কুক্কুট শাবক উৎপন্ন করণার্থ মহানস প্রস্তুত না করিয়া উষ্ণ শকৃৎ পুঞ্জ একত্র করিত।

I have said, that husbandmen particularly, and those who took care of flocks, were in great esteem in Egypt, some parts of it excepted, where the latter were not suffered. It was, indeed, to these two professions that Egypt owed its riches and plenty. It is astonishing to reflect what advantages the Egyptians by their art and labour, drew from a country of no great extent, but whose soil was made wonderfully fruitful by the inundations of the Nile, and the laborious industry of the inhabitants.

It will be always so with every kingdom, whose governors direct all their actions to the public welfare. The culture of lands, and the breeding of cattle, will be an inexhaustible fund of wealth in all countries, where, as in Egypt, these profitable callings are supported and encouraged by maxims of state and policy: and we may consider it as a misfortune, that they are at present fallen into so general a disesteem; though it is from them that the most elevated ranks (as we esteem them) are furnished not only with the necessaries, but even the delights of life. "For," says Abbé Fleury, in his admirable work, Of the manners of the Israelites, where the subject I am upon is thoroughly examined, "it is the peasant who feeds the citizen, the magistrate, the gentleman, the ecclesiastic: and, whatever artifice and craft may be used to convert money into commodities, and these back again into money; yet all must ultimately be

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইজিপ্ত দেশের প্রায় সর্ব্বত্র কৃষক এবং গোপদিগের মহা সমাদর ছিল কেবল কোন২ প্রদেশে পশু পালকদিগের বাস করিবার অনুমতি ছিল না, কৃষকাদির সমাদর যুক্তিসিদ্ধ বটে কেননা তাহারদের জাতীয় ব্যবসায় পালনে তথাকার সমস্ত সম্পত্তির উৎপত্তি হইত। ইজিপ্তীয় লোকেরা বুদ্ধি কৌশল এবং পরিশ্রমে এক ক্ষুদ্র দেশ হইতে যে বিপুল উপস্বত্ব আহরণ করিত তাহা বিবেচনা করিলে চমৎকার বোধ হয়, এরূপ প্রচুরার্থ সংগ্রহের কারণ এই যে তথাকার ভূমি নীল নদীর উত্তলনে এবং দেশীয় লোকের অবিশ্রান্ত যত্নে আশ্চর্য্য ফলদায়িকা হইত।

ফলতঃ রাজারা যদি রাজ্যের কুশলার্থ বিশেষ চেষ্টা করেন তবে সর্ব্বত্র ঐ রূপ সম্পত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, রাজপুষেরা সৎকৌশল পূর্ব্বক ইজিপ্তীয় রীত্যনুসারে গোপাল এবং কৃষিজীবি লোকদিগের সমাদর ও আনুকূল্য করিলে সকল দেশেই তাদৃশী অর্থোৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে রাজ্যের প্রধান এবং মহোদয় পুরুষেরা প্রাণ ধারণ ও ঐশ্বর্য্য ভোগের যাবদীয় সামগ্রী কৃষকদিগের পরিশ্রমে প্রাপ্ত হইলেও প্রায় সকলেই এক্ষণে কৃষিকার্য্যের প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আবি ফ্লুরি "ইস্রাএল লোকদিগের ব্যবহারের বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করত কহেন "পৌরজন পুরোহিত বিচার পতি এবং ভদ্রসন্তান সকলেই কৃষিজীবির পরিশ্রমে আহার প্রাপ্ত হয়েন, এবং বিষয়ি লোকেরা অর্থের বিনি-

owned to be received from the products of the earth, and the animals which it sustains and nourishes. Nevertheless, when we compare men's different stations of life together, we give the lowest place to the husbandman: and with many people a wealthy citizen, enervated with sloth, useless to the public, and void of all merit, has the preference, merely because he has more money, and lives a more easy and delightful life.

"But let us imagine to ourselves a country where so great a difference is not made between the several conditions; where the life of a nobleman is not made to consist in idleness and doing nothing; but in a careful preservation of his liberty; that is, in a due subjection to the laws and the constitution; by a man's subsisting upon his estate without any dependance, and being contented to enjoy a little with liberty, rather than a great deal at the price of mean and base compliances: a country, where sloth, effeminacy, and the ignorance of things necessary for life, are had in their just contempt; and where pleasure is less valued than health and bodily strength: in such a country, it will be much more for a man's reputation to plough, and keep flocks, than to waste all his hours in sauntering from place to place, in gaming, and expensive diversions." But we need not have recourse to Plato's commonwealth for instances of men who have led these useful lives. It

মধ্যে দ্রব্য এবং দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার যে কোন কৌশল স্থির করুন কিন্তু ভূমির ফল গ্রহণ এবং তৃণাহারি পশু পালন না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তথাপি মনুষ্য সমাজে উত্তমাধম পদের প্রভেদ করণ কালে সকলেই কৃষককে অতি নীচ জ্ঞান করিয়া থাকেন, অনেকে মনে করেন যে ধনাঢ্য পৌরজন নিতান্ত নির্গুণ অকর্ম্মণ্য এবং অলস হইলেও তাঁহারা ধন এবং ঐশ্বর্য্য ভোগের অনুরোধে অধিক মান্য।

" কিন্তু যদি কোন দেশে উত্তমাধম লোকের মধ্যে এতাদৃশ প্রভেদের প্রথা লোপ পায় অর্থাৎ যদি কৌলীন্য মর্য্যাদাবিশিষ্ট পুরুষেরা অলস এবং নিষ্কর্ম্মা না হইয়া রাজ্ঞ ব্যবস্থানুযায়ি আচরণ করত যত্ন পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করেন এবং পরাধীন না হইয়া স্বয়ং পরিশ্রম করত নিজস্ব ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করেন আর অধমত্ব স্বীকার করিয়া অনেক বিষয় ভোগাপেক্ষা স্বাধীন হইয়া অল্প বিষয় ভোগে সন্তুষ্ট হয়েন অধিকন্তু যদি কোন স্থলে আলস্য স্ত্রৈণতা এবং জীবিকার উপায় করণে অনভিজ্ঞতাদি দোষ উপযুক্ত রূপে নিন্দিত হয় এবং সুখভোগাপেক্ষা আরোগ্য ও শারীরিক বলের অধিক আদর হয় তবে সে দেশে হলধারণ ভূমি কর্ষণ এবং পশু পালন বৃত্তির অবশ্য সমাদর হইবে এবং তাহা নিরর্থক ভ্রমণ, দ্যূত ক্রীড়া, ও বিপুল অর্থব্যয় পূর্ব্বক কৌতুকে কালক্ষেপণাপেক্ষা অধিক যশস্কর বোধ হইবে"। প্লেতো অনেক কৃষি জীবি মহৎ লোকের নামোল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু

was thus that the greatest part of mankind lived during near four thousand years; and that not only the Israelites, but the Egyptians, the Greeks, and the Romans, that is to say, nations the most civilized, and most renowned for arms and wisdom. They all inculcate the regard which ought to be paid to agriculture, and the breeding of cattle; one of which (without saying any thing of hemp and flax so necessary for our clothing) supplies us, by corn, fruits, and pulse, with not only a plentiful but delicious nourishment; and the other, besides its supply of exquisite meats to cover our tables, almost alone gives life to manufactures and trade, by the skins and stuffs it furnishes.

Princes are commonly desirous, and their interest certainly requires it, that the peasant who, in a literal sense, sustains the heat and burden of the day, and pays so great a proportion of the national taxes, should meet with favour and encouragement. But the kind and good intentions of princes are too often defeated by the insatiable and merciless avarice of those who are appointed to collect their revenues. History has transmitted to us a fine saying of Tiberius on this head. A prefect of Egypt having augmented the annual tribute of the province, and, doubtless with the view of making his court to the emperor, remitted to him a sum much larger than was customary; that prince, who in the beginning of

এস্থলে সে সকলের প্রসঙ্গ করণে প্রয়োজন বিরহ ফলতঃ মনুষ্য জাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তি চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপে কাল যাপন করিয়াছে আর ইস্রাএল বংশীয় লোকেরদের ন্যায় ইজিপ্তীয় গ্রীক রোমান প্রভৃতি সর্ব্বতো-ভাবে সভ্য ভব্য এবং শস্ত্র ও শাস্ত্র বিশারদ জাতিরাও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই কৃষি কার্য্য ও পশু পালন বৃত্তির মহা সমাদর করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কৃষি কর্য্যের দ্বারা বসনার্থ শণ এবং ক্ষুমা জন্মে এবং তদ্ব্যতি-রিক্ত জীবন ধারণার্থ শাক শস্য ফলমূল উৎপন্ন হয় তাহাতে কেবল প্রাণ রক্ষা না হইয়া সুস্বাদ আহারে রসনারও তৃপ্তি হইতে পারে, এবং পশু পালন বৃত্তিতে মাংস ভোজনের উপায় ও লোম চর্ম্মাদি সম্বলিত শিল্প ক্রিয়া এবং বণিজ্যের সংস্থান হয়।

প্রায় সকলরাজারা আপনারদের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কৃষিজীবি লোকদিগের আদর এবং আনুকূল্য করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন কেননা তাহারাই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ক্লেশ স্বীকার করত রাজস্বের অধিকাংশের সংস্থান করে, কিন্তু নৃপতিরা কৃষকগণের প্রতি এমত সদাশয় ও দয়াবান্ হইলেও কর সংগ্রাহক রাজপুরুষদিগের অর্থলোভ এবং অত্যাচার নিবৃত্ত না হওয়াতে রাজাভিপ্রায়ের বিপরীত ঘটনা হয়, এবিষয়ে তাইবিরিয়স রাজার এক উত্তম বচন পুরাবৃত্তে লিখিত আছে, ইজিপ্তের অধ্যক্ষ বাৎসরিক রাজস্বের পরি-মাণ বৃদ্ধি করিয়া সম্রাটকে তুষ্ট করিবার প্রত্যাশায় পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিক কর পাঠাইয়াছিল ঐ সম্রাট অবশেষে দুরাত্মা হইলেও রাজ্য প্রাপ্তির পরে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সদাশয়তা এবং মিষ্ট ভাষিতা প্রকাশ করিতেন অতএব ইজিপ্ত

his reign, thought, or at least spoke justly, answered, "That it was his design not to flay, but to shear his sheep."

---

CHAP. VI. *Of the Fertility of Egypt.*—UNDER this head, I shall treat only of some plants peculiar to Egypt, and of the abundance of corn which it produced.

Papyrus. This is a plant, from the root of which shoot out a great many triangular stalks, to the height of six or seven cubits. The ancients wrote at first upon palm leaves; next on the inside of the bark of trees, from whence the word *liber*, or book, is derived; after that, upon tables covered over with wax, on which the characters were impressed with an instrument called stylus, sharp-pointed at one end to write with, and flat at the other, to efface what had been written; which gave occasion to the following expression of Horace:

> Oft turn your style, if you desire to write
> Things that will bear a second reading——

The meaning of which is, that a good performance is not to be expected without many corrections. At last the use of paper was introduced, and this was made of the bark of Papyrus, divided into thin flakes or leaves, which were very proper for writing: and this Papyrus was likewise called Byblus.

> Memphis as yet knew not to form in leaves
> The watery Byblos.

দেশীয় রাজস্বের বৃদ্ধি শুনিয়া কহিয়াছিলেন "আমি আমার মেষ পালের লোম লইতে চাহি ছাল গ্রহণ করিতে চাহি না"।

৬ অধ্যায়। ইজিপ্তের উর্ব্বরতা। আমরা এস্থলে ইজিপ্ত-দেশের কেবল কএক বৃক্ষ বিশেষের এবং তথাকার রাশিং শস্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ করিব।

পাপিরস অর্থাৎ কাগজের বৃক্ষ। এই বৃক্ষের মূল হইতে ছয় সাত হস্ত উচ্চ পরিমাণে ত্রিকোণাকার অনেক শাখা উৎ-পন্ন হয়। প্রাচীন পুরুষেরা আদৌ তাল পত্রে লিখিতেন, পরে বৃক্ষের ত্বক্ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন (তজ্জন্য লাইবর শব্দের অর্থাৎ ত্বক বাচক পদের অর্থান্তর পুস্তক) তদনন্তর সূচিকাবৎ তীক্ষ্ণাগ্র লেখনীপ্রস্তুত করিয়া মধূথ লিপ্ত অর্থাৎ মোম জমাট যুক্ত তক্তায় লিখিতেন, সেই লেখনীর ঊর্দ্ধভাগ প্রশস্ত ছিল তাহার তাৎপর্য্য এই যে লিখিত বিষয় শোধন করিতে হইলে লেখনীর উপরি ভাগ দিয়া অক্ষর সকল সহজে মুছিতে পারা যাইবেক। হরেশ কবি সঙ্কেতে এই বিষয়ের উল্লেখ করত কহেন।

অধ্যয়ন যোগ্য লিপি হইলে লিখিতে।
বারম্বার লেখনীকে হয় উল্টাইতে॥

অর্থাৎ বারম্বার অক্ষর মুছিয়া শোধন না করিলে উত্তম রচনা হয় না। অবশেষে মধূথ লিপ্ত তক্তায় লিখিবার প্রথা লোপ হইয়া কাগজে লিখিবার রীতি চলিত হইয়াছিল সে কাগজ পাপিরস বৃক্ষের ত্বকে সূক্ষ্ম পত্রাকারে প্রস্তুত হইত, ঐ পাপিরস বৃক্ষের নামান্তর বিব্লস, যথা লুকান কবির উক্তি।

অদ্যাপি জানেনা কেহ মেম্ফিস পুরীতে।
নদীজাত বিব্লসেতে কাগজ করিতে॥

Pliny calls it a wonderful invention, so useful to life, that it preserves the memory of great actions, and immortalizes those who achieved them. Varro ascribes this invention to Alexander the Great, when he built Alexandria; but he had only the merit of making paper more common, for the invention was of much greater antiquity. The same Pliny adds, that Eumenes, king of Pergamus, substituted parchment instead of paper; in emulation of Ptolemy, king of Egypt, whose library he was ambitious to excel by this invention, which carried the advantage over paper. Parchment is the skin of a sheep dressed and made fit to write upon. It was called Pergamenum, from Pergamus, whose kings had the honour of the invention. All the ancient manuscripts are either upon parchment, or vellum, which is calf-skin, and a great deal finer than the common parchment. It is very curious to see white fine paper, wrought out of filthy rags picked up in the streets. The plant Papyrus was useful likewise for sails, tackling, clothes, coverlets, &c.

Linum. Flax is a plant whose bark, full of fibres or strings, is useful in making fine linen. The method of making this linen in Egypt was wonderful, and carried to such perfection, that the threads which were drawn out of them, were almost too small for the observation of the sharpest eye. Priests were always habited in linen, and never in woollen; and

প্লিনি বৃক্ষত্বচে কাগজের সৃষ্টিকে বিদ্যা বৃদ্ধির আশ্চর্য্য উপায় কহেন কেননা তাহাতে লিখনাদির সুগম হওয়াতে লোকের মহোপকার দর্শে এবং উদার চেষ্ট মহাত্ম পুরুষ দিগের নাম ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ি হয়। বারো নামক গ্রন্থকার কহেন মহান্ অলেগ্জন্দর রাজা আলেগ্জান্দ্রিয়া নগর নির্ম্মাণ কালে ঐ প্রকার কাগজ সৃষ্টির কৌশল প্রকাশ করেন কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে কেননা কাগজ করিবার ধারা পূর্ব্বাবধি প্রকাশ ছিল আলেগজন্দর কেবল তাহা সাধারণের ব্যবহার্য্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন যে পর্গেমস রাজ ইউমিনিস কাগজের পরিবর্ত্তে পার্চমেণ্ট প্রস্তুত করিবার উপায় করেন, ঐ নৃপতি ইজিপ্তরাজ তলমিকে পুস্তক মন্দির স্থাপন করিয়া যশোভাজন হইতে দেখিয়া স্বকীর্ত্তি স্থাপন মানসে কাগজ হইতেও উত্তম লিপি পত্র অর্থাৎ পার্চমেণ্ট সৃষ্টি করেন। পার্চমেণ্ট মেষ চর্ম্ম হইতে বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত হয় প্রথমতঃ তাহা পর্গেমি-নম শব্দে উক্ত হইত কেননা পর্গেমস রাজ হইতে তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে হস্তে লিখিত যত পুরাতন গ্রন্থ পাওয়া যায় সকলি প্রায় পার্চমেণ্ট অথবা তদপেক্ষাও উত্তম বৎস চর্ম্ম নির্ম্মিত পত্রে লিখিত আছে। পরন্তু এক্ষণকার কাগজ প্রস্তুত করিবার ধারা অতি আশ্চর্য্য, ইদানীং রাজমার্গে নিক্ষিপ্ত অপরিষ্কৃত জীর্ণ বস্ত্র হইতে উত্তম শুভ্রবর্ণ কাগজ প্রস্তুত হয়। উপরি লিখিত পাপিরস বৃক্ষ হইতে বস্ত্র, জাহাজের পালি, রর্জ্জু, আচ্ছাদন বস্ত্র ইত্যাদি আরও অনেক উপকারক বস্তু প্রস্তুত হইত।

ক্ষুমা। এই বৃক্ষের বল্কলে ভূরি তন্তু আছে সুতরাং তাহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, ইজিপ্তদেশে ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত করিবার অতি আশ্চর্য্য ধারা ছিল কেননা তাহা এমত পারিপাট্য রূপে নির্ম্মিত হইত যে প্রায় কেহই স্বচ-

not only the priests, but all persons of distinction generally wore linen clothes. This flax formed a considerable branch of the Egyptian trade, and great quantities of it were exported into foreign countries. The making of it employed a great number of hands, especially of the women, as appears from that passage of Isaiah, in which the prophet menaces Egypt with a drought of so terrible a kind, that it should interrupt every kind of labour. "Moreover, they that work in fine flax, and they that weave net-work shall be confounded." We likewise find in Scripture, that one effect of the plague of hail, called down by Moses upon Egypt, was the destruction of all the flax which was then bolled. This strom was in March.

Byssus. This was another kind of flax extremely fine and small, which often received a purple dye. It was very dear; and none but rich and wealthy persons could afford to wear it. Pliny, who gives the first place to the Asbeston, or Asbestinum, (i. e. the incombustible flax) places the Byssus in the next rank; and says, that it served as an ornament to the ladies. It appears from the Holy Scriptures, that it was chiefly from Egypt cloth made of this fine flax was brought. "Fine linen with broidered work from Egypt."

I take no notice of the Lotus, or Lote-tree, a plant in great request with the Egyptians, and whose

ক্ষুমা হইতে ঐ বল্কল নির্গত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রভেদ করিতে পারিত না। তথাকার পুরোহিতেরা সর্ব্বদা ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতেন রোমজ বসন কদাচ ধারণ করিতেন না, প্রধান লোকেরাও প্রায় সকলে অহরহ ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতেন। ইজিপ্তদেশে পণ্য দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুমা অতি প্রধান ছিল এবং তাহা রাশি২ পরিমাণে দেশদেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত, তথায় ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত করণে বহুসংখ্যক মনুষ্য বিশেষতঃ অনেক নারী ব্যাপৃতা থাকিত এতদর্থে আইজায়া নাম্নী ভবিষ্যদ্বক্তা ইজিপ্তের মধ্যবর্ত্তি সকল কার্য্যের প্রত্যূহ স্বরূপ অনাবৃষ্টির ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন "অধিকন্তু যাহারা সূক্ষ্ম ক্ষৌম সূত্রের কার্য্য করে এবং তন্তু জাল বুনে তাহারাও অপ্রতিভ হইবে"। ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে মোজেশের বাক্যানুসারে যখন ইজিপ্ত দেশে দারুণ শিলাবৃষ্টি হয় তখন অন্যান্য অশুভ ঘটনার মধ্যে এই এক প্রধান বিপদ হইয়াছিল যে চৈত্রমাসে নব মঞ্জরী বিশিষ্ট ক্ষুমা বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিশস। এই বৃক্ষের ত্বচেও ধম্রবর্ণ সূক্ষ্ম ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত হইত কিন্তু তাহা অত্যন্ত মহার্ঘ্য ছিল, ধনাঢ্য লোক ব্যতিরেকে অন্য কাহারও তাহা ক্রয় করিয়া পরিধান করিবার সঙ্গতি হইত না। প্লিনি এক প্রকার ক্ষুমার প্রসঙ্গ করত কহেন তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না তাহাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং বিশস নামক ক্ষুমাকে তাহার দ্বিতীয় রূপে গণ্য করত কহেন সেই দুকূল বসনে স্ত্রী লোকেরদের উত্তম শোভা হইত। ধর্ম্ম পুস্তকেও লিখে যে ইজিপ্ত হইতে অতি সূক্ষ্ম ক্ষৌম বস্ত্র আনীত হইত যথা " ইজিপ্ত হইতে আনীত সূচিকা ভিন্ন সূক্ষ্ম ক্ষৌম বস্ত্র "।

এস্থলে লোত নামক পদ্মবৎ এক প্রকার সামান্য বৃক্ষের কোন প্রসঙ্গ করা গেল না তাহা ইজিপ্ত দেশে বহু মূল্য রূপে কল্পিত

berries served them in former times for bread. There was another Lotus in Africa, which gave its name to the Lotophagi, or Lotus-eaters; because they lived upon the fruit of this tree, which had so delicious a taste, if Homer may be credited, that it made the eaters of it forget all the sweets of their native country, as Ulysses found to his cost on his return from Troy.

In general, it may be said, that the Egyptian pulse and fruits were excellent; and might, as Pliny observes, have sufficed singly for the nourishment of the inhabitants, such was their excellent quality, and so great their plenty. And, indeed, working men lived then almost upon nothing else, as appears from those who were employed in building the pyramids.

Besides these rural riches, the Nile, from its fish, and the fatness it gave to the soil fot the feeding of cattle, furnished the tables of the Egyptians with the most exquisite fish of every kind, and the most succulent flesh. This it was which made the Israelites so deeply regret the loss of Egypt, when they found themselves in the dreary desert. "Who," say they in a plaintive, and at the same time seditious tone, "shall give us flesh to eat? We remember the flesh which we did eat in Egypt freely; the cucumbers and melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. We sat by the flesh-pots, and we did eat bread to the full."

হইত এবং পূর্ব্বে সেখনকার লোকেরা তাহার ফলে উত্তমং পিষ্টক প্রস্তুত করিত।আফ্রিকাতে আর এক প্রকার লোত বৃক্ষ ছিল তজ্জন্য তথাকার এক জাতির নাম লোত ভক্ষক হয় কেননা তাহারা ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত, কবিবর হোমর কহেন তাহার ফল এমত সুস্বাদু যে এক বার তাহার আস্বাদ পাইলে অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যেতে আর স্পৃহা থাকে না ইউলিশিস রাজা ত্রয় নগরের যুদ্ধান্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তজ্জন্য অনেক ক্লেশ পাইয়াছিলেন।

ইজিপ্তদেশের প্রায় সকল ফল মূল অত্যুত্তম ও পুষ্টিকর, ছিল ইহাতে তথাকার প্রজারদের পক্ষে অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন থাকিত না কর্ম্মকর লোকেরা প্রায় সকলেই কেবল ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত, পিরামিড নির্ম্মাণ কারক দিগের বিষয়ে তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইজিপ্ত দেশে ফল মূলাদি বন্য সামগ্রী ব্যতীত নীল নদীতে রাশীকৃত মৎস্য উৎপন্ন হইত এবং নদী বৃদ্ধি প্রযুক্ত চারণ ক্ষেত্র অতিশয় তেজস্কর ও তৃণময় হওয়াতে পশ্বাদিও অনায়াসে হৃষ্টপুষ্ট হইত সুতরাং তথাকার লোকেরা নানাবিধ সুখাদ্য মৎস্য ও মাংস ভোজন করিয়া রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিত এই নিমিত্ত য়িহুদি জাতিরা মিসরদেশ ত্যাগ করিয়া মরু ভূমিতে উপনীত হইলে সেখানকার সুখাদ্য দ্রব্যের লোভে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহারা বিলাপ ও রাগ প্রকাশ করত কহিত "এস্থলে কে আমাদিগকে মাংস ভোজন করিতে দিবেক? আহা ইজিপ্ত দেশে আমরা কেমন মাংসাহার করিতে পাইতাম ও কত কাঁকুড় ফুটি পলাণ্ডু লশুনাদি ভক্ষণ করিয়া রসনার তৃপ্তি করিতাম! আমরা তথায় মাংস পাত্রের নিকটে বসিয়া উদর পূর্ণ করিয়া পিষ্টক ভোজন করিতাম"।

But the great and matchless wealth of Egypt arose from its corn, which, even in an almost universal famine, enabled it to support all the neighbouring nations, as it particularly did under Joseph's administration. In later ages it was the resource and most certain granary of Rome and Constantinople. It is a well known story, how a calumny raised against St. Athanasius, viz. of his having menaced Constantinople, that for the future no more corn should be imported to it from Alexandria; incensed the Emperor Constantine against that holy bishop, because he knew that his capital city could not subsist without the corn which was brought to it from Egypt. The same reason induced all the emperors of Rome to take so great a care of Egypt, which they considered as the nursing mother of the world's metropolis.

Nevertheless, the same river which enabled this province to subsist the two most populous cities in the world, sometimes reduced even Egypt itself to the most terrible famine: and it is astonishing that Joseph's wise foresight, which in fruitful years had made provision for seasons of sterility, should not have hinted to these so-much-boasted politicians, a like care against the changes and inconstancy of the Nile. Pliny, in his panegyric upon Trajan, paints with wonderful strength the extremity to which that country was reduced by a famine, under that prince's reign, and his generous relief of it. The reader will

ইজিপ্ত দেশের শস্যই অপরিমিত ধন রাশি সেখানে এমত বহুবিধ শস্যোৎপত্তি হইত যে নিকটস্থ অন্যান্য দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে ইজিপ্ত দেশীয় শস্যেতে সর্ব্বত্রের লোকদের জীবনোপায় হইতে পারিত, অতি প্রাচীন কালে যোসেফের শাসন সময়ে ইহার এক বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, এবং পরেও তথা হইতে শস্য আনীত হইলে রোম এবং কনস্তান্তিনোপল নগরে প্রজারদের আহারের সংস্থান হইত, কথিত আছে একদা আথেনেসিয়স নামা ইজিপ্তীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের নামে এক মিথ্যা অপবাদ ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে তিনি আলেগজন্দ্রিয়া হইতে কনস্তান্তিনোপলে আর শস্য প্রেরণ করিতে দিবেন না তাহাতে কনস্তান্তিন রাজা শস্যাভাবে নিজ রাজধানীস্থ প্রজারদের জীবন ধারণ দুষ্কর বোধ করিয়া ঐ ধর্ম্ম পরায়ণ আচার্য্যের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। রোম রাজেরা সকলেই ইজিপ্ত দেশের প্রতি অতি যত্ন প্রকাশ করিতেন কেননা ইজিপ্ত ভূমিই পৃথিবীস্থ মঁহা রাজধানীর পোষক ও ধাত্রীস্বরূপ ছিল।

তথাপি যে নদীর গুণে ইজিপ্ত দেশ হইতে ভূমণ্ডলস্থ দুই বৃহৎ জনপদের লোকদিগের প্রাণ রক্ষা হইত সেই নদীর দ্বারাই ঐ দেশ কখন২ ঘোর দুর্ভিক্ষ্যের ভয়ে পতিত হইত। যোসেফ যথেষ্ট শস্যোৎপত্তির কালেও পরিণাম দর্শী হইয়া দুর্ভিক্ষ্যের আশঙ্কায় শস্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঐ দেশের রাজ কৌশলে পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়াও নীল নদীর অনিয়মিত গতি ঘটিত আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণে সচেতন হয়েন নাই! প্লিনি ত্রেজান রাজার গুণ কীর্ত্তন লিপিতে তৎকালের দুর্ভিক্ষ্যে ইজিপ্তের ভয়ানক দুরবস্থার এবং রাজ বদান্যতায় তদ্বিমোচনের বৃত্তান্ত বিচিত্র বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক রচনা করিয়া-

not be displeased to read here an extract of it, in which a greater regard will be had to Pliny's thoughts than to his expressions.

The Egyptians, says Pliny, who gloried that they needed neither rain nor sun to produce their corn, and who believed they might confidently contest the prize of plenty with the most fruitful countries of the world, were condemned to an unexpected drought and a fatal sterility; from the greatest part of their territories being deserted and left unwatered by the Nile, whose inundation is the source and sure standard of their abundance. They then implored that assistance from their prince, which they used to expect only from their river. The delay of their relief was no longer than that which employed a courier to bring the melancholy news to Rome; and one would have imagined, that this misfortune had befallen them only to distinguish with greater lustre, the generosity and goodness of Cæsar. It was an ancient and general opinion, that our city would not subsist without provisions drawn from Egypt. This vain and proud nation boasted, that, though it was conquered, it nevertheless fed its conquerors; that, by means of its river, either abundance or scarcity was entirely in its disposal. But we now have returned to the Nile his own harvests, and given him back the provisions he sent us. Let the Egyptians be then convinced, by their own experience, that they are not

ছিলেন এস্থলে পাঠকবর্গের আমোদার্থ উক্ত গ্রন্থকারের বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে ইহাতে যদিও প্রত্যেক শব্দের অনুবাদ না থাকুক তথাপি তাৎপর্য্য প্রকাশ হইবে।

প্লিনির উক্তি। ইজিপ্তের লোকেরা দম্ভ করিয়া কহে আমারদের শস্যোৎপত্তির নিমিত্ত রৌদ্র অথবা বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন নাই, মহীমণ্ডলস্থ যাবদীয় উর্ব্বরা ভূমির সহিত আমারদের দেশের তুলনা করিলে এখানকার ক্ষেত্রই সর্ব্ব প্রধান হইবে? তথাপি ঐ গর্ব্বিত লোকেরা একদা অকস্মাৎ ঘোরতর অকাল এবং দুর্ভিক্ষ্যে পতিত হইয়াছিল কেননা নদী বৃদ্ধির পরিমাণে তাহারদের শস্যোৎপত্তির ন্যূনাধিক্য হইত কিন্তু সে বার দেশের অধিকাংশ ভূমি নদী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে জলসিক্ত হইতে পারে নাই সুতরাং প্রজারা নদীর গুণে যে উপকারের প্রত্যাশা করিত তজ্জন্য তাহারদিগকে রাজার উপাসনা করিতে হইয়াছিল এবং রাজাও অবিলম্বে তাহারদের সাহায্য করণে স্বীকার করিয়াছিলেন কেবল দুর্ভিক্ষ্যের অশুভ সংবাদ দূত দ্বারা রোম নগরে প্রেরণ করিতে যে বিলম্ব হউক। বোধ হয় বিধাতা উক্ত মহীপালের দয়া এবং বদান্যতা দেদীপ্যমান করিবার নিমিত্ত ইজিপ্ত দেশে ঐ দুর্ঘটনা হইতে দিয়াছিলেন। সকল লোকে বহুকালাবধি অনুমান করিত যে ইজিপ্ত দেশীয় শস্য না পাইলে আমারদের রাজধানী (অর্থাৎ রোম) রক্ষা পাইতে পারিবে না এবং তথাকার বৃথা অহস্কারি লোকেরাও দর্প করিয়া কহিত তাহারা পরাজিত হইয়াও জয় কারিরদের প্রাণ ধারণের সংস্থান করিয়া থাকে এবং নীল নদীর সাহায্যে আপনারদের ইচ্ছাক্রমে শস্যের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি কখন নীল নদীর দ্বারা উৎপাদিত শস্য অথবা অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া থাকি তবে এক্ষণে তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম এখন

necessary to us, and are only our vassals. Let them know that their ships do not so much bring us the provision we stand in need of, as the tribute which they owe us. And let them never forget, that we can do without them, but that they can never do without us. This most fruitful province had been ruined, had it not worn the Roman chains. The Egyptians, in their sovereign, found a deliverer, and a father. Astonished at the sight of their granaries, filled without any labour of their own, they were at a loss to know to whom they owed this foreign and gratuitous plenty. The famine of a people, at such distance from us, and which was so speedily stopped, served only to let them feel the advantage of living under our empire. The Nile may, in other times, have diffused more plenty on Egypt, but never more glory upon us. May heaven, content with this proof of the people's patience, and the prince's generosity, restore for ever back to Egypt its ancient fertility.

Pliny's reproach to the Egyptians, for their vain and foolish pride, with regard to the inundations of the Nile, points out one of their most peculiar characteristics, and recals to my mind a fine passage of Ezekiel, where God thus speaks to Pharaoh, one of their kings, "Behold I am against thee, Pharaoh king of Egypt, the great Dragon that lieth in the midst of his rivers, which hath said, My river is my

ইজিপ্তিয় লোকেরা স্বীয় দুরবস্থায় সচেতন হইয়া বিবেচনা করুক তাহারা আমারদের ভৃত্য মাত্র, আমরা কোন বিষয়ে তাহারদের উপর নির্ভর রাখি না, তাহারা যেন এমত না মনে করে যে জাহাজ যোগে প্রেরিত তাহারদের শস্যেতে আমারদের নিতান্ত প্রয়োজন, বরং তদ্দ্বারা কেবল নিয়মিত রাজস্ব দান করিয়া আপনারাই অঋণি হয়, আর ইহাও যেন মনো মধ্যে অনুধারন করিয়া বুঝে যে আমরা তাহারদের উপর কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর রাখি না তাহারাই আমারদের প্রত্যাশা রাখে, তাহারদের উর্ব্বরা ভূমি রোমান সাম্রাজ্যের অধীন না হইলে সদ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত এক্ষণে রোম রাজই ইজিপ্তীয়দের রক্ষক পিতৃ স্বরূপ হইয়াছেন, তাহারা আপনারদের শূন্য শস্যাগার অনায়াসে পূর্ণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে এবং কাহার বদান্যতায় বিদেশীয় সামগ্রী বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বিস্ময় প্রযুক্ত নিশ্চয় করিতে প্যারে না, ফলতঃ এমত দূরস্থিত দেশে দুর্ভিক্ষ্য ভয় শীঘ্র দূরীকৃত হওয়াতে তাহারা অবশ্য বুঝিবে আমারদের সাম্রাজ্যাধীন থাকাতে কীদৃশ উপকার। নীল নদীর গুণে ইজিপ্ত দেশীয় শস্যের ন্যুনাধিক্য হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে আমারদের ইষ্টাপত্তি কি? তাহাতে আমারদের মহিমার কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যাহা হউক পরমেশ্বর দুর্ভিক্ষের উপলক্ষে প্রজার সহিষ্ণুতা এবং রাজার বদান্যতার যথেষ্ট পরীক্ষা করিলেন অতএব এখন অবধি ইজিপ্ত ভূমি যেন চির উর্ব্বরা হয়।

প্লিনি ইজিপ্ত দেশীয় লোকদিগকে নীল নদীর উত্তলনে গর্ব্বিত দেখিয়া উক্ত প্রকারে তিরস্কার করিয়াছিলেন ফলতঃ ঐ নির্বোধ লোকেরা স্বভাবতঃ বৃথা অভিমানে মত্ত হইত বটে একারণ ইজিকিএল নামক আচার্য্যের প্রণীত বচনে শুনা যায় যে পরমেশ্বর স্বয়ং ইজিপ্ত রাজ ফারোকে সম্বোধন করত কহিয়া-

own, and I have made it for myself." God perceived an insupportable pride in the heart of this prince: a sense of security and confidence in the inundations of the Nile, independent entirely of the influences of heaven; as though the happy effects of this inundation had been owing to nothing but his own care and labour, or those of his predecessors: "The river is mine, and I have made it."

Before I conclude this second part of the manners of the Egyptians, I think it incumbent on me, to bespeak the attention of my readers to different passages scattered in the history of Abraham, Jacob, Joseph, and Moses, which confirm and illustrate part of what we meet with in profane authors upon this subject. They will there observe the perfect polity which reigned in Egypt, both in the court and the rest of the kingdom; the vigilance of the prince, who was informed of all transactions, had a regular council, a chosen number of ministers, armies ever well maintained and disciplined, and of every order of soldiery, horse, foot, armed chariots; intendants in all the provinces, overseers or guardians of the public granaries; wise and exact dispensers of the corn lodged in them; a court composed of great officers of the crown, a captain of his guards, a cup-bearer, a master of his pantry: in a word, all things that compose a prince's household, and constitute a magnificent court. But above all these, the reader will

ছিলেন "ওহে ইজিপ্ত রাজ ফারো তুমি নদী মধ্যস্থ বৃহৎ অজা-গর স্বরূপ হইয়া কহিয়া থাক 'এ নদী আমার নিজস্ব, আমিই ইহার সৃষ্টি করিয়াছি' কিন্তু দেখ আমি তোমার প্রতিকূল হইলাম"। অন্তর্যামী পরমেশ্বর জানিতেন ঐ রাজা অতিশয় অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছিল এবং নীল নদীর বৃদ্ধি দেখিয়া বিধাতার শাসন অমান্য করত অভিমান বশতঃ নিশ্চিন্ত হইয়া অকুতোভয়ে এই মনে করিত যে পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলদায়িকা নদীর বৃদ্ধি দৈবাধীন নহে তাহা কেবল তাহার আপনার এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের যত্ন ও কৌশল প্রযুক্ত হয় সুতরাং কহিত "নদী আমার নিজস্ব, আমিই ইহার সৃষ্টি করিয়াছি"

মিসর দেশীয় লোকদিগের রীতি নীতির বিবরণ সমাপ্ত করি-বার পূর্ব্বে অতিরিক্ত বক্তব্য এই যে সামান্য পুরাবৃত্ত লেখক-দিগের গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের যে২ বর্ণনা আছে আব্রাহাম য়াকোব যোসেফ এবং মোজেশের উপাখ্যানে তাহার কোন২ অংশ উল্লেখিত হওয়াতে দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন ইজিপ্ত দেশের রাজসদনাদি সকল স্থানে কেমন সুনিয়ম চলিত ছিল, ফলতঃ তথাকার চারচক্ষু রাজারা সর্ব্ব বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইয়া সদা সতর্ক থাকিতেন এবং রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মক্ষম অমাত্য ও পারি-ষদের নিকট সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন আর রাজ্যরক্ষা নিমিত্ত পদাতিক অশ্বারোহি রথারোহি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সেনা সুশাসন পূর্ব্বক সুসজ্জীভূত করিয়া প্রতিপালন করিতেন। প্রত্যেক প্রদেশে এক২ জন অধিপতি এবং রাজকীয় শস্যাগারে পরিণামদর্শি অধ্যক্ষ ছিল আর প্রজারদের মধ্যে যথার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক শস্য বণ্টনের নিমিত্ত বিচক্ষণ লোকও নিযুক্ত ছিল। অপর রাজসদনে প্রধান২ রাজপুরুষদের মধ্যে কেহ২ রাজর-ক্ষক সৈন্যের শাসক কেহ বা রাজার পানীয় পাত্র বাহক কেহ বা নৃপতির পাকশালায় মহানসের কার্য্য সম্পাদকরূপে কর্ম্ম

admire the fear in which the threatenings of God were held, the inspector of all actions, and the judge of kings themselves; and the horror the Egyptians had for adultery, which was acknowledged to be a crime of so heinous a nature, that it alone was capable of bringing destruction on a nation.—*Rollin's Ancient History*.

---

## THE HISTORY OF ANCIENT EGYPT.

---

THE early history of Egypt claims a much higher antiquity than that of any other country, excepting perhaps China and Hindustan, and is consequently involved in darkness the more impenetrable. It is utterly impossible, indeed, to reconcile the accounts of different authors with each other, or with any common standard; and even the same authors are not always consistent with themselves. But some idea may be formed of the comparative value of the different catalogues of sovereigns, by observing which of them is confirmed by the testimony of the greatest number of respectable and unconnected writers, and by inquiring, at the same time, what internal evidence they afford of the truth or falsehood of their statements.

The only authorities on which dependence can be placed respecting the early history of Egypt, are

করিতেন সুতরাং তথায় প্রধান২ রাজসভা এবং রাজ বাটীর উপযুক্ত সমারোহ অহরহ থাকিত। অপর সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ব্যাপার এই যে সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যিনি রাজাধিরাজেরও শাসনকর্ত্তা, প্রজারা তাঁহাকে ভয় করিয়া পরস্ত্রীগমনকে মহা পাপ জ্ঞান করিত কেননা তাহা প্রবল হইলে অন্যান্য দোষ না থাকিলেও রাজ্য সদ্য নষ্ট হইতে পারে।

---

# ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত।

---

বোধ হয় ইজিপ্ত দেশের আদ্য ইতিহাস চীন এবং ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য তাবৎ দেশাপেক্ষা অত্যন্ত প্রাচীন একারণ তাহাতে এমত অস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে তদ্বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, আর যে২ গ্রন্থকারেরা তাহার প্রসঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারদের বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করাও দুঃসাধ্য কেননা তাঁহারা কোন২ স্থলে আপন২ মতেরও বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন অতএব এবিষয়ে তথ্যাতথ্য স্থির করিবার এইমাত্র উপায় আছে যে গ্রন্থকার দিগের দ্বারা উল্লেখিত নৃপতি বর্গের মধ্যে কোন্২ রাজার উপাখ্যান ভূরি২ মান্যবর এবং নিরপেক্ষ লেখকদিগের বচনে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে আর সে সকল গ্রন্থকার দিগের রচনার ধারায় সত্যাসত্যের কীদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায় ইহা বিবেচনা করিলে ভিন্ন২ রাজবংশাবলীর মধ্যে কোন্ বংশের বর্ণনা কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ইজিপ্তের আদ্য পুরাবৃত্ত প্রকরণে হিরদতস, মানেথো, ইরাতস্থিনিস, দাইওদোরস সিকুলস, স্ত্রাবো প্রভৃতি গ্রন্থকার

Herodotus, Manetho, Eratosthenes, Diodorus Siculus, and Strabo, all of whom had been for longer or shorter periods in the country. Herodotus lived soon after the conquest of Egypt by the great Persian conqueror Cambyses, when the names of the later monarchs could scarcely have been forgotten. The earlier part of his history is certainly of a very apocryphal character; but as he does not continue the series of the kings further than Sesostris and Mœris, almost all his names are, therefore, sufficiently recent to be considered as within the province of legitimate history. Manetho lived under Ptolemy Philadelphus, to whom he dedicated his three books of the *History of Egypt*; and there is little doubt that the extracts preserved by Josephus, Eusebius, and Syncellus although some of these may have passed from one compiler to another, are in general perfectly authentic. How much of the work was originally fabulous, and how much has been distorted by transposition and anachronism, it is impossible accurately to determine. But besides the original inadmissibility of so long a series of successive generations, the invention of which may possibly be imputed to the same national vanity which led the priests to boast to Herodotus of three hundred and thirty kings between Menes and Sesostris, there are several coincidences pointed out by Marsham, in the names and qualifications of princes mentioned at very remote periods, which tend strongly

দিগের কর্ত্তৃক যেং বিষয় বর্ণিত হইয়াছে কেবল তাহাই বিশ্বাস করা যাইতে পারে কেননা ঐ গ্রন্থকারেরা সকলেই তদ্দেশে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। পারস্য দেশের জয়িষ্ণু বীর কাম্বাইশেস যৎকালীন ইজিপ্তদেশ জয় করেন তাহার অল্পকাল পরেই হিরদতস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং সে সময়ে অনেকানেক অতীত রাজারদের নাম অবশ্য সাধারণের স্মরণে ছিল, যদিও তাঁহার রচনার আদ্যাংশ সংশয় স্থল বটে তথাচ তিনি শিসস্ত্রিস এবং মিরিস অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বতন রাজাদের প্রসঙ্গ না করাতে তাঁহার উল্লেখিত সকল নৃপতিরাই সে কালের পক্ষে নব্য ছিলেন অতএব হিরদতসকে তদ্বিষয়ের তথ্যাতথ্য নির্ণয় করণে সক্ষম কহা যাইতে পারে। মানেথো তলমি ফিলাদেল্‌ফসের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তিনি "ইজিপ্তের পুরাবৃত্ত" নামে তিন গ্রন্থ লিখিয়া ঐ রাজাকে নিবেদন করিয়াছিলেন, যোসিফস ইউসিবিয়স এবং সিনশেলস সেই গ্রন্থ হইতে যেং বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অনেকানেক সংগ্রহ কর্ত্তার হস্তে লিখিত হওয়াতে কোনং স্থলে কল্পিত শব্দে পূর্ণ হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহা সর্ব্বাংশে কৃত্রিম নহে বরং তাহাকে সামান্যতঃ অকৃত্রিম কহা যাইতে পারে। পরন্তু ঐ গ্রন্থ সংক্রান্ত উপাখ্যান আদৌ কিয়ৎ পরিমাণে অলীক গল্পেতে পূর্ণ ছিল এবং তাহার বিষয় সত্য হইলেও দেশ কাল নাম রূপের নির্দ্দেশে কি পর্য্যন্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সম্যক্ রূপে নির্ণয় করা যায় না, ইজিপ্তীয় যাজকেরা হিরদতসের নিকট বোধ হয় কেবল জাত্যাভিমান প্রযুক্ত দর্প করিয়া কহিয়াছিলেন যে তাহারদের দেশে মিনিস এবং শিসস্ত্রিসের মধ্যে ৩৩০ জন রাজা গত হইয়াছিলেন, কিন্তু এমত বহুসংখ্যক ধারা বাহিক নৃপতি বর্গের ইতিহাস কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না আর মার্সাম স্পষ্ট রূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অনেকানেক

to encourage the opinion that the originals were respectively one and the same person. There are also other instances which render it not improbable that several of the persons enumerated may have been contemporary sovereigns of different subdivisions of the country: but, perhaps, this portion of Marsham's theory has been carried a little too far; and, amidst so much confusion, it is not to be wondered that all his learning and ingenuity should have failed to establish any satisfactory result. He holds the catalogue of Eratosthenes in high and just estimation, although he was not acquainted with the very strong argument in favour of its authenticity, derived from the agreement of many of the etymologies with the acknowledged meaning of the terms in the Egyptian language; an agreement, indeed, which renders it more than probable that Eratosthenes, who lived in the reign of Ptolemy Euergetes, did actually receive these names from the priests of Diospolis. This interesting catalogue has been successively copied by Apollodorus, Africanus, Eusebius, and Syncellus; but how many of the names contained in it were really those of actual sovereigns of Egypt, and how many had been negligently or ignorantly read and pronounced, it is by no means easy to ascertain. It may be observed, that scarcely any of them are to be found in the works of other chronologers or historians. Diodorus is upon the whole, a very candid

প্রাচীন মহীপাল দিগের নামে ও গুণ কীর্ত্তনে এমত সাদৃশ্য আছে যে তাহাকে স্বতন্ত্র২ পুরুষের বর্ণনা না কহিয়া অনুমান ন্যায়েতে সকলকেই এক জনের প্রকারান্তর বিবরণ কহা যাইতে পারে, অধিকন্তু কোন২ স্থলে এমত ও বোধ হয় যে উক্ত রাজারদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি পূর্ব্বাপর ক্রমে রাজ্য না করিয়া এককোলে ভিন্ন২ প্রদেশে আধিপত্য করিয়া থাকিবেক। পরন্তু মার্সামের এই সিদ্ধান্তে অত্যুক্তির আভাস প্রকাশ পায় অনেকে তাহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহার কথায় নির্ভর রাখিয়াছে ফলতঃ তিনি অতিশয় বিদ্বান ও বিজ্ঞবর হইলেও যদি এমত বিজাতীয় গোল চক্রে ভ্রান্ত হইয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত করণে অক্ষম হইয়া থাকেন ইহা চমৎকারের বিষয় নহে। ঐ গ্রন্থকার ইরাতস্থিনিসের প্রণীত রাজাবলীর মহা সমাদর করিয়াছেন তাহাও যুক্তি সিদ্ধ বটে কিন্তু অনেক নৃপতিদের নামের ব্যুৎপত্তি ইজিপ্তীয় ভাষার প্রসিদ্ধ শব্দার্থের সহিত ঐক্য হওয়াতে ইরাতস্থিনিসের বর্ণনা কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য হয় তাহা মার্সাম স্বয়ং জানিতেন না, শব্দার্থের সহিত ঐক্য হওয়াতে প্রায় নিশ্চয় উপলব্ধি হয় ইরাতস্থিনিস তলমি ইউর্গেতিসের অধিকার কালে বাস করত দিয়স্পলিশস্থ যাজকগণের নিকট ঐ সকল নাম অবগত হইয়াছিলেন, এপলোদোরস আফ্রিকেনস ইউসিবিয়স এবং সিনসেলসও ক্রমশঃ উক্ত নামের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোন২ নাম বস্তুতঃ ইজিপ্তীয় রাজারদের উপাধি ছিল আর কোন২ উপাধি অযত্ন অথবা অবিদ্যা বশতঃ অশুদ্ধ রূপে পঠিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না, বিশেষতঃ অন্যান্য পুরাবত্ত রচক ও কালগণনা কারকদের গ্রন্থে সে সকল নাম প্রায় পাওয়া যায় না। দ৽ইওদোরস সামান্যতঃ বিবেচক ও সরলচিত্ত গ্রন্থকারক রূপে গণ্য হইতে পারেন যদিও তিনি আধুনিক কোন২ পণ্ডিতগণের বিবেচনায়

and judicious writer; and although some modern critics have entertained considerable prejudices against him, it will be afterwards found that he had a correct knowledge of the Egyptian institutions. The accuracy and good sense of Strabo are so well known, that we cannot but regret the paucity of historical facts respecting Egypt to be found in his writings. Besides the works of these authors, there is an anonymous chronicle copied by Africanus, and from him by Syncellus, which affords a series of kings somewhat shorter than that of Manetho, and also more regularly filled; but it seems to be principally a compilation from Manetho, with some reference to the contemporary events of the Scriptural chronology.

Such being the principal sources of early Egyptian history, we shall now proceed to the more immediate object of this section, namely, to exhibit an outline of the civil history of ancient Egypt. And here, in order to render our narrative intelligible, it is proper to state both the ancient and modern divisions of the country. These have been suggested by the course of the river, and the general configuration of the valley of the Nile, between the cataract of Assouan and the sea. Anciently this remarkable country was divided into three parts, namely, Upper Egypt, called the *Thebaid*, because Thebes was its capital; Middle Egypt, called the *Heptanomis*, or Seven Governments; and Lower Egypt, or the Delta,

প্রশংসাভাজন না হইয়া থাকেন তথাপি পরে প্রকাশ হইবেক তিনি ইজিপ্তদেশীয় রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদর্শী ছিলেন। এস্থলে স্ত্রাবোর সদ্বিবেচনা ও শুদ্ধ বর্ণনাশক্তির প্রসঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন কেননা তাহা সকলেই অবগত আছেন কেবল ক্ষোভের বিষয় এই যে ইজিপ্তীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তিনি অত্যল্প মাত্র লিখিয়াছেন। ইজিপ্তদেশের ইতিহাস উক্ত গ্রন্থকার গণ ব্যতীত আর এক জন দ্বারা লিখিত হয় তাহার নাম প্রকাশিত হয় নাই, অফ্রিকেনস এবং সিনসেলস তাহার রচিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ ইতিহাস সংক্রান্ত রাজাবলী মানেথোর ন্যায় দীর্ঘ নহে তাহাতে রাজারদের উপাখ্যানও সুনিয়ম পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে তথাপি তাহা মানেথোর গ্রন্থের সার সংগ্রহ মাত্র বোধ হয়, তাহার মধ্যে কেবল ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত কাল নিরূপণানুসারে তৎকালীন অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ অতিরিক্ত আছে।

ইজিপ্তদেশীয় পুরাবৃত্তের এই২ মূল সূত্রের উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি আমরা উপস্থিত অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয় বর্ণনা করত প্রাচীন ইজিপ্তের রাজাদির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিব। ঐ দেশের পুরাবৃত্ত বর্ণনা স্পষ্ট করণার্থ তথাকার ভূমি পূর্ব্বাপর কালে কি২ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে আদৌ তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক, ফলতঃ নীল নদীর জল প্রবাহের রেখানুসারে এবং আসুএনস্থ নির্ঝর ও সমুদ্রের মধ্য স্থলে নীল নদ তীরস্থ উপত্যকার আকৃতি ক্রমে ঐ সকল খণ্ড ধার্য্য হইয়াছে উক্ত বিচিত্র দেশ পূর্ব্বকালে তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল যথা (১) উচ্চতর ইজিপ্ত থিবিস রাজধানীর নামানুসারে যাহার নামান্তর থিবাইস্ হইয়াছিল, (২) মধ্য ইজিপ্ত যাহার নামান্তর হেপ্তনোমিস অর্থাৎ সপ্ত প্রদেশ, (৩) নিম্ন ইজিপ্ত অথবা

extending to the Mediterranean. The Arabs and Ottomans have only changed the names of these divisions, which in fact are marked out by the hand of nature. First, Upper Egypt is called the *Said*, and includes the provinces of Thebes, Djirdjeh, and Siout; second, Middle Egypt, called the *Vostani*, consists of the provinces of Fayoum, Benisouef, and Minyeh; third, Lower Egypt, called *Bahari*, or the maritime country, includes the provinces of Bahyreh, Raschid or Rosetta, Gharbyeh, Menouf, Massoura, Sharkieh, and the Cairo district, consisting of the subdivisions of Kelioubeh and Atfihieh. The appellation of Upper Egypt is sometimes taken in a strictly physical acceptation, and made to include all the provinces above Cairo.

The first tribes who peopled Egypt, that is, the valley of the Nile between the cataract of Assouan and the sea, probably came from Abyssinia or Sennaar. The current of population appears to have descended, along the course of the stream, and to have gradually overspread the valley fertilized by its waters; but it is impossible to fix the period of the first migration which, however, must have been very remote. The ancient inhabitants of Egypt belonged to a race of men in most respects resembling the Kennous or Barabras, the actual inhabitants of Nubia. In the Copts of Egypt we find none of the characteristics of the ancient population of that country. The Copts

দেল্‌তা যাহা ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অনন্তর ইদানীন্তন কালে আরবি এবং তুর্কি লোকেরা ইজিপ্তদেশ অধিকার করিলেও উক্ত স্বাভাবিক তিন খণ্ডের অন্যথা হয় নাই কেবল নামান্তর হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহারা উচ্চতর ইজিপ্তকে সাইদ কহে এবং থিবিস জির্জে এবং সিউট নামক তিন প্রদেশকে তাহার অন্তঃপাতি জ্ঞান করে, দ্বিতীয়তঃ তাহারা মধ্য ইজিপ্তের বস্তানি নাম দিয়া ফেউম বিনিসুএফ ও মিনিএ নামক প্রদেশত্রয়কে তদন্তর্গত কহে, তৃতীয়তঃ তাহারা নিম্ন ইজিপ্তকে বাহারি অর্থাৎ সমুদ্র কুলস্থ খণ্ড রূপে বিখ্যাত করিয়া বেহিরে, রশিদ অথবা রসেতা, ঘার্বিএ, মেহুফ, মাসুরা, শার্কিএ, এবং কেলিউবে ও আৎফিহিএ সমেত কাইরো প্রদেশকে তাহার মধ্যবর্ত্তি রূপে গণ্য করে। উচ্চতর ইজিপ্তের উপাধি কখন২ শব্দার্থানুসারে ব্যবহৃত হইয়া কাইরোর উপরিস্থ সকল প্রদেশকেই বুঝায়।

যে সকল জাতি ইজিপ্ত দেশে অর্থাৎ আসুয়ানের নির্ঝর এবং সাগরের মধ্যস্থিত নীল নদী সন্নিহিত উপত্যকাতে প্রথমতঃ বসতি করে বোধ হয় তাহারা আবিসিনিয়া অথবা সিনের হইতে আগমন করিয়া নদী প্রবাহের পার্শ্ব দিয়া ভ্রমণ করত ঐ স্রোতস্বতীর জলে উর্ব্বরীভূত সমস্ত ভূমিতে আপনাদের বসতি ক্রমশ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, এই আদ্য বসতি অবশ্য অতি প্রাচীন কালে হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহার তথ্য নিরূপণ করা অসাধ্য। যে২ জাতিরা আদৌ বসতি করে তাহারা সর্ব্বতোভাবে প্রায় নুবিয়া দেশস্থ কেনুস অথবা বরব্রা জাতির সদৃশ ছিল, সম্প্রতি কপ্ত নামে যে লোকেরা ঐ দেশে আছে তাহারা কোন্‌ মতে তথাকার প্রাচীন বসতিরদের সদৃশ নহে, যে২ জাতি ইজিপ্ত দেশে ক্রমশ আধিপত্য করিয়াছিল

are the product of a confused mixture of all the nations who have successively domineered over Egypt; and it would therefore be absurd to expect to find amongst them the characteristic features of the ancient race. The first settlers who arrived in Egypt were nomadic, and had not more fixed dwellings than the Bedouins of the present day; they were then destitute of science, of arts, and of definite forms of civilization. It was the work of ages of favourable circumstances which led the Egyptians, at first errant, to apply at length to agriculture, and to establish themselves in a fixed and permanent manner: then, and then only, arose the first towns, which in their beginnings were only small villages, but, by the successive development of civilization, became at length great and powerful cities. The most ancient towns of Egypt were Thebes (Luxur and Karnak) Esneh, Edfou, and the others of the Said above Dendera. Middle Egypt was then peopled; but Lower Egypt had neither inhabitants nor towns until a later period. It was only in consequence of prodigious works executed by the labour of man that Lower Egypt became habitable.

The Egyptians in the early stage of their progress were ruled by priests. The latter administered the government in every district of Egypt under a high priest, who again pretended to issue his orders in the name of God. This form of government, which is called a

সে সকলের মিশ্রণে ঐ জাতি সঙ্কীর্ণ বর্ণ স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং তাহাদের মধ্যে প্রাচীন জাতির লক্ষণ দেখিবার প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। ইজিপ্তের প্রথম বসতিরা বন্য রাখাল মাত্র ছিল আধুনিক বেঁদুই আরবিরদের ন্যায় তাহারদেরও গৃহাশ্রম ছিলনা, তৎকালে তাহারা বিদ্যা ও শিল্প ক্রিয়াতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল এবং সভ্যতার ধারা কিঞ্চিন্মাত্র জানিত না। ইজিপ্তীয় লোকেরা প্রথমতঃ উদাসীনের ন্যায় থাকিয়া পরে যে কৃষি কার্য্যে মনোযোগ করিয়া গৃহাশ্রমে স্থায়ি হইয়াছিল তাহা অল্প কালের মধ্যে হয় নাই, তাহারা অনেক দিবস পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বাস করাতে ঐ সভ্যতার উপক্রম হইয়াছিল তাহাতে প্রথমতঃ জনপদাদির নির্ম্মাণ হয় যাহা আদ্যাবস্থায় ক্ষুদ্রং গ্রাম মাত্র ছিল, অবশেষে সভ্যতার ক্রমিক বৃদ্ধি হওয়াতে মহা পরাক্রমশালিনী নগরী হইয়া উঠে। ইজিপ্ত দেশে থিবিস (অর্থাৎ লক্সুর এবং কার্ণাক) এস্নে এড্ফো এবং দেন্দেরার উপরে সাইদ প্রদেশস্থ অন্যান্য নগর সর্ব্বাদৌ নির্ম্মিত হয়, তৎপরে মধ্য ইজিপ্তে লোকের বসতি হয় কিন্তু নিম্ন ইজিপ্তে অনেক কাল পর্য্যন্ত নগর নির্ম্মাণ কিম্বা লোকের বসতি হয় নাই, ইজিপ্তের প্রকাণ্ডং কৃত্রিম রচনা বহু পরিশ্রমে সম্পাপ্ত হওয়াতেই তথায় লোকের বসতি হইয়াছিল।

ইজিপ্তীয় লোকেরদের আদ্যাবস্থায় যাজকেরাই রাজ্য শাসন করিত, তাহারা এক জন সার্ব্বভৌম মহাযাজকের আদেশানুসারে প্রত্যেক প্রদেশে রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত সেই সার্ব্বভৌম আপনাকে দেব প্রেরিত বলিয়া অভিমান করত ঈশ্বরের নামে আজ্ঞা প্রচার করিতেন সুতরাং

theocracy, resembled that by which the Arabians were governed under the first caliphs, though, in several respects, its construction was much less perfect. From its peculiar character, a government of this kind easily became unjust and oppressive, and, for a very long period, it retarded the advance of civilization. It had divided the nation into three distinct parts or castes; first, the priests, then the military, and, thirdly, the people. The people alone laboured, and the fruit of all their toils was devoured by the priests, who kept the military in their pay, and employed them in keeping in check the rest of the population. But a period arrived when the military became weary of yielding a blind obedience to the priests. A revolution broke out, and the change which proved fortunate for Egypt was brought about by a military chief, named Menei or Menes, who became the head of the nation, established the royal government, and transmitted the power to his descendants in the direct line. From this period the country was ruled by kings, and the government became milder and more enlightened; for the royal power found a sort of counterpoise in the influence which the priesthood necessarily possessed, now that it was confined to its proper province of inculcating the laws of morality, and teaching the principles of the arts. Thebes still remained the capital of the kingdom; but king Menes, and his son and successor

এই রূপ রাজ্য শাসনের ধারা দৈবশাসন নামে প্রসিদ্ধ হয়, উক্ত ধারা কোন২ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ সুশৃঙ্খল না হইলেও আরবি দেশে আদ্য খালিফদিগের অধিকার কালে যে প্রকার শাসনের প্রথা হয় তাহার সদৃশ ছিল। যাজক লোক সার্ব্বভৌম রাজা হইলে স্বভাবতঃ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা সুতরাং উক্ত শাসনে সর্ব্বদাই অন্যায় ও অত্যাচার হইত অতএব বহুকাল পর্য্যন্ত সভ্যতায় ব্যাঘাত পড়িয়াছিল। যাজকদিগের শাসন বশতঃ দেশের মধ্যে তিন প্রকার জাতি অর্থাৎ বর্ণভেদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাজকেরা প্রথম, যোদ্ধারা দ্বিতীয়, এবং অবশিষ্ট প্রজারা তৃতীয় বর্ণ রূপে গণিত হইত, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির লোকেরদের পরিশ্রমেই কৃষি কর্ম্মাদির নির্ব্বাহ হইত যাজকেরা তাহারদের শ্রমের ফলভোগি হইয়া যোদ্ধারদিগকে বেতন দান করিয়া তাহারদের উপলক্ষে অবশিষ্ট প্রজারদিগকে আপনারদের অধীনে রাখিত। কিয়ৎকাল পরে যোদ্ধারা যাজকদিগের আজ্ঞাকারি কিঙ্কর হইয়া থাকা আর সহিষ্ণুতা করিল না সুতরাং পূর্ব্ব রীত্যনুযায়ি শাসনের বিপর্য্যয় হওয়াতে ইজিপ্তের পক্ষে অনেক মঙ্গল হইল, মিনাই অথবা মিনিস নামে এক জন যুদ্ধবীর প্রজা পালনের নূতন প্রথার সৃষ্টি করিয়া আপনি দেশাধিপতি হইলেন এবং রাজার দ্বারা শাসনের নিয়ম স্থির করিয়া চরম কালে পুত্র পৌত্রাদির প্রতি রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া গেলেন। অতএব ঐ সময়াবধি দেশের মধ্যে রাজার আধিপত্য স্থাপিত হইল তাহাতে বিবেচনা ও সৌষ্ঠব পূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, আর যাজকেরা আচার্য্যের প্রকৃত ব্যবসায়ে অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন নীতি শিক্ষা এবং বিদ্যাধ্যাপনাদিতে ব্যাপৃত হওয়াতে তাহারদেরও মান সম্ভ্রম ও প্রভাবের ত্রুটি হইল না সুতরাং রাজাও তাহারদের ভয়ে অত্যাচার করিতে পারিতেন না। থিবিস নগর তখন পর্য্যন্ত

Athothes, laid the foundations of Memphis, which they rendered a strong city, and constituted their second capital. It was built at a short distance from the Nile; and its ruins have been found in the villages of Menf, Mokhnan, and particularly Mit-Rhahinch.

As the reign of Menes forms the extreme limit of legitimate curiosity in this interesting field of inquiry; and as all correct notions of Egyptian chronology must in a great measure rest on the determination of the period at which that monarch assumed or exercised the supreme power; various attempts have been made to fix this important epoch, from the data furnished either by monuments or by lists of dynasties and kings as given by the ancient authors. It will be sufficient for our present purpose, however, merely to state the results at which different inquirers have arrived. Menes, then, commenced his reign,

| | B. C. | |
|---|---|---|
| According to Dr. Hales, *New Analysis of Ancient Chronology*, vol. iv. p. 418 | 2412 | |
| According to Old Chronicle, *New Analysis*, vol. iv. p. 407 | 2231 | |
| According to Eratosthenes, Prichard's *Egyptian Antiquities* | 2220 | |
| According to Eusebius, *New Analysis*, vol. iv. p. 417 | 2258 | or 2262 |
| According to Julius Africanus, *ibid* | 2218 | |
| According to Dr. Prichard, *Egyptian Antiquities*, p. 91 | 2214 | |

The mean of these different calculations is 2256, which, therefore, may be taken as perhaps the closest

রাজধানী স্বরূপ ছিল পরে মিনিস রাজা এবং তাঁহার পুত্র অথচ উত্তরাধিকারি অথোথিস মেম্ফিস নগর স্থাপন করিয়া সুদৃঢ় জনপদ করত দ্বিতীয় রাজধানী করেন তাহা নীল নদীর অত্যল্প দূরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, মেন্‌ফ মথনান বিশেষতঃ মিত্রাহিন্থ নামক গ্রামে ঐ নগরের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়াছে।

পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসু লোকেরা মিনিসের রাজ্যলাভ পর্য্যন্তই ঐ দেশের ইতিহাস জানিবার নিমিত্ত যথার্থ রূপে উৎসুক হইতে পারেন, আর মিনিস রাজার প্রভুত্বের সময় নিরূপণের সত্যাসত্যানুসারেই ইজিপ্তদেশ সম্বন্ধীয় কাল গণনা শুদ্ধাশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা একারণ অনেকানেক পণ্ডিত তথাকার স্মরণীয় বস্তু কিম্বা প্রাচীন গ্রন্থকার দিগের রচিত রাজ বংশাবলীর সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া মিনিস রাজার কাল গণনা করিতে বহুতর যত্ন করিয়াছেন কিন্তু এস্থলে তাঁহারদের বিচারের বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন তাঁহারা কি২ মত স্থাপন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। অতএব মিনিসের রাজ্যারম্ভ খ্রীষ্টের পূর্ব্ব

ডাং হেলিসের মতে .. .. ....২৪১২ বর্ষে হয়
পুরাতন কালনিরূপণানুসারে .. ....২২৩১ বর্ষে
ইরাতস্থিনিসের মতে .. .. ....২২২০ বর্ষে
ইউসিবিয়সের মতে .. .. ....২২৫৮ বর্ষে }
জুলিয়ন অফ্রিকেনসের মতে .. .....২২১৮ বর্ষে } [illegible]
ডাং প্রিচার্ডের মতে.. .. .. ....২২১৪ বর্ষে

এইং কাল নিরূপণের মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহার ন্যূনাধিক্য গণনা করিলে ফলে ২২৫৬ বর্ষ লব্ধি হইবে, স্থূল

approximation to the truth. Amongst the principal authorities on which the reign of Menes has been determined as above, may be mentioned the statement of Josephus, that Menes lived many years before Abraham, and that he governed Egypt more than 1300 years before Solomon. But Abraham was born 2153 years, and the son of David ascended the throne of Israel 1030 years before Christ; and these facts, combined with the account which is given in the old chronicle of the dynasty of kings which proceeded from Mitzraim, seem to warrant the conclusions of modern chronologers. It is evident, therefore, that Champollion has committed an egregious error in stating that, according to the ancient histories of Egypt, the epoch of the revolution which placed Menes on the throne was about six thousand years before the publication of Islamism. This is very nearly the double of the truth as ascertained by the very authorities to which he refers.

The actions of this monarch have been conveyed to us through the obscure and uncertain channel of tradition. On his accession he found the kingdom, like all priest-governed countries, in a most deplorable condition. Excepting the Thebais, the whole of it was a morass; and, though ruled by priests, the people were destitute of every kind of religion, as well as sunk in utter ignorance. According to Herodotus, Menes applied himself to remedy these evils.

গণনায় ইহাকেই প্রায় সত্য কহা যাইতে পারে। মিনিসের রাজত্বের কাল এই রূপে মীমাংসা বরিবার যে২ মূল প্রমাণ আছে তাহার মধ্যে যোসিফসের বচন অতি প্রসিদ্ধ, তিনি কহেন মিনিস আব্রাহমের অনেক কাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সলমনের ১৩০০ বৎসরের অধিক অগ্রে ইজিপ্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু আব্রাহম খ্রীষ্টের পূর্ব্ব ২২৫৩ বৎসরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সলমন ১০৩০ বৎসরে ইস্রাএলের রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন অতএব যোসিফসের উক্তির সহিত মিস্রেম বংশীয় রাজাদের পুরাতন কাল নির্ণয়ের সমন্বয় করিলে আধুনিক কাল নির্ণায়কদিগের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয় সুতরাং এবিষয়ে চম্পোলিয়নের ভ্রম স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে তিনি কহেন যে ইজিপ্তের প্রাচীন ইতিহাসানুসারে মোসলমান ধর্ম্ম প্রচারের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিনিসের রাজ্যলাভ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার আপনার উল্লেখিত গ্রন্থকার দিগের মতেই তাহা বস্তুতঃ কেবল তিন সহস্র বৎসর অগ্রে হইয়াছিল।

মিনিস রাজার বৃত্তান্ত কোন প্রত্যক্ষ দর্শক দ্বারা লিখিত হয় নাই কেবল পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিল সুতরাং তাহা অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট ঐতিহ্য কথায় পরিপূর্ণ হইয়াছে, কথিত আছে তাঁহার রাজ্যারম্ভ কালে অন্যান্য যাজক শাসিত দেশের ন্যায় ইজিপ্ত রাজ্যেরও মহা দুর্গতি হইয়াছিল, থিবাইস খণ্ড ব্যতীত সমুদয় দেশ জলাভূমির সদৃশ ছিল এবং যাজকেরদের প্রভুত্ব সত্ত্বেও প্রজারদের ধর্ম্মজ্ঞান মাত্র জন্মে নাই বরং সকল বিষয়েই ঘোর অবিদ্যা ছিল। হিরদতস কহেন মিনিস ঐ মহা

He diverted the course of the Nile, which before his time had washed the base of the sandy ridge near the borders of the Libyan desert, and thus protected from the inundations of the river the ground on which Memphis was afterwards erected. To accomplish this object, he erected a mound about twelve miles south from the future capital of Egypt; turned the course of the stream, a large branch of which had previously made its way through the valley of Fayoum, towards the Delta; and conducted it to the sea at an equal distance from the elevated ground by which on either side the country is bounded. Menes also acquired glory in war; but his best renown consists in having improved his country, and instructed his subjects in the arts of life. His death is said to have been occasioned by a hippopotamus.

We may here give an example of the fabulous extravagance of Egyptian chronology, as founded on the statements of the priests. Menes or Menas was the first mortal who sat upon the throne of Egypt, the country having before his time been governed by eight god in succession. But Herodotus mentions, that the priests recited to him, from books, three hundred and thirty sovereigns, successors of Menes, of whom eighteen were Æthiopian princes, and one a queen called Nitocris. Now, allowing thirty-three year for a generation, the joint reigns of three hundred and thirty kings would amount to about eleven thousand

দুর্গতির উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নীল নদীর জল প্রবাহের মার্গ পরিবর্ত্তন করেন, ঐ স্রোতস্বতী পূর্ব্বে লিবিয়া দেশের সমীপস্থ বালুকাময় গিরি শ্রেণীর তল দিয়া বহিত, মিনিস রাজা তাহার স্থানান্তর করিয়া পরে যেখানে মেম্ফিস নগর নির্ম্মাণ হয় সে স্থলকে নদী প্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন, তিনি এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ ইজিপ্তের ভাবি রাজধানী মেম্ফিস নগরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণে এক আলি বন্ধন করিয়াছিলেন পরে ঐ স্রোতস্বতীর যে বৃহৎ শাখা ফেয়ুম উপত্যকা দিয়া দেল্‌তাভিমুখে গমন করিত তাহার পথ পরিবর্ত্তন করত দেশের উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চভূমির সমদূরে ঐ নদীকে সমুদ্রবাহিনী করিলেন। মিনিস যুদ্ধ ব্যাপারেও নিজ নামোজ্জ্বল করিয়াছিলেন কিন্তু দেশের অবস্থা শোধন এবং প্রজারদের মধ্যে ব্যবসায়িক বিদ্যা স্থাপনেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশোলাভ হয়। কথিত আছে নদ ঘোটক নামক বিশেষ জল জন্তুর আঘাতে অবশেষে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

ইজিপ্তীয় যাজকদের বচন প্রমাণ ঐ দেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্তে কীদৃশ উৎকট জল্পনা প্রচার হইয়াছে এস্থলে তাহার এক দৃষ্টান্ত লেখা যাইতেছে, তাহারা কহিত দেশের মধ্যে আদৌ অষ্ট জন দেবতা ক্রমশঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন পরে মিনিস অথবা মিনাস প্রথম নর রাজা হয়েন। হিরদতস কহেন উক্ত যাজকেরা তাঁহার নিকট আপনারদের গ্রন্থ হইতে মিনিসের উত্তরাধিকারি তিন শত ত্রিংশৎ রাজার নামোল্লেখ করিয়াছিল ইহাঁরদের মধ্যে অষ্টাদশ জন ইথিওপীয় রাজা এবং এক জন নিতক্রিশ নাম্নী রাণী ছিলেন, এ কথা সত্য হইলে যদি স্থূল গণনায় প্রত্যেক রাজার রাজত্বের স্থিতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ

years; a period which, according to the forged records of these priests, must have intervened between the reign of Menes and that of Sesostris. The statement of Diodorus Siculus, however, is by no means so violently opposed to truth and probability. He agrees with Herodotus in representing Menes as the first king of Egypt who reigned after the gods; but he says that after Menes fifty-two kings reigned during a period of fourteen hundred years, or about twenty-seven years at an average for each reign. This statement, though it falls short of the ordinary calculation, has at least a reasonable amount of probability in its favour, and indeed seems to be a pretty close approximation to the truth. Of the three hundred and thirty monarchs mentioned by Herodotus, on the authority of the sacred records, none except Mœris was distinguished by any acts of magnificence or renown; and hence he prudently abstains from loading his pages with the appellations and titles of this catalogue of royal lumber. It may, however, serve to assist the recollection of the reader, on this obscure and intricate subject, if we exhibit an abridged list of the kings who occupy the space between the accession of the first mortal sovereign of Egypt and the death of Mœris.

বৎসর কহা যায় তবে ক্রমশঃ তিন শত ত্রিংশৎ রাজার রাজ-ত্বের স্থিতি প্রায় একাদশ সহস্র বৎসর হইবে সুতরাং উক্ত যাজকদিগের কৃত্রিম ইতিহাসানুসারে মিনিস এবং শিসস্ত্রিসের মধ্যে এমত ব্যাপক কাল অবশ্য অতীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু দাইওদোরস সিকুলসের বিবরণ এপ্রকার নিতান্ত অসম্ভব ও সত্যের বিরুদ্ধ নহে তিনিও হিরদতসের ন্যায় মিনিসকে দেব-রাজারদের পর প্রথম নররাজা কহিয়াছেন বটে কিন্তু উত্তর কালীন নৃপতিরদের বিষয়ে কহেন মিনিসের পর দ্বিপঞ্চাশৎজন রাজা সর্ব্ব শুদ্ধ চতুর্দ্দশ শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রভুত্ব করিয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেকের রাজত্ব স্থূল নিরূপণে সপ্ত বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল ছিল, যদিও সাধারণ কালনিরূপণের সহিত এই বিবরণের ঐক্য না থাকে তথাপি ইহা নিতান্ত অসম্ভাব্য নহে ইহাকে প্রায় যথার্থ কহা যাইতে পারে। হিরদতস যাজক-দিগের শাস্ত্র প্রমাণ যে তিন শত ত্রিংশৎ রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহারদের মধ্যে মিরিস ব্যতীত অন্য কেহ কোন প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই একারণ উক্ত গ্রন্থকার ঐ অকর্ম্মণ্য রাজাদের নাম ধাম উপাধির প্রসঙ্গ করিয়া গ্রন্থের বাহুল্য করেন নাই। যাহা হউক ইজি-প্তের প্রথম নররাজের রাজ্যারম্ভাবধি মিরিসের মৃত্যুপর্য্যন্ত যে২ রাজার প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহারদের নাম এস্থলে সংক্ষেপে লিখিলে পাঠকবর্গ এই গোলযোগময় অস্পষ্ট বিষয়ের স্থূল কথা স্মরণে রাখিতে পারিবেন।

*First dynasty, Egyptians, 253 Years.*

| | Y. | B. C. |
|---|---|---|
| Menes and his successors, ending with Timaus, | 253 | 2412 |
| *Second Dynasty, Shepherd Kings, 260 Years.* | | |
| 1. Salatis, Silites, or Nirmaryada | 19 | 2159 |
| 2. Baion, Byon, or Babya | 44 | 2140 |
| 3. Apachnes, Pachman, or Ruchma | 37 | 2096 |
| First Pyramid begun about | | 2095 |
| Abraham visits Egypt about | | 2077 |
| 4. Apophes | 61 | 2059 |
| 5. Janias or Sethos | 50 | 1998 |
| 6. Assis or Aseth | 49 | 1948 |
| Expulsion of the Shepherds | 260 | 1899 |
| *Third Dynasty, Native Kings, 251 Years.* | | |
| Alisphragmuthosis, &c | 27 | 1899 |
| Joseph appointed governor or regent | 9 | 1872 |
| Jacob's family settle in Goshen | 215 | 1863 |
| Death of Joseph | | 1792 |
| Queen Nitocris | | 1742 |
| Exode of the Israelites | 251 | 1648 |
| *Fourth Dynasty, 340 Years.* | | |
| 1. Amosis, Thuthmosis, or Thummosis | 25 | 1648 |
| 2. Chebron | 13 | 1623 |
| 3. Amenophis I. | 20 | 1610 |
| 4. Amesses | 21 | 1589 |

প্রথমতঃ ইজিপ্তীয় রাজবংশ, রাজত্ব স্থিতি ২৫৩ বৎসর।

বর্ষ, খ্রীষ্টের পূর্ব্ব।

মিনিস এবং তিমেয়স পর্য্যন্ত তাঁহার
উত্তরাধিকারিরদের স্থিতি .... .... .... ২৫৩ ২৪১২

দ্বিতীয়তঃ গোপ রাজবংশ, স্থিতি ২৬০ বৎসর।

১ সালাতিস, সিলিতিস, অথবা নির্ম্মার্যদ ...... ১৯ ২১৫৯
২ বাইয়ন, বিয়ন, অথবা বব্যা .... .... .... ৪৪ ২১৪০
৩ আপকিস, পকমান, অথবা রুক্ম্য .... .... ৩৭ ২০৯৬
প্রথম পিরামিডের আদ্যাকৃতি .... .... .... ২০৯৫
আব্রাহামের ইজিপ্ত দেশে গমন .... .... ২০৭৭
৪ আপোফিস .... .... .... .... .... .... ৬১ ২০৫৯
৫ জনিয়া অথবা সিথস .... .... .... .... ৫০ ১৯৯৮
৬ অশিস অথবা অসেথ .... .... .... .... ৪৯ ১৯৪৮

গোপদিগের নিরাকরণ .... .... .... .... ২৬০ ১৮৯৯

তৃতীয়তঃ স্বদেশীয় রাজা, স্থিতি ২৫১ বৎসর।

অলিস্ফ্রগমুথোশিস প্রভৃতি .... ...... ২৭ ১৮৯৯
যোসেফ রাজকর্ম্মকারি রূপে নিযুক্ত .. ৯ ১৮৭২
যাকোব বংশের গোশেনে বাস .... .... ২১৫ ১৮৬৩
যোসেফের মৃত্যু .... .... .... .... .... ১৭৯২
নাইতোক্রিস রাণী .... .... .... .... .... ১৭৩২

য়িহুদিদিগের প্রস্থান .... .... .... .... ২৫১ ১৬৪৮

চতুর্থ রাজবংশ, স্থিতি ৩৪০ বৎসর।

১ আমোশিস, থথমোশিস, অথবা
থম্মোশিস .... .... .... .... .... .... ২৫ ১৬৪৮
২ কিব্রন .... .... .... .... .... .... .... ১৩ ১৬২৩
৩ প্রথম আসিনোফিস .... .... .... .... ২০ ১৬১০
৪ আনেশিস .... .... .... .... .... .... .... ২১ ১৫৮৯

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Mephres | 12 | 1567 |
| 6. | Misphragmuthosis | 25 | 1554 |
| 7. | Thmosis or Thothmosis. | 9 | 1528 |
| 8. | Amenophis II | 30 | 1518 |
| 9. | Orus or Horus | 36 | 1488 |
| 10. | Acenchris | 12 | 1452 |
| 11. | Rathosis | 9 | 1440 |
| 12. | Acencheres I | 12 | 1431 |
| 13. | Acencheres II | 20 | 1418 |
| 14. | Armais or Harmais | 4 | 1398 |
| 15. | Ramesses | 1 | 1394 |
| 16. | Ramesses Meiamun | 66 | 1393 |
| 17. | Amenophis III. or Mœris | 19 | 1327 |
| | Death of Mœris | 340 | 1308 |

During the long interval between the reign of Menes and the death of Mœris, the most remarkable event which occurred, and one, too, which forms the first distinct piece of history we meet with respecting Egypt, was the invasion of the Pastors or Shepherds, which, according to the chronology here adopted, took place more than two thousand years before the birth of Christ. This irruption, as related by Manetho, happened in the reign of Timaus king of Egypt, when God being displeased with the Egyptians, exposed them to a great revolution; for a multitude of men, of obscure origin, pouring from the East into Egypt, made war on the inhabitants

| | | |
|---|---|---|
| ৫ মোফ্রিশ .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. | ১২ | ১৫৬৭ |
| ৬ মিস্ফ্রাগ্‌ মুথোশিস .. .. .. .. .. .. .. .. | ২৫ | ১৫৫৪ |
| ৭ থমোশিস অথবা থথমোশিস .. .. .. .. | ৯ | ১৫২৮ |
| ৮ দ্বিতীয় আমিনোফিস .. .. .. .. .. .. .. | ৩০ | ১৫১৮ |
| ৯ ওরস অথবা হোরস .. .. .. .. .. .. | ৩৬ | ১৪৮৮ |
| ১০ আসেংক্রিশ .. .. ... .. .. .. .. | ১২ | ১৪৫২ |
| ১১ রথোশিস .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | ৯ | ১৪৪০ |
| ১২ প্রথম আসেংকিরিস .. .. .. .. .. .. .. | ১২ | ১৪৩১ |
| ১৩ দ্বিতীয় অসেংকিরিস .. .. .. .. .. .. .. | ২০ | ১৪১৪ |
| ১৪ আর্ম্মাইশ অথবা হার্ম্মাইশ .. .. .. .. .. | ৪১ | ৩৯৮ |
| ১৫ রামেশিস .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | ১ | ১৩৯৪ |
| ১৬ রামেশিস মাইএমন .. .. .. .. .. .. .. .. | ৬৬ | ১৩৯৩ |
| ১৭ তৃতীয় আমিনোফিস অথবা মিরিস .. | ১৯ | ১৩২৭ |
| মিরিসের মৃত্যু .. .. .. .. .. .. .. .. | ৩৪০ | ১৩০৮ |

মিনিস রাজার রাজ্যারম্ভ অবধি মিরিসের মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু কাল গত হইয়াছিল তন্মধ্যে গোপরাজ দিগের আক্রমণ ইজিপ্ত দেশীয় অন্যান্য ঘটনাপেক্ষা অতি বিচিত্র এবং তাহা পুরাবৃত্তে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে, আমরা এস্থলে যে প্রকার কাল নিরূপণের নিয়ম স্থাপন করিয়াছি তদনুসারে বোধ হয় খ্রীষ্টের দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ঐ আক্রমণ হইয়াছিল।

মানেথো কহেন যে তিমেয়স নামা ইজিপ্ত রাজের অধিকার কালে ঐ ঘটনা হইয়াছিল, পরমেশ্বর তৎকালে মিসর দেশীয় লোকদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারদের রাজ্য বিপর্য্যয় করিয়াছিলেন সুতরাং প্রাচ্য খণ্ড হইতে অনেকানেক অন্ত্যজ লোক ইজিপ্ত দেশে উৎপতিত হইয়া যুদ্ধারম্ভ

who, being apparently unwarlike, submitted almost without resistance. The Shepherds, however, behaved with the greatest cruelty; they burned the cities, threw down the temples of the gods, put to death the inhabitants, and carried the women and children into captivity. This people came from Arabia, and were called Hycsos, or King-Shepherds. They held Egypt in subjection for more than two centuries and a half, at the end of which period they were compelled by a king of Upper Egypt, named Amosis, or Thothmosis, to abandon the country. This prince's father had, it seems, gained great advantages over them, and shut them up in a place named Abaris or Avaris, that is, the Pass (afterwards called Pelusium), where they had collected all their cattle and plunder. Here they were closely besieged by Thothmosis with an army of 480,000 men; but at last the king, finding himself unable to reduce them by force, proposed a sort of capitulation, which was readily accepted: the Shepherds in consequence withdrew from Egypt with their families, to the number of 240,000 souls. Accordingly, they crossed the desert, and entered Syria; but fearing the Assyrians, who were then very powerful, and held Asia in subjection, they entered the land of Judæa, and built there a city capable of containing so great a multitude, which they called Jerusalem.

করিল প্রজারা তৎকালে রণ কুশল না থাকাতে ঐ বিদ্রোহ কারি গোপজাতীয় যোদ্ধারা অবাধে রাজ্য হরণ করিয়া অত্যন্ত অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল, তাহারা নগর দাহ ও মন্দির ভগ্ন করিয়া প্রজারদিগকে সংহার করিল এবং অনাথা নারী ও শিশু গণকে বন্দি করিয়া লইল। ঐ আক্রমণ কারিরা আরবি দেশ হইতে আগমন করিয়া হিকশস অর্থাৎ গোপরাজ নামে বিখ্যাত হয়, তাহারা ইজিপ্তের মধ্যে সার্দ্ধ দুই শত বৎসরেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া পরে উচ্চতর ইজিপ্তের রাজা আমোশিস অথবা থথমোশিস দ্বারা দূরীকৃত হয়, বোধ হয় আমোশিস রাজার পিতা তাহারদিগকে পরাস্ত করিয়া আবেরিস নামক সঙ্কীর্ণ পথে (অর্থাৎ পরে যাহার নাম পেলুসিয়ম হয় এবং যেস্থানে তাহারা পশ্বাদি ও লুণ্ঠিত দ্রব্য একত্র করিয়া রাখিয়াছিল সেই স্থলে) রুদ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব থথমোশিস সুযোগ পাইয়া ৪৮০০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই স্থলে তাহারদিগের উপর আক্রমণ করিলেন কিন্তু বলদ্বারা দমন করিতে অক্ষম হইয়া তাহারদিগকে কুশলে প্রস্থান করিতে দিতে স্বীকার করিলেন, গোপ জাতিরা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া স্ত্রী পুত্র সমেত সর্ব্ব শুদ্ধ ২৪০০০০ লোক ইজিপ্ত ত্যাগ করিয়া গেল পরে মরুভূমি পার হইয়া সিরিয়া দেশে প্রবেশ করিল কিন্তু আসিরিয়ান জাতি তৎকালে মহাবল পরাক্রম হইয়া এস্যা খণ্ডে আধিপত্য করাতে তাহারা য়িহুদি ভূমির মধ্যে গমন করিয়া য়িরুশালেম নামে বহু সংখ্যক লোক সমন্বিত নগর স্থাপন করিল।

Such is the substance of Manetho's statement, as preserved by Josephus in his tract against Appion; and, with the exception of the concluding part, where he seems to identify the savage invaders of Egypt with the peaceful family of Jacob, its accuracy can scarcely be called in question. It appears, indeed, that these barbarians having established themselves in Egypt, tyrannized over it for several centuries; that the progress of civilization was arrested, and the inhabitants ruined, by exactions and rapine; that the barbarians having elected a chief, the latter took the name of Pharaoh; and that it was under the fourth of these foreign chiefs that Joseph the son of Jacob became the prime minister of Egypt, and afterwards brought thither the family of his father, which thus became the source of the Jewish nation. But in process of time different parts of Upper Egypt freed themselves from the yoke of the strangers; and at the head of this resistance appeared the princes descendants of the Egyptian line of kings whom the barbarians had dethroned. Of these the most distinguished was Amosis, who, having collected sufficient forces, drove them from Memphis, which they had made their capital; attacked them in Lower Egypt, where they were firmly established; and ultimately, by means of the capitulation of Avaris, or Avara, delivered Egypt from their tyranny.

যোসিফস আপিয়নের বিপক্ষে পুস্তক রচনা করত মানে-থোর যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বিবরণ লিখিত আছে, গ্রন্থকার ঐ বিবরণের শেষ ভাগে ভ্রমবশতঃ ইজিপ্ত দেশের আক্রমণকারি অসভ্য গোপ জাতিদিগকে নির্ব্বিরোধি যাকোব বংশ হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তদ্ব্যতীত তাঁহার লিখিত অন্যান্য বৃত্তান্ত সত্য ঘটে। অপর গোপ জাতিরা ইজিপ্ত দেশীয় রাজ্য হরণ করিয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত প্রজা পীড়ন করিয়াছিল এবং নানা প্রকার অত্যাচার ও দ্রব্য লুঠ দ্বারা সভ্যতার প্রবাহ রোধ করত তথাকার লোক সমূহের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল পরে আপনারদের এক জন অধ্যক্ষকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তাহাকে ফারো উপাধি প্রদান করে। ঐ বিদেশীয় চতুর্থ ফারো রাজার অধিকার কালে যাকোবের পুত্র যোসেফ তথাকার প্রধান অমাত্য হইয়া পিতৃ ভ্রাতৃ প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনকে ইজিপ্ত দেশে আনাইয়াছিলেন তাহাতেই তথায় য়িহুদি জাতির সূত্রপাত হয়, এসকল কথা অলীক নহে। অনন্তর কালক্রমে উচ্চতর ইজিপ্তের অনেক প্রদেশ বিদেশীয় ভূপাল দিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল অপর অসভ্য গোপ রাজেরা তদ্দেশীয় যে২ নৃপতিদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল তাহারদের সন্তানেরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হওত স্বদেশ রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে আমোশিস সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন তিনি যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মেম্ফিস রাজধানী হইতে গোপদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেন পরে তাহারা নিম্ন ইজিপ্তে পলায়ন পর হইলে তথায় তাহার দিগের উপর আক্রমণ করেন এবং অবশেষে আবেরিস নামক সঙ্কীর্ণ স্থান হইতে তাহারদিগকে কুশলে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিয়া দুর্দ্দান্ত অসভ্য রাজারদের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করেন।

Various opinions have been entertained as to the origin of the detested race which overthrew Thebes and tyrannized over all Egypt. According to Bruce the Shepherds who invaded Egypt were no other than the inhabitants of Barabara, and carriers to the Cushites, who lived farther to the south. The latter had built many stately temples in Thebes and other cities of Egypt; yet, according to him, they had no other dwelling-places than holes or caves in the rocks. Being a commercial people, they remained at home collecting and preparing their articles, which were dispersed by the Barabers or Shepherds already mentioned. These, from the nature of their employment, lived in moveable habitations, as the Tartars do at this day. By the Hebrews, he tells us, they were called Phut, but Shepherds by every other people; and from the name Barabar the word Barabra is derived. By their employment, which consisted in dispersing the Arabian and African goods all over the continent, they had become a great and powerful people; and, from their opposite dispositions and manners, were frequently enemies of the Egyptians. To Salatis Bruce ascribes the destruction of Thebes in Upper Egypt, so much celebrated by Homer for its grandeur and magnificence. In fact, he reckons three invasions of this people; the first being that of Salatis already mentioned, who overthrew the primary dynasty of Egyptian kings from Menes, and

ঐ অপকৃষ্ট গোপজাতি কোথা হইতে আসিয়া থিবিস নগর জয় পূর্ব্বক ইজিপ্ত দেশের সর্ব্বত্র অত্যাচার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে গ্রন্থকারদিগের মতের ঐক্য নাই। ব্রুস সাহেবের মতে ইজিপ্ত রাজ্যহারক গোপেরদের জন্ম ভূমি বারাব্রা দেশ, এবং তাহারা আরও দক্ষিণাঞ্চলস্থ কুশ দেশীয় লোকদিগের দৌত্য কার্য্য করিত। কুশদেশীয় লোকেরা ইজিপ্তের অন্তঃপাতি থিবিসাদি নগরে অনেকানেক সুশোভিত দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল কিন্তু গ্রন্থকার কহেন তাহারা স্বয়ং গিরি গহ্বর ব্যতীত অন্যত্র বাস করিত না তথাপি বাণিজ্য নিপুণতা প্রযুক্ত পর্ব্বতের গুহা মধ্যেই নানাবিধ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চিত করিয়া উক্ত বারাব্রা দেশীয় গোপদিগের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রেরণ করিত, ঐ গোপেরা পশুপালন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে কুত্রাপি স্থায়ি হইয়া থাকিত না, তাতার জাতিরা যাদৃশ অদ্যাবধি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে তাহারাও তাদৃশ সর্ব্বদা ভ্রমণকারির অবস্থায় কালযাপন করিত। ব্রুস সাহেব কহেন হিব্রিদিগের মধ্যে তাহারা ফত নামে বিখ্যাত ছিল কিন্তু অন্যান্য লোকে তাহারদিগকে গোপ কহিত আর বারাবর অর্থাৎ গোপ নাম হইতে বারাব্রা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। অপর তাহারা আরবি এবং আফিকান সামগ্রী পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্রয়ার্থে লইয়া যাওয়াতে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল, এবং রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত বারম্বার ইজিপ্তীয় লোকদিগের সহিত শত্রুতা করিত। উচ্চতর ইজিপ্তের থিবিস নাম্নী সুশোভিতা মহা নগরী যাহা সুচারুচ্ছন্দো বন্ধে কবিবর হোমরের বর্ণনায় অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে তাহা ব্রুস সাহেবের কথা প্রমাণ সালাতিস রাজার দ্বারা বিনষ্ট হয়, উক্ত গ্রন্থকার কহেন ইজিপ্ত দেশে তিন বার সৈন্যসামন্তের সমারোহ ও যুদ্ধ সজ্জা হইয়াছিল, প্রথমতঃ সালাতিস রাজা তথাকার আদ্য রাজা মিনিসের

destroyed Thebes; the second that of Sabacon or So, a word which, according to him, was not the name of a single prince, but of a people, and signifies *Shepherd;* and the third, when, after the building of Memphis, 240,000 of these people were besieged as above mentioned. But this hypothesis is in the highest degree inconsistent; for how is it possible that the third invasion, antecedent to the building of Jerusalem, could be posterior to the second, if the latter happened only in the days of Hezekiah?

There is less doubt as to the destruction of these barbarians. When forced to evacuate Egypt in virtue of the capitulation entered into with Amosis, they appear to have thrown themselves upon Syria, where several of their tribes fixed themselves, and became the ancestors of the Philistines, who occupied the eastern shores of the Mediterranean, and occasionally extended their power as far as the banks of the Euphrates. It is not a little remarkable that a tradition of the conquest of the Shepherds is still preserved among the tribes of Central India. In one of the sacred books of the Hindus, a record is preserved of two migrations from the East in remote times; one of the Yadavas or Sacred race, and the other of the Pali or Shepherds, who were a powerful tribe, and governed the whole country

বংশীয় লোকদিগকে পরাস্ত করিয়া থিবিস নগর বিনষ্ট করেন, দ্বিতীয়তঃ সাবাকোন অথবা সো অর্থাৎ গোপজাতিরা আক্রমণ করে (গ্রন্থকারের মতে ঐ শব্দ ব্যষ্টিভাবে কোন বিশেষ রাজার প্রতিপাদক না হইয়া সমষ্টিভাবে জাতি বোধক সংজ্ঞা ছিল) তৃতীয়তঃ মেম্ফিস নগর নির্ম্মাণের পর পূর্ব্বতন রাজবংশীয় বীরেরা দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র জন গোপকে বেষ্টন করিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রিবিধ যুদ্ধ বর্ণনায় অনেক অযুক্তির কথা আছে কেননা তৃতীয় যুদ্ধ যদি যিরু-শালেম নগর স্থাপনের পূর্ব্ব এবং দ্বিতীয় সংগ্রাম যদি ঐ নগর নির্ম্মাণের বহুকাল পরে হিজিকিয়া রাজার অধিকার সময়ে হইয়া থাকে তবে তৃতীয় যুদ্ধ কি প্রকারে দ্বিতীয়ের পর হইয়াছিল।

উক্ত অসভ্য গোপেরা পরে যে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহাভাব, আমোশিস রাজার নিয়মানুসারে তাহারা ইজিপ্ত দেশ ত্যাগ করিয়া সিরিয়া দেশে গমন করিয়াছিল সেখানে তাহারদের ক্রমে২ জাতি বসতি করাতে পরে তাহারদের বংশে ফিলিস্তিয়ান জাতি উৎপন্ন হইয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ ভূমি অধিকার করিয়াছিল এবং ইউফ্রেতিস নদী পর্য্যন্ত আপনারদের পরাক্রম বিস্তার করিয়াছিল। এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যেও উক্ত গোপজাতির পরাজয়ের ইতিহাস লোক পরম্পরায় চলিত হইয়াছে, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে দুই প্রাচীন জাতির আগমনের বৃত্তান্ত লিখিত আছে অর্থাৎ যদুবংশ এবং পাল অথবা গোপদিগের কথা বর্ণিত আছে। গোপেরা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া সিন্ধু নদী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত

from the Indus to the mouth of the Ganges.* Håving passed the shores of the Persian Gulf, they took possession of Arabia, then crossed or turned the Red Sea, and occupied the lands on its western shore. But to a legend so wholly unsupported as this is, no weight or value can be attached. Many circumstances, however, conspire to render it probable that this people, whose memory was held in the greatest

* The story of the emigrations spoken of in the text appears to be based on the authority of Colonel Wilford, (*Asiatic Researches, vol.* 3) : but as that distinguished oriental scholar subsequently discovered and ingenuously confessed (*Asiatic Researches, vol.* 8,) that his Pundit had deceived him by producing forged passages and garbled extracts from the Puranas, it is necessary to receive with great caution the facts contained in his celebrated essay on Egypt. The only trace, as far as we know, of a nomadic race resembling the shepherd kings of Egypt, is to be found in the *Mousal parva* of the *Mahabharat*. A race of pastoral robbers, called also *mletchas* or barbarians, is there mentioned as inhabiting a richly cultivated country near the *Panchanada* (*lit.* Punjab); and it is added that they captured the widowed females (escorted by Arjuna) of the Yadavas who had destroyed themselves in a fit of intoxication. But we are not aware of any record regarding the ingress or egress of those shepherds. And as to the *Pal* kings of Magadha, what evidence is there of their being *shepherds*, or of their emigration towards Persia ? Besides, the word *Pal*, used only in composition, means nothing more than *keeper* or *Governor* ; and may denote a king or *Governor of the world* (*Bhupal*) as naturally as a shepherd or herdsman (*Gopal.*) Of the *Abhira* or peasant kings, prophetically mentioned in some of the Puranas, nothing is known for certain.—*Ed. Encyclopædia Bengalensis.*

সমুদয় দেশ অধিকার করিয়াছিল,* পরে পারস্য সমুদ্রের কূলে উত্তীর্ণ হইয়া আরবি রাজ্য গ্রহণানন্তর লাল সমুদ্র পার হইয়া পশ্চিম তীরে বসতি করিয়াছিল। পরন্তু প্রমাণাভাব প্রযুক্ত এ উপাখ্যানে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না তথাপি অনেকানেক কারণ বশতঃ এমত সম্ভাব্য হয় যে ইজিপ্ত দেশের ঘৃণিত গোপেরা তাতার অথবা অন্য দেশের

---

* যদুবংশ এবং গোপদিগের গমনাগমনের যে বিবরণ এস্থলে লিখিত আছে, বোধ হয় কর্ণেল উইলফর্ড সাহেবের বাক্যই তাহার মূল প্রমাণ, কিন্তু ঐ সাহেব পরে বিশেষ অবগত হইয়া সরলচিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার পণ্ডিত প্রতারণা পূর্ব্বক কৃত্রিম শ্লোককে পৌরাণিক বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভ্রান্তি জন্মাইয়াছিল অতএব উক্ত কর্ণেল সাহেব ইজিপ্ত দেশের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সহসা যথার্থ বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। ফলতঃ ইজিপ্তীয় গোপরাজদিগের ন্যায় গৃহশূন্য রাখাল জাতির প্রসঙ্গ মহাভারতান্তর্গত মৌসল পর্ব্ব ব্যতীত অন্যত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, মহাভারতে লিখিত আছে যে গোপজাতীয় এক দল ম্লেচ্ছ দস্যু পঞ্চ নদের অর্থাৎ পঞ্জাবের নিকটস্থ ধানাঢ্য দেশে বাস করিত এবং যদুবংশীয় পুরুষেরা সুরা পানে মত্ত হইয়া পরস্পরের আঘাতে বিনষ্ট হইলে তাহারা তাঁহারদের অনাথা নারীগণকে অর্জ্জুনের হস্তহইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল পরন্তু তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় বা গমন করিয়াছিল আমরা তদ্বিষয়ের কোন লিপি দেখিতে পাই নাই। অপর পাল নামধারি মগধ দেশীয় রাজারা যে গোপজাতি ছিলেন এবং তাঁহারা যে পারস্য ভূমির নিকট গমন করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ কি? বস্তুতঃ পাল শব্দে নিতান্ত রাখালকেই বুঝায় এমত নহে এশব্দের প্রয়োগ কেবল উপপদ

abhorrence in Egypt, by reason of their tyranny, were a Tartar or nomadic horde, and that, when expelled from that country, they settled on the shores of Syria, in the country which from them was called Palesthan or Palestine. The exode of the Israelites must not therefore be confounded with the expulsion of the Shepherds.

Amenoph, the son of Amosis, and the first of that name, having assisted in the expulsion of the Shepherds, with whom he had concluded the capitulation above mentioned, united all Egypt under his dominion, and raised the throne of the Pharaohs, that is to say, of the kings of the Egyptian race. He was the chief or head of the eighteenth dynasty. His entire reign, and that of his three successors, Thothmosis I., Thothmosis II., and Mœris-Thothmosis III. were devoted to the object of re-establishing a regular government, and raising up the nation, which had been crushed by so many years of servitude under a foreign yoke. The barbarians had destroyed every thing; all therefore had to be reconstructed. These great kings spared no pains to raise up Egypt from its state of debasement; order was re-established throughout the whole kingdom; the canals, which

গৃহশূন্য বন্য জাতি ছিল অনন্তর উক্ত দেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া সিরিয়া দেশের প্রান্তে বসতি করে, তাহারদের নিবাস স্থান পরে পালস্থান অর্থাৎ পালেস্তিন নাম প্রাপ্ত হয় অতএব ইজিপ্ত দেশ হইতে গোপদিগের নিরাকরণ এবং য়িহুদিদিগের প্রস্থান এ উভয়কে এক বিষয় জ্ঞান করা যাইতে পারে না।

আমোশিসের পুত্র প্রথম আমিনোফ গোপদিগের নিরাকরণে যত্নশালী হয়েন এবং তাহারদের সহিত পূর্ব্বোক্ত সন্ধি পত্র ধার্য্য করিয়া তাহারদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন পরে সমস্ত ইজিপ্ত দেশ একচ্ছত্র করিয়া ফারোরদের অর্থাৎ ইজিপ্তীয় রাজবংশের রাজলক্ষ্মী দেদীপ্যমানা করেন। তিনি তথাকার অষ্টাদশ রাজ বংশের আদি পুরুষ হইয়া দেশের উপকার সাধনে সদা ব্যাপৃত থাকিতেন, প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় থথমোশিস নামে তাঁহার তিন উত্তরাধিকারিরাও তাঁহার ন্যায় রাজনীতির সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রজারদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি করণে অহরহ উৎসুক হইয়াছিলেন, প্রজারা অনেক কাল পর্য্যন্ত বিদেশীয় দুরাত্মাদের অধীন থাকিয়া নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল একারণ সকল বিষয়ের পুনঃস্থাপন আবশ্যক হওয়াতে উক্ত উদার চরিত্র নৃপতিরা ইজিপ্ত জাতিকে পুনরুজ্জ্বল করণার্থ কোন প্রকার পরিশ্রম সহিষ্ণুতায় কাতর হয়েন নাই, তাঁহারা

---

পূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহার অর্থ রক্ষক অথবা শাসক, যেমন গো পূর্ব্বক প্রয়োগ হইলে গোপাল অর্থাৎ পশু রক্ষক রাখাল বুঝায়, তদ্রূপ ভূ পূর্ব্বক প্রয়োগ হইলে ভূপাল অর্থাৎ পৃথিবীপতি রাজাকে প্রতিপন্ন করে। আভীর রাজবংশ বিষয়ে পুরাণে যে বচন আছে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। ইতি বিদ্যাকল্পদ্রুম সম্পাদকের উক্তি।

had been neglected or distroyed, were repaired or re-formed; whilst agriculture and the arts, encouraged and protected, soon brought back abundance, and at once increased and perpetuated the resources of the government. In a little time the towns were rebuilt; edifices consecrated to religion appeared on all sides; and several of the monuments which are admired on the banks of the Nile belong to this interesting epoch of the restoration of Egypt by the wisdom of its kings. Of this number are the monuments of Semneh and Amada in Nubia, and several of those of Karnak and Medinet-Abou, which are the works of Thothmosis I. or of Thothmosis III. who is also called Mœris. This king, under whom the two obelisks of Alexandria were erected, is the Pharaoh who achieved the greatest undertakings; it is to him that Egypt owes the existence of the great lake of Fayoum. By immense works which he caused to be executed, and by means of canals and sluices, this lake became a reservoir which served to maintain, in the lower country, a perpetual equilibrium between the inundations of the Nile; to supply water when these were insufficient, or to withdraw it when they were excessive. Formerly it bore the name of Lake Mœris; at present it is called Birket-el-Karoun. These kings, and several of their successors, appear to have preserved in all its plenitude the royal power which they had recovered from the Shepherd chiefs;

রাজ্য ব্যাপিয়া সুশাসনের ধারা স্থাপন করিয়া জলের সমস্ত প্রণালী শোধন অথবা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কৃষি কার্য্যাদি সকল শিল্প ক্রিয়ার আদর ও আনুকুল্য করিয়া দেশীয় বিভব এবং রাজকীয় সম্পত্তি ও করবৃদ্ধি করিয়াছিলেন অতএব অল্পকালের মধ্যে বৃহৎ২ নগর নির্ম্মাণ ও ধর্ম্ম মন্দির স্থাপনের উপক্রম হয়, ফলতঃ নীল নদী তটে যেং বিচিত্র স্মরণীয় দ্রব্য অদ্যাপি আছে তাহা ঐ কালের রাজারা স্বদেশীয় রাজ্য লাভানন্তর বুদ্ধি কৌশলে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নুবিয়া দেশীয় সেম্নি এবং আসাদা নগরে যেং স্মরণীয় বস্তু আছে তাহাও ঐ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কার্ণাক ও মৈদিনেৎ আবুর স্মরণীয় বস্তুর মধ্যেও কএকটী প্রথম থথমোশিস অথবা মিরিস উপাধি তৃতীয় থথমোশিসের আদেশে নির্ম্মিত হয়, এই শেষোক্ত রাজাই আলেগজন্দ্রিয়ার দুই ওবেলিঙ্ক স্থাপন করেন এবং তদ্ব্যতীত আরো অনেক মহৎ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ফেয়ুম নগরে যে বৃহৎ হ্রদ আছে তাহাও তাঁহার আদেশে প্রস্তুত হয়, এই হ্রদ সংলগ্ন প্রণালী ও কবাটাদি মহৎ২ কার্য্য থাকাতে লোকেরা স্বেচ্ছাক্রমে জল স্রোতঃ গমনাগমন করাইতে পারিত সুতরাং নিম্ন ভূমির মধ্যে নদী বৃদ্ধির ফলে কোন ব্যতিক্রম হইতে পারিত না কেননা নদীবৃদ্ধি অল্প পরিমাণে হইলে ঐ হ্রদ হইতে জল নির্গত হইয়া ভূমিকে সিক্ত করিত এবং অধিক পরিমাণে হইলে জল প্রবাহ হ্রদে গিয়া পতিত হইত। ঐ হ্রদ পূর্ব্বে মিরিস হ্রদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল সম্প্রতি তাহাকে বির্কেত এল-কারুণ কহে। উক্ত রাজারা গোপদিগের হস্ত হইতে রাজকীয় শক্তি পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারদের উত্তরাধিকারির মধ্যেও কেহ২ ঐরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন কিন্তু তাহারা এমত পরাক্রম শালী হইলেও যুদ্ধাদি বিষয়ে কোন উদ্যম প্রকাশ

but they used it only for the advantage of the country, in correcting and reconstituting society, corrupted by slavery, and in restoring Egypt to the first political rank amongst surrounding nations.

At this period several nations of Asia had already attained a certain degree of civilization, and their power was believed to endanger the tranquillity of Egypt. Mœris and his successors often took arms, and carried the war into Asia and Africa, either to establish the dominion of Egypt, or to ravage and enfeeble those states, and thus to ensure the tranquillity of the Egyptian nation. Amongst these conquerors may be reckoned Amenoph II., the son of Mœris, who rendered tributary Syria and the ancient kingdom of Babylon; Thothmosis IV. who invaded Abyssinia and Sennaar; and, lastly, Amenoph III. who completed the conquest of Abyssinia, and undertook great expeditions into Asia. There still exist monuments of this king. It was he who caused to be built the palace of Sohleb in Upper Nubia, the magnificent palace of Luxor, and all that part south of the grand palace of Karnak at Thebes. The two colossal statues at Kourna are understood to represent this illustrious prince. His son Horus chastised a revolt of the Abyssinians, and continued the works of his father; but two of his children who succeeded him, having neither the firmness nor the courage of their ancestors, lost in a few years the influence

করেন নাই কেবল দেশের উপকারার্থই যত্ন করিতেন, প্রজারা অনেক কাল পর্য্যন্ত দাসত্বের ভার বহন করিয়া অত্যন্ত নিরুদ্যম হইয়াছিল একারণ তাহারদের অবস্থা শোধন এবং সভ্যতা বর্দ্ধনে নিরন্তর উৎসুক থাকিতেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের মধ্যে ইজিপ্ত রাজ্যের মাহাত্ম্য বিস্তার করিতে ও তজ্জাতীয় নাম পুনরুজ্জ্বল করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

তৎকালে এস্যা খণ্ডের কোন২ জাতি জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সভ্যতা উপার্জ্জন করিয়াছিল সুতরাং তাহারদের পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে ইজিপ্ত দেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল একারণ মিরিস এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা দিগ্বিজয় করণার্থ অথবা উক্ত জাতিরদের রাজ্য লুণ্ঠন এবং শক্তি নাশ পূর্ব্বক স্বজাতীয় দিগকে নিরুদ্বেগ করণার্থ বারম্বার রণসজ্জা করিয়া এস্যা অথবা আফ্রিকাতে যুদ্ধযাত্রা করেন এইং দিগ্বিজয়ী নৃপতিদের মধ্যে মিরিসের পুত্র দ্বিতীয় আমিনোফ সিরিয়া এবং প্রাচীন বাবিলনের রাজারদিগকে কর-প্রদ করিয়াছিলেন এবং চতুর্থ থথমোশিস আবিসিনিয়া এবং শিনার দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে তৃতীয় আমিনোফ আবিসিনিয়া দেশ সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া এস্যা খণ্ডে মহতী যুদ্ধযাত্রা করেন, ঐ শেষোক্ত রাজার অনেক স্মরণীয় কার্য্য অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তিনি উচ্চতর নুবিয়াতে সোলেবস্থ রাজ সদন এবং লক্সরস্থ বৃহৎ প্রাসাদ আর থিবিস নগরে কার্ণাকস্থ প্রকাণ্ড রাজ মন্দিরের দক্ষিণাংশ সমুদয় নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, কুর্ণাতে যে দুই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে বোধ হয় তাহা ঐ মহা যশস্বি মহীপালের প্রতিমা। অপর তাঁহার পুত্র হোরস আবিসিনি-য়ানেরা বিদ্রোহ করিলে তাহারদিগকে শাস্তি দিতে উৎসুক হইয়া মহৎ২ কার্য্য সম্পাদনে পিতার ন্যায় উৎসাহী হইয়া-ছিলেন কিন্তু ইহাঁর যে দুই পুত্র পরে রাজ্যাধিকারি হয়

which Egypt had exercised over neighbouring countries. King Menephtha I., however, restored the glory of the country, and carried his victorious arms into Syria, Babylonia, and even the north of Persia.

We come now to the era of his son Rhamses the Great, known also in history by the name of Sesostris. He was the first mighty warrior whose conquests are recorded with any degree of distinctness. Much diversity of opinion prevails as to the date of his reign. Some chronologers, among whom is Sir Isaac Newton, are of opinion that he is the Sesak or Shishak who took and plundered Jerusalem in the reign of Rehoboam the son of Solomon. Others, however, place him still earlier; and Mr. Whitson contends that he was the Pharaoh who refused to part with the Israelites, and was at last drowned in the Red sea. Larcher, who builds his calculation on Herodotus, asserts that Sesostris mounted the throne of Egypt 1356 years before Christ; Hales places his accession to the crown at the commencement of the thirteenth century before Christ, and Sir William Drummond, who contests the assertion of Larcher, fixes the commencement of his reign at a period still more recent, namely, about the beginning of the eleventh century anterior to our era. Mr. Bryant, again, endeavours to prove that no such person ever existed; but that in his history, as well as in that of many ancient heroes, we have an abridgment of that

তাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় সাহস কিম্বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই সুতরাং চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা আর ইজিপ্ত জাতিকে ভয় করিত না, কিয়ৎকালানন্তর প্রথম মেনেপ্তা রাজা সিরিয়া বাবিলন এবং পারস্য দেশের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত নানা দেশ জয় করিয়া স্বজাতির নাম পুনরুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

অনন্তর মেনেপ্তা রাজার পুত্র মহান রামেশিস যিনি পুরাবৃত্ত গ্রন্থে শিসস্ত্রিস নামেও বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, অতীত রাজারদের উপাখ্যান সন্দেহ স্থল হইলেও ইঁহার প্রবল প্রতাপ এবং দেশ দেশান্তর জয় করণের বার্ত্তা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে কিন্তু তিনি কোন্ কালে রাজত্ব ভোগ করেন তদ্বিষয়ে সকলে এক মত নহেন, স্যার আইজেক নিউটন প্রভৃতি কাল নির্ণায়ক কোনং পণ্ডিতেরা কহেন তাঁহার নামান্তর শিসাক এবং তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনানুসারে শলমনের পুত্র রেহোবোম রাজার সময়ে যিরুশালেম জয় ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, অপরে বলেন তিনি তদপেক্ষা আরও পূর্ব্বকালে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং হুইট্‌সন সাহেবের মতে তিনিই যিহুদিদিগকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অবশেষে সৈন্য সামন্ত সমেত লাল সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। লার্চ্চর হিরদতসের কথা প্রমাণ গণনা করত নির্ণয় করিয়াছেন যে তিনি খ্রীষ্টের ১৩৫৬ বর্ষ পর্ব্বে ইজিপ্তীয় সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন কিন্তু হেলিসের মতে তিনি খ্রীষ্টের ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন পরন্তু স্যার উলিএম ড্রমণ্ড সাহেব লার্চ্চরের বচনে দোষারোপ করত শিসস্ত্রিস রাজার রাজত্ব আরও আধুনিক কহিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে ঐ রাজা খ্রীষ্টের একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর ব্রায়ান্ট সাহেব অনেক প্রকার তর্ক করত কহিয়াছেন শিসস্ত্রিস রাজার সমস্ত বৃত্তান্তই অমূ-

of the Cushites or Babylonians, who spread themselves over great part of the then known world, and everywhere brought the people in subjection to them. His reign is the most extraordinary portion of the Egyptian history. The father of Sesostris was told in a dream, by the god Ptha, that his son, who was then newly born, should be lord of the whole earth. Upon the credit of this vision, he got together all the males in the land of Egypt who were born on the same day with Sesostris, appointed nurses and proper persons to take care of them, and had them treated like his own child; being persuaded that they who were the constant companions of his youth would prove the most faithful ministers and soldiers in his riper years. As they grew up they were inured to laborious exercises, and, in particular, were never permitted to taste food till they had performed a journey of upwards of twenty-two of our miles. When the old king imagined they were sufficiently educated and trained in martial exercises, he sent them, by way of trial of their qualities, against the Arabians. In this expedition Sesostris proved successful, and in the end subdued that people, who had never before been conquered. He was then sent to the westward, where he conquered the greater part of Africa, and was only stopped in his career by the Atlantic Ocean. Whilst he was absent on this expedition his father died; and then Sesostris resolved to

লক, ঐ নামধারি রাজা বাস্তবিক কোন কালেই ভূমি মণ্ডলে প্রকাশ পায় নাই অন্যান্য অনেক প্রাচীন শূর বীরদিগের ইতিহাসের ন্যায় তাঁহার উপাখ্যানও কল্পিত এবং তাহাতে রূপক রূপে কুশীয় অর্থাৎ বাবিলন দেশীয় লোক দিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমষ্টিভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে কেননা তাহারা ঐ কল্পিত রাজার ন্যায় ধরাতলের চতুর্দ্দিকে ব্যপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ফলতঃ শিসস্ত্রিস রাজার রাজত্ব বর্ণনা পুরাবৃত্তের মধ্যে মহা অদ্ভুত বিষয় বটে কথিত আছে প্তা নামক দেবতা তাঁহার পিতাকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া কহিয়াছিলেন যে তাঁহার সদ্যোজাত নব কুমার সমস্ত পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিবেন, উক্ত রাজা এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া ইজিপ্ত ভূমিতে যত কুমার শিসস্ত্রিসের সহিত এক দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সকলকে একত্র করিয়া ধাত্রী ও অন্যান্য প্রতিপালক লোক নিযুক্ত করত নিজ সন্তানের ন্যায় পোষণ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার মনে নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে উক্ত শিশুরা শৈশবাবস্থাবধি রাজকুমারের সহিত একত্র পালিত হইলে উত্তর কালে তাহার অতি বিশ্বস্ত পাত্র মিত্র ও সৈন্য সামন্ত হইবে। ঐ বালকদিগের ক্রমশঃ বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইলে সকলেই নিত্য পরিশ্রম পূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে শিক্ষা করিত বিশেষতঃ একাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ না করিয়া কেহই কোন দিবস আহার করিতে পাইত না। অনন্তর বৃদ্ধ রাজা তাহারদিগকে অস্ত্র বিদ্যায় উত্তম রূপে শিক্ষিত এবং অন্যান্য বিষয়ে নিপুণ দেখিয়া তাহারদের শৌর্য্য বীর্য্য পরীক্ষার্থ আরবি জাতিরদের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রেরণ করিলেন, শিসস্ত্রিস তাহারদের সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলেন এবং অবশেষে ঐ দুর্জ্জেয় আরবি লোক যাহারা পূর্ব্বে কখন কোন যুদ্ধে পরাস্ত হয় নাই তাহারদিগকেও পরাজিত করিলেন,

fulfil the prediction of Ptha at his birth, by actually conquering the whole world. With this view he divided the kingdom into thirty-six provinces, and endeavoured to secure the affections of the people by gifts both of money and land. He forgave all those who had been guilty of offences, and discharged the debts of his soldiers. He then constituted his brother Armais or Harmais regent, but forbade him to use the diadem, and commanded him to offer no injury to the queen or her children, and to abstain from the royal concubines. His army consisted of 600,000 infantry, 24,000 cavalry, and 27,000 chariots. Besides these land forces, he had two fleets; one of them according to Diodorus, of four hundred vessels. Of these fleets, one was designed to kame conquests in the west, and the other in the east; and, therefore, the former was built on the Mediterranean, and the latter on the Red Sea. The first of these conquered Cyprus, the coast of Phœnicia, and several of the islands called Cyclades; and the second subdued all the coasts of the Red Sea; but its progress was stopped by shoals and other difficulties which the navigators of those days were unable to pass, so that he

পরে পশ্চিমাঞ্চলে বীরত্ব প্রকাশ করিতে প্রেরিত হইয়া আফ্রিকার অধিকাংশ জয় করিলেন, সেখানে কেবল আৎলান্তিক সমুদ্রের ব্যাঘাতে তাঁহার জয় পদবী সীমা বদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় তখন তিনি সমুদয় ধরণী মণ্ডল জয় করিয়া প্তা দেবের দৈববাণী পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন. এবং সেই অভিপ্রায়ে ইজিপ্ত রাজ্য ষট্‌ত্রিংশৎ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রজারদিগকে বিপুল অর্থ ও স্থাবরাদি বিষয় দান করত আপনার অনুগত করিতে যত্ন করিলেন ও সমস্ত দোষি লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আপনি সেনারদের ঋণ পরিশোধ করিলেন, অনন্তর রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অর্মাইস কিম্বা হর্মাইস নামক সহোদরকে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়া পৃথিবী জয়ার্থ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিনিধিকে কহিলেন আমার অনুপস্থিতে রাজটীকা ধারণ অথবা রাজমহিষী কিম্বা রাজকুমার দিগের প্রতি অত্যাচার কিম্বা আমার অপরিণীতা নারীগণকে গ্রহণ করিও না। তিনি অভিপ্রেত যুদ্ধের নিমিত্ত ৬০০০০০ পদাতিক ২৪০০০ অশ্বারোহি এবং ২৭০০০ রথ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্থল পথগামি সৈন্য ব্যতীত দুই বহরও প্রস্তুত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দাইওদোরসের কথা প্রমাণ ঐ বহরে চারি শত জাহাজ ছিল, প্রথম বহর পশ্চিমাঞ্চল জয় করিবার অভিপ্রায়ে ভূমধ্যস্থ সাগরের উপরে প্রস্তুত হইয়াছিল আর দ্বিতীয় বহর পূর্ব্বাঞ্চল জয় করণার্থ লাল সমুদ্রের উপর সংগৃহীত হয় অতএব প্রথম বহরের দ্বারা ফিনিসিয়া কূলস্থ দেশ এবং সাইপ্রস ও সাইক্লেদিস নামক উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় বহরের দ্বারা লাল সমুদ্রের তটস্থ দেশ সকল পরাজিত করেন কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে সৈকত পুলিনাদি ব্যাঘাত থাকাতে তৎকালীন

seems not to have made many conquests by sea.

With the land forces Sesostris marched against the Ethiopians and Troglodytes, whom he overcame, obliging them to pay him a tribute of gold, ebony, and ivory. He then proceeded as far as the promontory of Dira, which lay near the Straits of Babelmandeb, where he set up a pillar with an inscription in sacred characters or hieroglyphics. He then marched on to the country where cinnamon grows, or at least to a country whence cinnamon at that time was brought, probably some place in India; and here he in like manner set up pillars, which were to be seen many ages afterwards. As to his further conquests, it is agreed by almost all authors of antiquity that he over-ran the greater part of the continent of Asia, and some part of that of Europe. Having crossed the Ganges, he erected pillars on its banks; and thence marching northward, he ascended the plateau of Central Asia, subdued the Assyrians and Medes, directed his course towards the Caspian and the Black Sea, and invaded the Scythians and Thracians. Authors are not agreed that he conquered the nations last mentioned. Some even affirm that he was overthrown with great slaughter on the banks of the Phasis, by Timaus, prince of the Scythians, and obliged to abandon a great part of his booty and military stores; but whether he was successful or the reverse

নাবিকেরা সহজে জাহাজ চালাইতে পারে নাই সুতরাং রাজা সমুদ্র পথে অনেক দেশ জয় করিতে পারেন নাই।

শিসস্ত্রিস রাজা স্থল পথগামি সৈন্য সামন্ত লইয়া ইথিওপিয়ান এবং ত্রগ্লদিতিস জাতিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া তাহার দিগকে পরাস্ত করত স্বর্ণ কাকেন্দু (আবলুশ) গজদন্তাদি কর স্বরূপে প্রদান করিতে বাধিত করিয়াছিলেন পরে বাবেলমাণ্ডেব নামক মোহনার সন্নিহিত দীরা প্রস্থ পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়া তথায় এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি হাইরোগ্লিফিক নামক নিগূঢ় পবিত্র অক্ষরে এক লিপি লেখাইয়াছিলেন, অনন্তর গুড়ত্বচ উৎপাদক অথবা গুড়ত্বচ সমন্বিত দেশে (অর্থাৎ বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন অংশে) গমন করিয়া সেখানেও ঐ রূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন সে স্তম্ভ বহুকাল পর্য্যন্ত তথায় দৃষ্ট হইত। প্রাচীন ইতিহাস বেত্তারা প্রায় সকলেই লিখিয়াছেন যে শিসস্ত্রিস তদনন্তর এস্যাখণ্ডের অধিকাংশে এবং ইউরোপের কএক প্রদেশে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি গঙ্গাপার হইয়া তীরস্থ ভূমিতে স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উত্তরাস্যে গমন করিয়া এস্যার মধ্যস্থলে উপনীত হয়েন পরে আসিরিয়ান এবং মিদ জাতিরদিগকে পরাস্ত করিয়া কাস্পিয়ান এবং ইউক্সিন অর্থাৎ ব্লাক সাগরের অঞ্চলে যাত্রা করত সিদিয়ান এবং থেসিয়ান জাতির দিগের উপরে আক্রমণ করেন কিন্তু এই শেষোক্ত জাতির দিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়ে সকলের মত এক প্রকার নহে, কেহ২ কহেন সিদিয়ান রাজ তিমেয়স ফেসিস নদীতীরে তাঁহার অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিল এবং তাহার লুঠিত দ্রব্য ও অস্ত্র শস্ত্রাদি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সামগ্রীর অধিকাংশ হরণ করিয়াছিল। কিন্তু শিসস্ত্রিস সে স্থলে জয় লাভ করেন অথবা পরাস্ত

in these parts, it is a common opinion that he settled a colony in Colchis. Herodotus, however, does not say whether the colony was designedly planted by Sesostris, or whether part of his army, having refused to accompany him further, settled in that region. From his own knowledge he asserts that the inhabitants of the country were undoubtedly of Egyptian descent. This was, indeed, evident from the personal resemblance they bore to the Egyptians, who were of swarthy complexions, with frizzled hair; but more especially from the conformity of their customs, particularly that of circumcision. The utmost limit of this monarch's conquests, however, was in Thrace or Rumelia; for beyond this country his pillars were nowhere to be seen. These pillars he was accustomed to set up in every region which he conquered, with the following inscription, or one to the same purpose: "*Sesostris, King of Kings and Lord of Lords, subdued this country by the power of his arms.*" Besides these, he left also statues of himself, two of which, according to Herodotus, were to be seen in his time; the one on the road between Ephesus and Phocæa, and the other between Smyrna and Sardis. They were armed after the Ethiopian and Egyptian manner, with a javelin in one hand and a bow in the other; whilst across the breast a line was drawn from one shoulder to the other, with the following inscription: "*This region I obtained by these my*

হয়েন এবিষয় সন্দিগ্ধ হইলেও প্রায় সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে তিনি কল্‌চিশ দেশে একদল স্বদেশীয় লোককে বসতি করাইয়াছিলেন, পরন্তু আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহারদের বাস স্থান স্থাপন করিয়া দেন অথবা তাঁহার শাসনাধীন সৈন্যের-দের মধ্যে কেহ২ যুদ্ধ যাত্রায় বিরত হইয়া তাঁহার অমতে সে স্থলে বসতি করে হিরদতস এবিষয় নিশ্চয় করিয়া কহেন নাই, উক্ত গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক এই মাত্র নির্ণয় করিয়া-ছেন যে তথাকার লোকেরা অবশ্য ইজিপ্ত জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে কেননা তাহারা ইজিপ্তীয় জাতির ন্যায় শ্যাম-বর্ণ এবং কুঞ্চিতকেশ ধারি হওয়াতে এবং তাহারদের মধ্যে সুন্নৎ করণাদি মিসর দেশীয় আচার ব্যবহার চলিত থাকাতে উক্ত প্রকার অনুমান যথার্থ বোধ হয়। যাহা হউক থ্রেস কিম্বা রুমিলিয়া দেশকেই শিসস্ত্রিস রাজার জয় পদবীর সীমা কহিতে হইবে কেননা তদপেক্ষা অধিক দূরে তাঁহার আর কোন স্তম্ভ দৃষ্ট হয় না, তিনি কোন দেশ জয় করিলেই তথায় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি এই প্রকার লিপি লেখাইতেন যথা "মহারাজাধিরাজ সার্ব্বভৌম শিসস্ত্রিস আপন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এই দেশ জয় করিলেন"। তিনি পরাজিত দেশ সকলে আপনার প্রতিমূর্ত্তিও স্থাপন করিতেন, হিরদতস কহেন তিনি ঐ প্রকার দুই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী ইফিশস এবং ফোসিয়ার মধ্যে এবং দ্বিতীয়টী স্মির্ণা ও সার্দিসের মধ্যস্থ রাজ মার্গে স্থাপিত হয়, দুই প্রতিমাই ইথিওপিয় এবং ইজিপ্তীয় রীত্যনুসারে সজ্জিত ছিল অর্থাৎ তাহারদের এক২ হস্তে কার্ম্মুক অন্যান্য হস্তে শঙ্কু ছিল এবং বক্ষঃস্থল হইতে স্কন্ধের উপর পর্য্যন্ত এই লিপি শ্রেণী ছিল যথা "আমি এই দেশ এই স্কন্ধবলে

*shoulders.*" They were mistaken for images of Memnon.

The reasons assigned by this warlike prince for returning into Egypt from Thrace and, thus leaving the conquest of the world unfinished, were the want of provisions for his army, and the difficulty of the passes. Most probably, however, his return was hastened by the intelligence he received from the high priest of Egypt, concerning the rebellious proceedings of his brother, who, encouraged by his long absence, had assumed the diadem, violated the queen, and appropriated the royal concubines. On receiving this news, Sesostris hastened from Thrace, and, nine years after he had set out on his expedition, arrived at Pelusium in Egypt, attended by an innumerable multitude of captives taken from many different nations and loaded with the spoils of Asia. His brother met him at this city, where it is said, though with but little probability, Sesostris accepted from the traitorous regent an invitation to an entertainment. On this occasion he drank freely, as old soldiers are wont to do, whilst the queen and the rest of the royal family joined in the compotation; but during the entertainment Armais caused a quantity of dried reeds to be laid round the apartment where they were to sleep; and as soon as the party, filled with wine and wassail, had retired to rest, he set fire to the reeds. Sesostris, however, perceived the

জয় করিয়াছি” লোকে কখনং ভ্রম বশতঃ ঐ দুই মূর্ত্তিকে মেম্ননের বিগ্রহ জ্ঞান করিত।

ঐ যুদ্ধোৎসাহি রাজা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন সেনারদের খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুল এবং পথের দুর্গমতা প্রযুক্ত থ্রেস দেশ অবধি যুদ্ধ করিয়া আর যাত্রা করিতে পারিলাম না সুতরাং সমস্ত মহী মণ্ডল জয় হইল না কিন্তু বোধ হয় তিনি আর এক কারণে অতি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, ইজিপ্তের প্রধান্ যাজক দূত দ্বারা তাঁহার প্রতিনিধি সহোদরের অত্যাচারের বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে রাজা বহুকাল পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকাতে ঐ প্রতিনিধি সাহস পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া রাজটীকা ধারণ করত রাজমহিষীকে বলাৎকার এবং রাজার অপরিণীতা উপপত্নীকে গ্রহণ করিয়াছে। শিসস্ত্রিস এ সংবাদ শুনিবামাত্র থ্রেস ত্যাগ করিয়া ত্বরায় স্বদেশে প্রস্থান করত এস্যা খণ্ড হইতে রাশিং লুণ্ঠিত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া দেশ দেশান্তরের অসংখ্য বন্দি সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রার নয় বৎসর পরে পেলুসিয়ম নগরে উপস্থিত হয়েন, তাঁহার সহোদর তথায় অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে (কিন্তু তাহা অসম্ভব বোধ হয়) ঐ বিশ্বাসঘাতক প্রতিনিধি তাঁহাকে ভোজনোৎসবে নিমন্ত্রণ করিলে রাজা তাহা স্বীকার করেন পরে রাজমহিষী প্রভৃতি সমুদয় পরিজনের সহিত ঐ উৎসবে উপস্থিত হইয়া সকলেই প্রাচীন যোদ্ধাদের ন্যায় বহুল পরিমাণে সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়েন ইতিমধ্যে তাঁহার সহোদর অর্মাইস তাঁহার শয়নাগারের চতুষ্পার্শ্বে কতিপয় শুষ্ক নল রাখাইয়াছিলেন, রাজা প্রভৃতি সকলে সুরাপানে মত্ত হইয়া স্বং স্থানে শয়ন করিলে তিনি ঐ শুষ্ক নলে অগ্নিসংযোগ করেন, কিন্তু শিসস্ত্রিস শীঘ্র জাগ্রৎ হও-

danger, and finding that his guards, overcharged with liquor, were incapable of assisting him, he rushed through the flames, and was followed by his wife and children. For this wonderful deliverance he made several donations to the gods, particularly to the god of fire; and he then took vengeance on his brother Armaïs, who is said to be the Danaus of the Greeks, and who, being now driven out of Egypt, withdrew into Greece, where, under his new name, he acquired great renown.

This illustrious conqueror, the history of whose achievements is so dashed and brewed with fable and romance, is generally supposed to have been one of the best of princes, as well as bravest of warriors. He employed all the riches taken from the conquered nations, and the tributes he received from them, in the execution of immense works of public utility. He founded new cities, endeavoured to elevate the ground of some, and surrounded others with strong embankments of earth, to protect them from the inundation of the river; he dug new canals, and to him is attributed the first idea of a canal for connecting the Nile with the Red Sea; and he covered Egypt with a great number of magnificent structures, many of which are still in existence. These are the monuments of Ibsambul, Derri, Guircheh-Hanan, and Wady-Essebouah, in Nubia; and in Egypt those of Kournah, of El Medineh near Kournah, a portion of

য়াতে মহা বিপদ উপস্থিত দেখিয়া রক্ষক সেনারা সুরাপানে অচেতন প্রযুক্ত সাহায্য করণে অক্ষম হইলেও স্ত্রী পুত্র সমেত মহাবেগে অগ্নি মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করেন। ঐ রাজা অগ্নি হইতে অদ্ভুত রূপে রক্ষা পাওয়াতে পরে দেব গণের উদ্দেশে বিশেষতঃ অনলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার তুষ্ট্যর্থ বহুবিধ দান ধ্যান করিয়া অবশেষে বিশ্বাসঘাতক সহোদরের দণ্ড করেন। কথিত আছে তাঁহার সহোদর ইজিপ্ত দেশ হইতে নিরাকৃত হইয়া গ্রীক দেশে পলায়ন করিয়াছিল সেখানে সে ব্যক্তি দানেয়স নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মহা যশো-ভাজন হয়।

শিসস্ত্রিস রাজার শৌর্য্য বীর্য্য এবং কর্ম্ম দক্ষতার বৃত্তান্তে অদ্ভুত রস ঘটিত অনেক সত্যাসত্য বর্ণনা আছে বটে কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁহাকে সদাশয় রাজা এবং মহা বিক্রমশালি যুদ্ধবীর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। তিনি পরাজিত জাতিদিগের যে বিপুল ধন লুণ্ঠন ও করগ্রহণ করিয়াছিলেন দেশের মঙ্গলার্থ কার্য্যে সে সমস্ত ব্যয় করেন অর্থাৎ নূতন২ পুরী নির্ম্মাণ করেন এবং নদীর জলপ্লাবন নিবারণার্থ কোন২ নগরের ভূমি উন্নত করেন ও কোন২ জনপদের চতুষ্পার্শ্বে মৃত্তিকাময় উচ্চ আলি স্থাপন করেন। তিনি নূতন২ প্রণালীও খনন করাইয়াছিলেন, কথিত আছে তিনিই প্রথমতঃ নীল নদীকে লাল সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত করিবার কল্পনা করেন। অপর তিনি ইজিপ্ত দেশ ব্যাপিয়া যে বৃহৎ২ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন নুবিয়াস্থ ইবসাম্বল, দেরী, গাইর্ক-হানান, এবং ওয়াদি-এসিবোয়া নামক স্থানেতে আর ইজিপ্তস্থ কুর্ণা এবং তৎসন্নিহিত এল মেদীনা নামক নগরে অদ্যাপি তাহার অধিকাংশ দৃষ্ট হয়,

the palace of Luxor, and the grand hall with columns in the palace of Karnak, which had been commenced by his father. This last monument is the most magnificent structure ever reared by the hand of man. But Sesostris did not confine himself to these more than Herculean labours. Not content with adorning Egypt with sumptuous edifices, and desirous to promote the real welfare of the people, he published a body of new laws, the most important of which was that which gave to all classes of his subjects the right of property in its fullest extent. By this he divested himself of that absolute and unlimited power which his ancestors had preserved after the expulsion of the Shepherds; and immortalized his name, which, in fact, was always venerated as long as there existed in the country a man of Egypt acquainted with ancient hstory. Hence it was under the reign of Rhamses the Great, or Sesostris, that Egypt arrived at the highest pitch of political power and internal splendour.

Amongst the countries which were either subject or tributary to him, this great monarch reckoned Egypt, the whole of Nubia, Abyssinia, Sennaar, several countries of the south of Africa; all the wandering tribes of the deserts east and west of the Nile; Syria, Arabia, in which the most ancient kings had establishments, near the valley of Pharaoh; and also in the places now called Djebbel-el Mokatteb, El Magara, and Sabouth-el-Kadim, where there appear

তিনি তদ্ব্যতীত লক্করের রাজসদন এবং কার্ণেকস্থ রাজসদনের স্তম্ভ বিশিষ্ট দালান সমাপ্ত করেন তাঁহার পিতা যাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ঐ শেষোক্ত অট্টালিকা মনুষ্যকৃত সকল প্রাসাদ অপেক্ষা মহৎ। শিসস্ত্রিস রাজা ইর্কুলিশ নামক মহাবীরের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করত অদ্ভুত শিল্প ক্রিয়া করিয়াও নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, তিনি ইজিপ্ত দেশকে বৃহৎ২ অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়া পরে যথার্থ প্রজা হিতৈষী হইয়া রাজনীতির নূতন ব্যবস্থাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এই যে সকল প্রজারদিগকে ভূম্যধিকারি হইবার শক্তি দেন সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা গোপ দিগকে নিরাকরণ করণাবধি যে সর্ব্বাধিপত্য ও অপরিমিত পরাক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ ব্যবস্থা দ্বারা তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল একারণ শিসস্ত্রিস রাজার নাম চির উজ্জ্বল হইয়াছে সে দেশে যতকাল পুরাবৃত্ত বিদ্যায় নিপুণ ইজিপ্ত জাতীয় লোক একান্ত লোপ পায় নাই ততকাল ঐ রাজার নাম সাধারণের অবিশ্রান্ত পূজ্য ছিল অতএব মহান্ রামেশিস অর্থাৎ শিসস্ত্রিস রাজার অধিকার কালেই ইজিপ্ত জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছিল তখন বিদেশে যেমন তাহায়দের প্রভাব বিস্তৃত হয় তেমনি স্বদেশেও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

যে২ দেশের লোকেরা উক্ত রাজাকে করদান করিত অথবা সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিত ইজিপ্ত এবং সমুদয় নুবিয়া তথা আবিসিনিয়া, সেনার এবং আফ্রিকার দক্ষিণ কএক দেশ তাহার মধ্যে গণ্য ছিল, নীল নদীর পূর্ব্ব পশ্চিম তটস্থ মরুভূমি বাসি বন্যজাতিরাও তাঁহার কিঙ্কর স্বরূপ হইয়াছিল আরবি দেশে যেখানে ফারোরদের উপত্যকা সন্নিহিত অতি প্রাচীন রাজসদন ছিল এবং জেবেল-এল্‌-মোকাতেব, এল মেগারা, সাবুত-এল-কাদিম নামে সম্প্রতি প্রসিদ্ধ যে২

to have existed brass-founderies; the kingdoms of Babylon and Nineveh, now called Mossul; a great part of Anatolia, or Asia Minor; the Isle of Cyprus, and several islands of the Archipelago; and a considerable portion of the country now known by the name of Persia. At this period, when the star of the Pharaohs had reached its zenith, there existed regular and frequent communications between the Egyptian empire and that of India. The intercourse between these countries, indeed, appears to have been carried on with much activity; and the discoveries which are daily made in the tombs of Thebes, of stuffs of Indian fabric, of articles in wood the growth of India, and of hard-cut stones which certainly came from that country, leave no manner of doubt as to the commerce which ancient Egypt carried on with India, at a period when the European tribes and a great portion of the Asiatics were still in a state of barbarism. It is impossible, indeed, to explain the number and magnificence of the ancient monuments of Egypt, except on the supposition that the principal source of the immense wealth expended in producing them consisted in the ancient commercial prosperity of the country. Hence it is well ascertained that Memphis and Thebes were the first centre of that commerce, before Babylon, Tyre, Sidon, Alexandria, Tadmor (Palmyra), and Bagdhad, all cities in the vicinage, as

দেশে পূর্ব্বে পিত্তলময় বস্তু নির্ম্মাণের যন্ত্র ছিল আর এক্ষণে মুসল নামে বিখ্যাত বাবিলন এবং নিনিবি রাজ্য তথা আনে টোলিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর এস্যা, সাইপ্রস ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য কএক উপদ্বীপ এবং পারস্য দেশের অধিকাংশ এসমস্ত দেশ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। ফারোদিগের রাজলক্ষ্মীর প্রভাব কালে ইজিপ্ত এবং ভারতবর্ষের লোকেরা পরস্পরের দেশে পুনঃ২ যাতায়াত করিত, অনুমান হয় তাহারদের ঐ রূপ গমনাগমনে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল কেননা থিবিস নগরস্থ সমাধি মন্দিরে ভারতবর্ষীয় কাষ্ঠ প্রস্তরাদি নির্ম্মিত ভূরি২ দ্রব্য বারম্বার প্রকাশ হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে অতএব নিঃসন্দেহ বোধ হয় যে যৎকালে ইউরোপের তাবৎ জাতিরা এবং ভূরি২ এস্যা খণ্ডস্থ লোকেরা ঘোর অসভ্যতা ও অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ছিল তৎকালে মিসর দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য এবং দ্রব্যাদির বিনিময় করিত। অপর ইজিপ্ত দেশে যে২ অসংখ্য মহামুল্য অট্টালিকাদির চিহ্ন আছে তাহা বিবেচনা করিলে অবশ্য বোধ হইবে যে তথাকার লোকেরা অতি প্রাচীন কালাবধি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি দ্বারা বিপুল ধনাঢ্য হইয়া ঐ সকল মহার্ঘ বস্তু সমন্বিত প্রাসাদ নির্ম্মাণের সঙ্গতি করিয়াছিল অতএব সকলেই এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে তায়ার, সাইদন, আলেগজন্দ্রিয়া, তাদমর (অর্থাৎ পালমিরা) এবং বাগদাদ প্রভৃতি ইজিপ্তের সন্নিহিত

it were, of Egypt, enjoyed that advantage and distinction.

With regard to the internal condition of Egypt at this period, it appears that the arts and the sciences, as well as what may be denominated police, were then carried to a high degree of advancement. The country was divided into thirty-six provinces or governments, administered by functionaries of different grades, according to a complete code of written laws. The population amounted in all to between five and seven millions. Of this a part specially devoted to the study of the sciences, and to promote the advance ment of the arts, was charged, besides the ceremonies of worship, with the administration of justice, the assessment and collection of the imposts invariably fixed according to the nature and extent of each portion of property measured beforehand, and with all the branches of the civil administration. This was the instructed and learned part of the nation, and it was called the *Sacerdotal Caste*. The principal functions of this caste were exercised or directed by members of the royal family. Another portion of the Egyptian nation was specially intrusted with watching over the external defence, and guarding the internal tranquillity of the country. It was in the numerous families endowed and supported at the expence of the state, and which formed the *Military Caste*, that all the conscriptions and levies of soldiers

নগর সমূহ বাণিজ্য ঘটিত সম্পত্তি এবং সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মেম্ফিস এবং থিবিস নগর মহীমণ্ডল মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়াছিল।

ইজিপ্ত দেশে তৎকালে পদার্থ ও শিল্প বিদ্যা এবং রাজনীতি ও শান্তি রক্ষার্থ নিয়মের বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়াছিল, ঐ রাজ্য মধ্যে ষটত্রিংশৎ প্রদেশ ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশে উত্তম মধ্যম নানা শ্রেণীস্থ রাজপুরুষেরা লিখিত ব্যবস্থানুসারে রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তথাকার লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক প্রায় পঞ্চাশৎ অথবা সপ্ততি লক্ষ হইবে তাহার মধ্যে কতক লোক বিদ্যানুশীলন এবংশিল্প ক্রিয়ার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করিত, তাহারদের প্রতি দেবার্চ্চনা ব্যতীত বিচার নিষ্পত্তি এবং স্থাবরাদি বিষয়ের পরিমাণানুযায়ি কর শুল্কাদি রাজস্ব নিরূপণ ও সংগ্রহ করণ প্রভৃতি রাজকীয় সমস্ত কার্য্যেরও ভার অর্পিত হইয়াছিল। ঐ সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন এবং যাজক শ্রেণী বলিয়া মান্য হইতেন রাজবংশীয় পুরুষেরা তাঁহারদের কর্ত্তব্য বিষয় আদেশ করিতেন। ইজিপ্ত জাতির মধ্যে বহুতর লোক বিশিষ্ট আর এক দল ছিল তাহারা সপরিবারে রাজবৃত্তি ভোগ করত রাজ্য রক্ষার্থ জাগরূক থাকিত এবং বিদেশীয় অথবা স্বদেশীয় উপদ্রোহি গণের দমন করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারদিগকে রাজন্য অর্থাৎ যোদ্ধৃবর্গ কহা যাইত আর তাহারদের শ্রেণী হইতে সৈন্য সংগ্রহ

took effect. They regularly maintained the Egyptian army on the footing of a war establishment, at the total strength of about 180,000 men. The third class of the population formed the *Agricultural Caste.* Its members devoted all their labour and attention to the cultivation of the soil, whether as proprietors or as farmers; and the products belonged to them *en propre,* subject only to the deduction of a portion destined for the support of the king, and also for that of the sacerdotal and military castes, which formed the principal, and indeed the most certain, revenues of the state. According to the statements of ancient historians, the annual revenue of the Pharaohs, including the tributes paid by foreign nations, may be estimated at not less than from £27,000,000 to £28,000,000 sterling. The artizans, the workmen of all kinds, and the merchants, composed the fourth class of the nation, or the *Industrious Caste,* which was subjected to a proportional impost, and thus contributed by its labours to defray the expence, as well as to augment the wealth of the state. The productions of this caste raised Egypt to its highest pitch of prosperity. All kinds of industry were in fact practised by the ancient Egyptians; and their commerce with other nations more or less advanced, who formed the political world of that period, had experienced great development.

হইত একারণ ইজিপ্তের মধ্যে কখন সৈন্যের অভাব হয় নাই সর্ব্বদাই প্রায় ১৮০০০০ লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। উক্ত দেশে কৃষিজীবি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত ছিল তাহারা স্বয়ং ভূম্যধিকারি অথবা ইজারদার হইয়া ভূমি কর্ষণ বত্তিতে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিত সুতরাং ভূম্যুৎপন্ন সমস্ত ফল তাহারদের নিজস্ব ছিল কেবল রাজার এবং যাজক ও রাজন্য বর্গের প্রতিপালনার্থ কিয়দংশ রাজস্ব রূপে প্রদান করিতে হইত ফলতঃ রাজকীয় করের মধ্যে তাহাই প্রধান নৃপাংশ ছিল আর তাহা সংগ্রহ করণেও কোন ব্যাঘাত হইত না। প্রাচীন ইতিহাস বেত্তারা কহেন ফারোরাজেরা বাৎসরিক যে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন বিদেশীয় জাতিরদের দত্ত কর সমেত তাহার সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৭০০০০০০০ অথবা ২৮০০০০০০০ টাকা। ঐ দেশের বণিক শিল্পি এবং অন্যান্য কর্ম্মকারি লোকেরা চতুর্থ অর্থাৎ পরিশ্রম জীবি বর্গ বলিয়া গণিত হইত, তাহারদিগকে পণ্য দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে শুল্ক প্রদান করিতে হইত সুতরাং তাহারা নিজ পরিশ্রমে দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া রাজকীয় ব্যয়েরও কিয়দংশ ভার বহন করিত। এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে ইজিপ্ত রাজ্যের অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ফলতঃ তাহারদের মধ্যে সকল প্রকার কারিকর থাকাতে তাহারা তৎকালের প্রভাবশালি সর্ব্বদেশীয় লোকের সহিত উত্তম রূপে বাণিজ্য ও দ্রব্যাদির বিনিময় করিত।

Egypt carried on a regular and extensive commerce in the grain which remained after supplying its own consumption. It derived great profit from its herds, and also from its horses. It supplied the world with its linen fabrics and with its cotton tissues, equalling in perfection and in fineness any thing which India or Europe has yet produced. The metals, of which Egypt contained no mine, but which it derived from the tributary countries, or by advantageous exchanges with independent nations, came out of its workshops manufactured into various forms, and changed either into arms, instruments, utensils, or into articles of luxury and dress, which were eagerly sought after by all the neighbouring nations. It exported annually a considerable quantity of pottery of every kind, as well as innumerable products wrought in glass and in enamel; arts which the Egyptians had carried to the highest pitch of perfection. Lastly, it provided the neighbouring nations with *papyrus* or *paper*, formed from the interior pellicles of a plant which several centuries ago ceased to exist in Egypt. The Egyptians had no monetary system at all similar to ours. For small commerce they had a money of convention; but in considerable transactions payments were made in rings of pure gold of a certain weight and diameter, or in rings of silver of a denomination and weight equally fixed. With them silver was a legal tender as well as gold. In regard to the state of the

ইজিপ্তীয় লোকেরা স্বজাতীয়দের ভরণ পোষণাবশিষ্ট শস্য অন্যান্য দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিত তাহাতে বাণিজ্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহারদের অশ্ব এবং অন্যান্য পশু হইতেও প্রচুর অর্থ উৎপন্ন হইত এবং তাহারা ক্ষৌম ও কার্পাস বস্ত্র বিচিত্র রূপে প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য দেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিত সে সকল বস্ত্র এমত উত্তম এবং সূক্ষ্ম যে ইউরোপ অথবা ভারতবর্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বসন কখন প্রস্তুত হয় নাই। ইজিপ্তের মধ্যে কোন ধাতুর আকর না থাকিলেও তথাকার লোকেরা করপ্রদ রাজারদের দেশ হইতে অথবা পণ্য দ্রব্যাদি বিনিময়ে অন্যত্র হইতে অনেক ধাতু সংগ্রহ করিয়া পরিণামে অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র ও পাত্র এবং মহামূল্য বেশভূষণাদি ঐশ্বর্য্য সূচক বিবিধাকৃতি বস্তু নির্ম্মাণ করিত তাহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা সেসকল দ্রব্য ক্রয় করণার্থ অতিশয় ব্যগ্র হইত সুতরাং ইজিপ্ত দেশীয় লোকেরা প্রতি বৎসর নানা প্রকার ঘট কলশ ভাণ্ড প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অসংখ্য কাচময় বিচিত্র দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশ দেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিত, ঐ সকল শিল্প ক্রিয়াতে তাহারা সম্পূর্ণ পারদর্শি হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহারদের দেশ হইতে কাগজও সর্ব্বত্র আনীত হইত সে কাগজ পাপিরস বৃক্ষের সূক্ষ্ম ত্বকে প্রস্তুত হইত কিন্তু সে বৃক্ষ শতং বৎসরাবধি তথায় আর উৎপন্ন হয় না। সম্প্রতি অর্থ দানাদানের যে প্রকার প্রথা আছে ইজিপ্ত দেশে এরূপ ছিল না, ক্ষুদ্র দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইলে কোন চলিত মুদ্রা ব্যবহৃত হইত কিন্তু অধিক বিষয়ের বাণিজ্য হইলে নির্দ্দিষ্ট গুরুত্বাদি পরিমাণ বিশিষ্ট এক প্রকার শুদ্ধ সুবর্ণময় অথবা রৌপ্যময় চক্রের ব্যবহার হইত, ঐ প্রকার রজত কাঞ্চন চলিত মুদ্রার ন্যায় গৃহীত হইত। প্রাচীন

marine at this early period, we have not sufficient information to enable us to speak with confidence. It appears, however, that Egypt had a navy composed of large galleys, propelled both by oars and sails; and it may be presumed that the mercantile marine had also made considerable advances, although it is not improbable that commerce and navigation on an extended scale were carried on, in quality of brokers or agents, by a small tributary people of Egypt, whose principal cities were Sour, Said, Beirout, and Acre. In short, the internal prosperity of Egypt was founded on the great development of its agriculture and its industry. In the tombs of Thebes and of Sakkara are discovered at every step objects of improved and elaborate workmanship, showing that this people were acquainted with all the comforts of life, and all the enjoyments of luxury. No nation, ancient or modern, has in truth carried further than the old Egyptians the grandeur and richness of their edifices, or taste and *recherche* in furniture, utensils, costume, and decoration.

Such was Egypt at the period of its greatest known splendour. This prosperity dates from the epoch of the last kings of the eighteenth dynasty, to which belonged Rhamses the Great or Sesostris · a sovereign terrible to his enemies, but the benefactor of the nation, which he governed with prudence, and improved by his wise institutions. His successors enjoyed

কালে ইজিপ্ত দেশের জাহাজাদি কিরূপ ছিল সম্প্রতি তদ্বি-ষয়ের নিশ্চয় নির্ণয় হইতে পারে না কিন্তু বোধ হয় তথাকার লোকে বৃহদাকার অর্ণব যান প্রস্তুত করিতে পারিত এবং তাহা দণ্ড এবং পালির যোগে চলিত, অতএব সেখানকার বাণিজ্যকরেরাও নাবিক বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ হইয়া থাকিবেক আর ইজিপ্তরাজ্যাধীন সৌর, সাইদ, বাইরোট, এবং একর নামক নগরস্থ ক্ষুদ্র জাতিরা ক্রয় বিক্রয় কার্য্যের নায়ক এবং প্রতিনিধি হইয়া বিস্তারিতরূপে বাণিজ্য এবং নাবিক বৃত্তি করিত ইহাও অসম্ভব নহে, বস্তুতঃ ইজিপ্ত দেশের বিভব এবং ঐশ্বর্য্য কেবল কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং প্রজারদের পরিশ্রমেই হইয়াছিল। থিবিস এবং সক্কর নগরস্থ কবরের মধ্যে দুরূহ শিল্পক্রিয়ার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি পুনঃ২ প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাতে বোধ হয় প্রাচীন ইজিপ্তীয়েরা সাংসারিক সুখ সম্পত্তি এবং ঐশ্বর্য্য ভোগের সংস্থান করণে অত্যন্ত নিপুণ ছিল, ফলতঃ তাহারা সুশোভিত বৃহৎ অট্টালিকা স্থাপনে নির্ম্মাণ দক্ষতা এবং শরীর ও গৃহের শোভার্থ বেশ ভূষণ আসন পাত্র যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণে চমৎকার ভাব প্রকাশ করিয়াছে, কি প্রাচীন কি নব্য কোন জাতি অদ্যাপি তদপেক্ষা অধিক পারদর্শিতার লক্ষণ দর্শাইতে পারে নাই।

যৎকালে ইজিপ্তদেশ অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী হয় তখন তথাকার রাজনীতি জাত্যাদি বিষয়ে উক্ত প্রকার নিয়ম ছিল, অষ্টাদশ রাজবংশীয় শেষ রাজারদের অধিকার কালে ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্য ছিল, মহান্ রামেশিস অর্থাৎ শিসস্ত্রিসও ঐ রাজবংশে উৎপন্ন হয়েন, তিনি শত্রুবর্গের মহা ভয়স্থান অথচ প্রজারদের হিতকারী হইয়া বিচক্ষণতা পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন এবং সদ্বিবেচনা ও রাজনীতির সুধারা দ্বারা রাজ্যের মহোন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারি মরণান্তে তাঁহার উত্ত-

in peace the fruits of his labours, and preserved the greater part of his conquests, which the fourth of these in order, called *Rhamses-Meiammon,* a warlike and ambitious prince, still further extended, his entire reign being occupied with a series of successful enterprises against the most powerful nations of Asia. This king built the beautiful palace of Medinet-Abou at Thebes, on the walls of which may still be seen sculptured and painted all the campaigns of this Pharaoh in Asia, the battles which he fought on land and on sea, the siege and capture of several cities, and the ceremonies of his triumph on his return from his distant expeditions. This conqueror appears also to have improved the navy of Egypt, which had been neglected by his immediate predecessors.*

Under the Pharaohs who reigned after Rhamses surnamed Meiammon, or Beloved of Ammon, Egypt enjoyed a long tranquillity. During this period of profound repose, although the warlike and conquering spirit with which the country had been animated during the preceding dynasties declined, Egypt must necessarily have improved its internal government, and advanced progressively in art and industry; but its external dominion became contracted from age to age, by reason of the increasing civilization of the countries, which thus scarcely owned its sway, and which, improved by their very connection with Egypt,

রাধিকারিরা অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুশলে তাঁহার পরিশ্রমের ফল ভোগ করত তাঁহার জিত প্রায় সকল দেশ আপনারদের অধীনে রাখিয়াছিল, এবং রামশেস মাইএমন নামক তাঁহার চতুর্থ উত্তরাধিকারী যুদ্ধোৎসাহী এবং যশোভিলাষী হইয়া আরো অনেক দেশ জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ইনি এস্যাখণ্ডস্থ অতি পরাক্রম শালি লোকদিগের সহিত অহরহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতে থিবিস নগরে মেদিনেত আবুস্থ সুচারু রাজসদন নির্ম্মিত হয় যাহার ভিত্তিতে তাঁহার এস্যাখণ্ডস্থ রণ চেষ্টা খোদিত এবং বিচিত্র বর্ণে বর্ণিত আছে, সুতরাং তিনি জলে ও স্থলে যে২ সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যে২ প্রকার আক্রমণে অনেক২ নগর গ্রহণ করিয়াছিলেন আর দূর দেশস্থ সমরান্তে যে রূপ সমারোহ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জয় যাত্রা করিয়াছিলেন সে সকলের চিত্র পট অদ্যাপি ঐ অট্টালিকার ভিত্তিতে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় ঐ জয়বীর ইজিপ্ত দেশের নাবিক বৃত্তিরও উন্নতি করিয়াছিলেন তাঁহার অব্যহিত পূর্ব্ববর্ত্তি রাজারদের অযত্নে যাহার উচ্ছেদের উপক্রম হইয়াছিল।

মাইএমন অর্থাৎ আমন দেবপ্রিয় উপাধিধারি রামশেস রাজার উত্তরাধিকারি ফারোরদের সময়ে ইজিপ্ত দেশ বহুকাল ব্যাপিয়া নির্বিরোধ অবস্থায় থাকে এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধশান্তি হওয়াতে প্রজারা পূর্ব্বগত রাজারদের কালে যে প্রকার যুদ্ধোদ্যম এবং জয়োৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল তাহার শমতা হয় ইহাতে যদিও দেশের রাজনীতি এবং কুশলের অন্যথা না হইয়া বরং প্রজারদের শিল্পবিদ্যা এবং কর্ম্ম তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল তথাপি তাহারদের দেশ দেশান্তরে যে রাজত্ব ছিল তাহা কালক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল কেননা সেসকল দেশে সভ্যতা ও সম্পত্তির

could not be kept in subjection except by means of a military establishmeut out of all proportion to the resources and population of that country. A new political world had in fact been formed around Egypt. The tribes of Persia, incorporated into one nation, already menaced the great united kingdoms of Nineveh and Babylon ; whilst, on the other hand, the latter, aiming at depriving Egypt of important branches of commerce, disputed with that country the possession of Syria, and employed the Arab nations and tribes to harass its frontiers. In this conflict, the Phœnicians, naturally the commercial agents of these powerful rivals, sided sometimes with the one party and sometimes with the other, according to the interest of the moment; but the struggle was long and obstinate, the commercial existence of one or other of these powerful empires being at stake.

The military expeditions of Pharaoh Chechonk I. and those of his son Osorchon I. who overran Western Asia, maintained during some time the supremacy of Egypt; and it might long have enjoyed the fruits of these victories, if an invasion of Ethiopians or Abyssinians had not turned its whole attention to the south. But all its efforts were unavailing. Sabacon, king of the Ethiopians, having seized upon Nubia, passed the last Cataract with an army augmented by all the barbarous races of Africa, and poured this savage horde like a torrent down the

উন্নতি হওয়াতে তথাকার লোকেরা ইজিপ্তরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইল, তাহারা ইজিপ্তীয়দের সহিত সংস্রব করিয়াই বীর্য্যবন্ত হওয়াতে তাহারদিগকে বলদ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যাদৃশ বহুসংখ্যক যোদ্ধার প্রয়োজন ছিল ইজিপ্ত রাজ্যে তাদৃশ ভূরি২ সেনা সংগ্রহ করিবার অথবা বেতন দিয়া নিযুক্ত রাখিবার সঙ্গতি ছিল না। তৎকালে ঐ দেশের চতুষ্পার্শ্বে নূতন২ রাজ্য স্থাপন হইয়াছিল, পারস্য দেশীয় ভিন্ন২ লোকেরা এক দল হইয়া নিনিবি এবং বাবিলনের সংযুক্ত মহৎ রাজ্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল আর বাবিলনস্থ লোকেরা ইজিপ্তীয়দের বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাঘাত করিবার মানসে তাহারদিগকে সিরিয়া দেশ হইতে নিরাকরণ করিতে যত্নশালি হইয়া আরবি জাতিরদিগকে উক্ত দেশের প্রান্তভাগে উৎপাত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিল। অনন্তর ইজিপ্ত ও বাবিলন এই দুই পরাক্রমশালি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উভয়ের বাণিজ্য কার্য্যের নায়ক ফিনিসিয়ানেরা আপনাদের উপস্থিত হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কখন২ প্রথমোক্ত দেশস্থ লোকের কখনবা শেষোক্ত দেশীয় জনগণের আনুকূল্য করিতে লাগিল। উভয় দলস্থ লোকেরাই স্বং পরাজয়ে বাণিজ্যের হানি আশঙ্কা করিয়া অতিশয় শৌর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল সুতরাং সে যুদ্ধ অনেক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ি হইয়াছিল।

অপর প্রথম কেকক্ষ রাজা নানা স্থলে যুদ্ধ যাত্রা করাতে এবং তৎ পুত্র প্রথম অসর্কন এস্যা খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল উচ্ছিন্ন করাতে ইজিপ্ত রাজ্যের প্রভাব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান রহিল, তথাকার লোকেরা ইথিওপিয়ান অথবা আবিসিনিয়ানেরদের আক্রমণ হেতুক দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধে ব্যাপৃত না হইলে বহু কাল ব্যাপিয়া এস্যা খণ্ডে জয়লাভের ফল ভোগ করিতে পারিত কিন্তু তাহারা সেরূপে প্রবৃত্ত হইয়া বহুতর যত্ন করি-

valley of the Nile. After an unavailing struggle in which its native prince, Pharaoh Bok-hor, perished, Egypt yielded to the conqueror. Sabacon began his reign with an act of great cruelty, causing the conquered prince to be burnt alive; nevertheless, when he saw himself firmly established on the throne of Egypt, he is said to have become a new man, and in fact he is highly extolled for his mercy, clemency, and wisdom. Sabacon is probably the So mentioned in Scripture, who entered into a league with Hoshea king of Israel against Shalmaneser king of Assyria.

Of Sabacon's immediate successor little or nothing is known. After him reigned Sethon, who was both king and priest of Ptha. He gave himself up to religious contemplation; and not only neglected the military class, but deprived them of their lands. They were so much incensed at this, that they entered into an agreement not to bear arms under him; and in this state of affairs Sennacherib king of Assyria arrived before Pelusium with a mighty army. Sethon now applied to his soldiers, but in vain; they

লেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই কেননা ইথিওপিয়ারাজ সাবাকন সুবিয়া দেশ অধিকার করিয়া আফ্রিকাস্থ ভূরি অসভ্য জাতির সংযোগে অসংখ্য সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অন্তিম নদীপাতের স্থল উত্তীর্ণ হইয়া স্রোতোবৎ বেগে উক্ত অসুরাকৃতি বন্য লোক সমূহের সমভিব্যাহারে নীল নদী তীরস্থ উপত্যকায় উৎপতিত হইলেন। ইজিপ্ত দেশীয় রাজা ফারো বোখর মহাপ্রতাপে যুদ্ধ করিলেও অবশেষে পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য বিজয়ি ভূপালের হস্তগত হইল। সাবাকন রাজা ইজিপ্ত রাজ্য লাভ করিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করত তথাকার পরাভূত রাজাকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করেন কিন্তু পরে আপনাকে রাজ্যের মধ্যে বদ্ধ মূল দেখিয়া চরিত্র শোধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি সৎ কৌশল দয়া এবং লোক বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া প্রজা পালন করিতেন ইহাতে ইতিহাস বেত্তারা তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাকেই সোনামে বিখ্যাত করত কহিয়াছেন যে তিনি আসিরিয়ারাজ শাল্মানেশরের প্রতিকূলে ইস্রাএল রাজ হোশিয়ার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

সাবাকনের অব্যবহিত পরে যিনি রাজত্ব করেন তাঁহার বিষয়ে প্রায় কিছুই লিখিত নাই, তদনন্তর সিথন নামা এক নৃপতি রাজত্ব প্রাপ্ত হন তিনি একে কালে রাজা এবং প্থা দেবের পুরোহিত হইয়াছিলেন সুতরাং তপস্যা ধর্ম্ম চিন্তাদিতে নিযুক্ত হইয়া যোদ্ধৃ বর্গের উপেক্ষা করত তাহারদের ভূমি হরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা কুপিত হইয়া পরস্পর একচিত্তে এই প্রতিজ্ঞা করে যে তাঁহার শাসনে আর অস্ত্র ধারণ করিবে না। ইজিপ্ত রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আসিরিয়া রাজ সেনেকেরিব্ অনেক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে পেলুসিয়ম নগর সন্নিধানে যুদ্ধ করিবার মানসে উপ-

unanimously persisted in refusing to march under his banner. Being therefore destitute of all human aid, he had recourse to Ptha, who according to the legend, promised, that if Sethon would but go out against the Assyrians, he should obtain a complete victory. Encouraged by this assurance, the king assembled a body of artificers, shopkeepers, and labourers, and with this undisciplined rabble marched towards Pelusium. He had no occasion, however, to fight; for the very night after his arrival at Pelusium, an innumerable multitude of field rats having entered the enemies' camp, gnawed to pieces the quivers, bow-strings, and shield straps; so that, next morning, when Sethon found the enemy disarmed, and on that account beginning to fly, he pursued them with terrible slaughter. In memory of this extraordinary event, a statue of Sethon was erected in the temple of Ptha, holding in one hand a rat, whilst the words, "Whosoever beholdeth me, let him be pious," appeared to be issuing from the mouth.

Soon after the death of Sethon, the form of government was totally changed, and the kingdom divided into twelve parts, over which as many of the chief nobility presided. But this division subsisted only for a short time; for Psammeticus I. one of the twelve, dethroned all the rest, fifteen years after the

স্থিত হইলেন, সিথন ইহা দেখিয়া যোদ্ধৃবর্গের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা একমত হইয়া তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করত তদধীনস্থ রণ পতাকার তলে যুদ্ধ যাত্রা করিতে অস্বীকার করিল অতএব ইজিপ্তরাজ সৈন্য সামন্তের সাহায্য না পাইয়া প্থা দেবের নিকট শরণ প্রার্থনা করিলেন, কথিত আছে প্থা দেব তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া কহিয়াছিলেন যে তিনি আসিরিয়ান দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেই জয়ী হইবেন। সিথন ঐ দেববাণী শ্রবণে সাহসিক হইয়া কতকগুলিন শিল্পকর বণিক এবং কর্ম্মকর লোককে একত্র দলবদ্ধ করিয়া ঐ অনভিজ্ঞ জনতা সমভিব্যাহারে পেলুসিয়ম নগরে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, এবং যুদ্ধ না করিয়াও দৈবাৎ কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি পেলুসিয়মে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরে অসংখ্য মূষিক রাত্রিযোগে রণ ক্ষেত্র হইতে নির্গত হইয়া শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করত তাহারদের ইষুধি ধনুর্জ্যা এবং ঢাল চর্ম্ম দন্তাঘাতে ছিন্ন করিয়াছিল অতএব প্রভাত কালে সিথন শত্রুরদিগকে অস্ত্রহীন প্রযুক্ত পলায়ন পর দেখিয়া তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হওত ভয়ানক রক্তারক্তি করিয়া অনেক লোককে হত করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার স্মরণার্থ প্থা দেবের মন্দিরে সিথন রাজার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহার হস্তে এক মূষিকের প্রতিমা ছিল এবং মুখ হইতে যেন এই শব্দ নির্গত হইতেছিল যথা "যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে সে ধর্ম্ম পরায়ণ হউক"।

সিথন রাজার মরণানন্তর ইজিপ্তদেশে রাজ শাসনের ধারা অন্য প্রকার হইল, ঐ রাজ্য দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত হওয়াতে এক রাজার পরিবর্ত্তে দ্বাদশ জন রাজা হইলেন ও প্রত্যেক খণ্ডে একং প্রধান কুলীন আধিপত্য করিতে লাগিলেন কিন্তু এপ্রকার রাজ্য বিভাগ অনেককাল থাকে নাই, পঞ্চদশ বৎসর পরে ঐ দ্বাদশ দেশাধিপতির মধ্যে, সামেতিকস নামে এক

division was made. The history of Egypt now begins to be divested of fable; and from this time it may be accounted as certain as that of any other ancient nation. The vast conquests of Sesostris were now merely matters of tradition, and Psammeticus possessed only Egypt itself. Indeed, none of the successors of Sesostris, not even that monarch himself, had made use of any means to keep in subjection the countries which he had once conquered. Perhaps, his original design was rather to pillage than to conquer; and hence his vast empire speedily fell to pieces. Psammeticus, however, endeavoured to extend his dominions by making war on his neighbours; but by putting more confidence in foreign auxiliaries than in his native subjects of the military caste, the latter were so much offended that upwards of 100,000 fighting men emigrated in a body, passed the Cataracts, and took up their residence in Ethiopia, where they established an independent state. To repair this loss, Psammeticus earnestly applied himself to the advancement of commerce, and opened his ports to all strangers, whom he greatly caressed, contrary to the maxims of his predecessors, who had refused to admit them into the country. He also laid siege to the city of Azotus in Syria, which held out for twenty-nine years against the whole strength of his kingdom; a sufficient proof that as a warrior,

ব্যক্তি অন্য একাদশ জনকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সার্ব্বভৌম হইলেন। ঐ সময় হইতে ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্তে অলীক গল্পের অবসান দেখা যাইতেছে অতএব তদবধি অন্যান্য প্রাচীন রাজ্যের ইতিহাস অপেক্ষা তথাকার পুরাবৃত্ত অধিক সন্দেহ স্থল হইতে পারে না, তৎকালে শিসস্ত্রিশ রাজার দিগ্বি-জয়ের বাস্তবিক কোন চিহ্ন ছিল না তদ্বৃত্তান্ত কেবল লোক পরম্পরায় শ্রুত হইত, সামেতিকস ইজিপ্ত ব্যতীত কুত্রাপি আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই ফলতঃ শিস-স্ত্রিসের উত্তরাধিকারি রাজারদের মধ্যে কেহ তাঁহার জিতদেশ আপনার অধীনে রাখিতে যত্ন করেন নাই এবং শিসস্ত্রিস নিজেও পরাজিত জাতিরদিগকে চির বশীভূত রাখিবার কোন উপায় করেন নাই। বোধ হয় তিনি আদৌ রাজ্যবৃদ্ধির কল্পনা করেন নাই কেবল লুঠ করিতে মানস করেন একারণ তিনি অনেক দেশ দেশান্তর জয় করিলেও পরাজিত জাতিরা অবি-লম্বে তাঁহার প্রভুত্ব অমান্য করিতে লাগিল। সামেতিকস রাজা নিকটবর্ত্তি দেশে যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে রাজ্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু স্বদেশীয় রাজন্য বর্গের অপেক্ষা বিদেশীয় মিত্র গণের প্রতি অধিক বিশ্বাস করাতে যুদ্ধ ব্যব-সায়ি প্রজারদের মধ্যে এক লক্ষের অধিক রণোৎসাহি লোক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এক চিত্তে দেশ ত্যাগ করিয়া গেল এবং নদী পাতের স্থল উত্তীর্ণ হইয়া ইথিওপিয়া দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। সামেতিকস রাজা এতাদৃশ অসংখ্য প্রজা বিরহে রাজ্যের অমঙ্গল ভাবিয়া তৎপ্রতীকারার্থ বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিয়া বিদেশীয় লোককে রাজ্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসতি করিতে অনুমতি দিলেন, পূর্ব্বকালীন রাজারা বিদেশীয় লোককে দেশের মধ্যে স্থান দিতেন না কিন্তু সামে-তিকস তদ্বিপরীতে তাহারদের মহা সমাদর করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজ্যের সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া সিরিয়া দে-

Psammeticus was by no means very formidable to his enemies. He is said to have been the first king of Egypt who drank wine. He also sent to explore the sources of the Nile, and attempted to discover the most ancient nation in the world by an experiment which has been often recorded. Having procured two newly-born children, he caused them to be brought up without hearing the sound of a human voice; imagining that these children would naturally speak the original language of mankind. When, therefore, at two years of age, they pronounced the Phrygian word for bread, or some sound resembling it, he concluded that the Phrygians were the most ancient people in the world. This Pharaoh was but an indifferent logician.

Nechus, the son and successor of Psammeticus, and the Pharaoh-Necho of Scripture, was a prince of an enterprising and warlike genius. In the beginning of his reign he attempted to cut through the Isthmus of Suez, between the Red Sea and the Mediterranean; but owing to obstacles which nature had thrown in the way of such an undertaking, he was obliged to abandon the enterprise, after having lost 120,000 men in the attempt. After this he sent a fleet, manned with Phœnician mariners, on a voyage to explore the coast of Africa. Accordingly, having left the Red Sea, it sailed round the continent of Africa, doubling the Cape of Good Hope, and after

শের অন্তঃপাতি আজোতস নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু তথাকার লোকেরা ঊনত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে বিলক্ষণ বাধা দিয়াছিল তাহাতে বোধ হয় তিনি কোন প্রকারে অরিন্দম অথবা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শূরবীরের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। কথিত আছে ইজিপ্ত রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথমতঃ সুরাপানের প্রথা চলিত করেন, এবং নীল নদীর দ্বার নির্ণয় করণার্থ লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ অদ্ভুত কৌশলদ্বারা মনুষ্য বর্গের মধ্যে আদ্য জাতি নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দুইটী সদ্যোজাত শিশু আনাইয়া কোন প্রকার মানুষের রব শুনিতে না পায় এমত নিভৃত স্থানে রাখাইয়া পালন করত অনুমান করিয়াছিলেন তাহারা স্বভাবতঃ আদ্য জাতীয় ভাষায় কথা কহিবেক, দুই বৎসর পরে ফ্রিজিয়ান ভাষায় অন্ন বাচক পদ অথবা তত্তুল্য অন্য কোন শব্দ তাহারদের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল রাজা তাহাতেই অনুমান করিয়াছিলেন যে ফ্রিজিয়ানেরা মহীমণ্ডল মধ্যে সর্ব্বাদ্য জাতি, কিন্তু তিনি ন্যায় শাস্ত্র বিশারদ অথবা অনুমিতি খণ্ডে পারদর্শী ছিলেন না।

সামেতিকসের মরণান্তে তাহার পুত্র নিকস রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, ধর্ম্মশাস্ত্রে ফারো নিকো নামে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে, তাহার বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষমতা যুদ্ধ কৌশল ও শৌর্য্য ছিল, তিনি রাজ্যারম্ভকালে সুএজ নামক ভূমধ্যস্থ ও লাল সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রণালী খনন করিয়া ঐ দুই সাগরকে পরস্পর সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে স্বাভাবিক অনেক বাধা থাকাতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল ঐ কার্য্যে তাহার ১২০০০০ লোক নষ্ট হয়। অপর তিনি কতিপয় জাহাজ প্রস্তুত করিয়া ফিনিসিয়ান নাবিক নিযুক্ত করত আফ্রিকার কূল নিরূপণ করণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐ নাবিকেরা জাহাজ যোগে লাল সমুদ্র পার হইয়া কেপ অব গুডহোপ নামক অন্তরীপ দিয়া আফ্রিকা

three years returned to Egypt by the Mediterranean, having of course passed the Straits of Gibraltar. The most remarkable wars in which this king was engaged are recorded in the sacred writings. He marched against the king of Assyria; and being opposed by the king of Judæa, he defeated and killed his opponent at Megiddo: after which he set up King Jehoiakim, and imposed on him an annual tribute of a hundred talents of silver and one talent of gold. He then proceeded against the king of Assyria, and having weakened him so much that the empire was soon afterwards dissolved, he became master of Syria and Phœnicia. But the end of his reign was unfortunate; for Nebuchadnezzar, king of Babylon, having come against him with a mighty army, the Egyptian monarch boldly ventured a battle, but was overthrown with great slaughter, and Nebuchadnezzar became master of all the country as far as the gates of Pelusium. His son Psammeticus II., called also Psammis, endeavoured to recover the provinces which had been detached from Egypt, but without success.

But his successor Apries, the Pharaoh-Hophra of Scripture, in Egyptian *Ouaphre*, was in some respects more fortunate. He is represented as a martial prince, and in the beginning of his reign as very successful. He took by storm the rich city of Sidon; and having overcome the Cypriots and

মহাদ্বীপ বেষ্টন করিয়া জিব্রালটর নামক মোহানা ও ভূমধ্যস্থ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া তিন বৎসর পরে পুনশ্চ ইজিপ্ত দেশে উপনীত হইয়াছিল। নিকস রাজা যেং প্রধান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার বর্ণনা আছে, তিনি আসিরিয়া রাজ্যের প্রতিকূলে রণযাত্রা করেন তাহাতে য়িহুদিয়ারাজ পথিমধ্যে তাহার প্রাতিকূল্য করাতে তিনি মেগিদো দেশে তাহাকে পরাস্ত ও হত করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র জিহোয়েকিমকে তথাকার রাজা করিয়া এক তালন্ত রজত এবং এক তালন্ত স্বর্ণ মুদ্রা রাজস্ব দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, পরে আসিরিয়া রাজের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহার বল নষ্ট করত সিরিয়া এবং ফিনিসিয়া দেশ অধিকার করেন তাহাতে আসিরিয়া রাজ্য ভগ্ন প্রভাব হইয়া পরে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু নিকো রাজার চরম কালে মহা দুর্গতি হইয়াছিল কেননা বাবিলন রাজ নেবুকাডনেসর ভূরিং সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাহার সহিত রণ করিতে উদ্যত হইলে তিনিও খরতর উদ্যমে যুদ্ধ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন পরন্তু সংগ্রামের গতিতে অনেক লোক হারাইয়া স্বয়ং পরাস্ত হয়েন সুতরাং বাবিলনরাজ পেলুসিয়ম নগরের পুরদ্বার পর্য্যন্ত সকল দেশ অধিকার করেন। অনন্তর নিকো রাজার পুত্রদ্বিতীয় সামেতিকস যাঁহার নামান্তর সামিশ তিনি ঐ সকল হত দেশ পুনশ্চ ইজিপ্ত সাম্রাজ্যাধীন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারি আপ্রিশ অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহাকে ফারো হোফ্রা এবং ইজিপ্তীয় ভাষাতে উএফ্রি কহে তিনি অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার যথেষ্ট রণোদ্যম ছিল এবং রাজ্যারম্ভ কালে উত্তম রূপে কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন, তিনি সিদন নামক ধনাঢ্য জনপদ খরতর বেগে আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন

Phœnicians in a sea-fight, returned to Egypt laden with spoil. It was probably this success which induced Zedekiah, king of Judæa, to enter into an alliance with Ouaphre against Nebuchadnezzar, king of Babylon; an alliance the unfortunate result of which was foretold by the prophet Jeremiah; for when Nebuchadnezzar sat down with his army before Jerusalem, Apries marched from Egypt to relieve the city, but no sooner did he perceive the Babylonians approaching him, than he retreated as fast as he could, leaving the Jews exposed to the mercy of their enemies. By this cowardly or treacherous conduct, Apries justly brought upon himself the vengeance denounced by the prophet. The Cyreneans, a colony of Greeks, being strengthened by a body of their countrymen under their third king Battus, and encouraged by the Pythian oracle, began to expel their Libyan neighbours, and divide among themselves the possessions of those whom they had driven out. In these circumstances Andica, king of Libya, sent an embassy to Apries to implore his protection against the Cyreneans. Apries complied with this request, and sent a powerful army to his relief. But the Egyptians were defeated with great slaughter; and those who returned complained that the army had been sent out in order to be destroyed, and that the king might tyrannize without control over the remainder of his subjects. This notion

এবং সাইপ্রস ও ফিনিসিয়া দেশের লোকদিগকে সমুদ্র যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাশিং দ্রব্য লুণ্ঠন পূর্ব্বক নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। যিহুদিয়ারাজ জেদিকায়া বোধ হয় ঐ জয় সংবাদ শ্রবণে উৎসাহান্বিত হইয়া বাবিলন রাজ নেবুকাডনেসরের প্রতিকূলে উএফ্রিরাজার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, কিন্তু যিরিমিয়া আচার্য্য পূর্ব্বেই তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে ঐ মিত্রতায় অশুভ ঘটনা হইবে, ফলেও সেই রূপ হইল, কেননা নেবুকাডনেসর সৈন্য সামন্ত সমেত যিরুশালেম নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আপ্রিশ রাজা তত্রস্থ লোকদিগের সাহায্য করিবার মানসে ইজিপ্ত দেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন কিন্তু বাবিলোনিয়ান সেনাগণকে আপনার বিরুদ্ধে অগ্রসর দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত যিহুদিরদিগকে শত্রু হস্তে ত্যাগ করিয়া ত্বরায় স্বদেশে পলায়ন করেন। ঐ বিশ্বাস ঘাতকতা অথবা ভীরুতা দোষের নিমিত্ত আপ্রিশকে আচার্য্যোক্ত সমস্ত অমঙ্গল যথার্থ দণ্ড স্বরূপে ভোগ করিতে হইয়াছিল, সাইরিনি দেশে কতিপয় গ্রীক লোকে বসতি করিত তাহারা পিথিয়ান দৈববাণী শ্রবণে উৎসাহান্বিত হইয়া এক দল স্বজাতীয় সেনার সাহায্যে আপনারদের তৃতীয় রাজা বাটসের অধ্যক্ষতায় লিবিয়ান নামক নিকটস্থ জাতির দিগকে নিরাকরণ করিয়া তাহারদের ভূম্যাদি অধিকার করিতে লাগিল, তাহাতে লিবিয়ান রাজ আন্দিকা আপনাকে ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া শত্রু দমন মানসে ইজিপ্ত রাজ আপ্রিশের নিকট দূত পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন আপ্রিশও তাহার নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া আনুকূল্য করণার্থ এক দল মহা পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন কিন্তু ইজিপ্তীয় সেনারা পরাস্ত হইয়া অনেকেই যুদ্ধে হত হইল আর যাহারা জীবন লইয়া প্রত্যাগমন করিল তাহারাও আপ্রিশের প্রতি দোষারোপ করত কহিতে লাগিল রাজা সেনাগণকে

having caught the attention of the multitude, an almost universal defection ensued. Apries sent Amasis, a friend in whom he thought he could confide, to endeavour to bring back the people to a sense of duty. But he was betrayed by Amasis, who taking the opportunity of the ferment, caused himself to be proclaimed king. Both parties now prepared for war. The usurper had under his command the whole body of native Egyptians, and Apries such Ionians, Carians, and other mercenaries as he could engage in his service. The army of Apries amounted only to 30,000; but though greatly inferior in number to the troops of his rival, yet as he well knew that the Greeks were much superior in valour, he did not doubt of victory. The two armies met, and drew up in order of battle near Memphis, where a bloody engagement ensued, in which, though the army of Apries behaved with the greatest resolution, they were at last overpowered by numbers, and utterly defeated, the king himself being taken prisoner. Amasis now took possession of the throne without opposition, and confined Apries in one of his palaces, but treated him with great care and respect. The people, however, were implacable and Amasis therefore found himself obliged to deliver the prisoner into their hands. Apries was accordingly given up to those "who sought his life," and who no sooner had him in their power than they

নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট প্রজাব্যূহের উপর অবাধে দৌরাত্ম করিবার অভিপ্রায়ে আমারদিগকে সাক্ষাৎ মৃত্যু স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেনাগণের এই অভিযোগ শুনিয়া প্রায় সকল লোকেই নৃপতিকে ত্যাগ করিল, ইহাতে আপ্রিশ মহা বিপদ উপস্থিত দেখিয়া প্রজাগণকে সান্ত্বনা দ্বারা রাজসেবায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আমেশিস নামক এক জন বিশ্বাসি মিত্রকে প্রেরণ করিলেন কিন্তু আমেশিস বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া প্রজাগণের বিদ্রোহ সুযোগে আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইল সুতরাং গৃহ বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উভয় দলস্থ লোকে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইজিপ্ত দেশীয় সমুদয় সেনা রাজ্যহারক আমেশিসের পক্ষ হইয়াছিল আর আপ্রিশের পক্ষে আইওনিয়া কেরিয়া প্রভৃতি বিদেশীয় কতিপয় বেতনগ্রাহি যোদ্ধা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। আপ্রিশের দলে ৩০০০০ মাত্র সৈন্য ছিল কিন্তু সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও গ্রীক জাতিরা শৌর্য্য বীর্য্যে অতি উৎকৃষ্ট এই ভাবিয়া রাজা নিঃসন্দেহ রূপে জয় লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। পরে মেম্ফিস নগর সন্নিধানে উভয় দলস্থ লোকেরা ব্যূহ রচনা করিয়া ঘোরতর রক্তারক্তি পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিল, তাহাতে আপ্রিশের সৈন্যেরা মহাবীর্য্য প্রকাশ করিলেও বিপক্ষ দলের বহু সংখ্যক সেনা থাকাতে অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইল এবং রাজা স্বয়ং বন্দি রূপে ধৃত হইলেন। অনন্তর আমেশিস জয়ী হইয়া অবাধে রাজ্যলাভ করত আপ্রিশকে এক রাজসদনের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি রাজ্যভ্রষ্ট নৃপতির অসম্ভ্রম না করিয়া বরং যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রজারদের ক্রোধ শান্তি না হওয়াতে অবশেষে কারাবদ্ধ রাজাকে তাহারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। অতএব আপ্রিশ জিঘাংসু শত্রুরদের হস্তে সমর্পিত

strangled him, and laid his body in the sepulchre of his ancestors.

During the reign of Amasis, Egypt is said to have been perfectly happy, and to have contained twenty thousand populous cities. That good order might be preserved amongst such vast numbers of people, Amasis enacted a law by which every Egyptian was bound once a year to inform the governor of his province by what means he gained his livelihood; and if he failed in this, he was liable to be put to death. The same punishment he decreed to those who could not give a satisfactory account of themselves. This monarch greatly favoured the Greeks, and married a woman of Grecian extract. To many Greek cities, as well as particular persons, he made considerable presents. He likewise gave permission to the Greeks in general to come into Egypt, and either settle in the city of Naucratis, or carry on their trade upon the sea coasts; granting them also temples, and places where they might erect temples, to their own deities. He likewise received a visit from Solon the celebrated Athenian lawgiver, and reduced the island of Cyprus under his subjection.

This prosperity, however, ended with the death of Amasis, or rather before it. The Egyptian monarch having somehow incensed Cambyses, king of Persia, the latter vowed the destruction of Amasis. In the mean time Phanes of Halicarnassus,

হইলে তাহারা কণ্ঠ পেষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের সমাধি মন্দিরে তাঁহার সমাধি করিল।

কথিত আছে আমেশিস রাজার অধিকার কালে ইজিপ্ত দেশের মধ্যে বিংশতি সহস্র নগর ছিল এবং প্রজারাও সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছিল, রাজা ঐ বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে দুর্ব্বৃত্ততার মূলোৎপাটন করিবার মানসে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক প্রজা সম্বৎসরের মধ্যে একবার স্বং প্রদেশাধিপতির নিকট গিয়া আপনং জীবিকার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবে। কোন ব্যক্তি এ আজ্ঞার ব্যতিক্রম করিলে অথবা আপন জীবনোপায়ের নিশ্চয় বিবরণ কহিতে অক্ষম হইলে বধার্হ হইত। ঐ নৃপতি গ্রীক লোকদিগের অতিশয় অনুরাগ করিতেন এবং তজ্জাতীয় এক নারীও বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি অনেকানেক গ্রীক জাতিকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে বহুবিধ পারিতোষিক দিয়াছিলেন এবং ইজিপ্ত দেশে আসিয়া নক্রেতিস নগরে বাস করিতে অথবা সমুদ্র কূলস্থ জনপদে বাণিজ্যাদি করিতে অনুমতি দেন, এবং তাহারদের জাতীয় দেব সেবার নিমিত্তে কএক মন্দির দান করিয়াছিলেন ও নূতনং মন্দির নির্ম্মাণার্থ ভূমিও দিয়াছিলেন। এথেন্স দেশীয় ব্যবস্থাপক পণ্ডিত সোলন ঐ রাজার কালে ইজিপ্তে গমন করিয়াছিলেন এবং রাজাও সাইপ্রস উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন।

পরন্তু আমোশসের মরণান্তে অথবা তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইজিপ্ত দেশের উক্ত সৌভাগ্য অবসান হইল। পারস্যরাজ কাম্বাইশিস কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং তাঁহার বেতনভোগি হেলিকার্ণেশস দেশীয় ফেনিস নামক গ্রীক সৈন্য শাসকও

commander of the Grecian auxiliaries in the pay of Amasis, received some private disgust, and leaving Egypt, set out for Persia. He was a wise and able general, well acquainted with every thing which related to Egypt, and held in great estimation by the Greeks resident in that country. Amasis became immediately sensible of his loss, and therefore sent after him a trusty eunuch in a fast-sailing galley. Phanes was accordingly overtaken in Lycia, but not brought back; for having made his guard drunk, he continued his journey to Persia, and presented himself before Cambyses as the latter was meditating the destruction of the Egyptian monarchy.

But Amasis had not the misfortune to behold the calamities of his country. He died about 525 years before Christ, after a reign of forty-two years, and left the kingdom to his son Psammenitus, just as Cambyses was approaching the frontiers of the kingdom.

The new prince was scarcely seated upon the throne when the Persian host appeared. Psammenitus drew together what forces he could, in order to prevent the invader from entering the kingdom. Cambyses, however, immediately laid siege to Pelusium, and made himself master of the place by a stratagem. Having placed in the front of his army a great number of cats, dogs, and other animals which were deemed sacred by the Egyptians, he then

কোন বিষয়ে বিরক্ত হইয়া ইজিপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া পারস্য দেশে গমন করিলেন। তিনি সৈন্য শাসন কার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং ইজিপ্ত দেশীয় সকল ব্যাপার উত্তমরূপে বুঝিতেন এ প্রযুক্ত তত্রস্থ গ্রীক জাতীয় সকল লোকে তাঁহার মহা সমাদর করিত সুতরাং এমত বিচক্ষণ লোক ইজিপ্ত ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে আমেশিস রাজা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আনিবার মানসে এক জন বিশ্বাসি ষণ্ডকে বেগগামি জাহাজযোগে প্রেরণ করিলেন। ঐ ষণ্ড লিসিয়া দেশে ফেনিসের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে পুনশ্চ ইজিপ্ত দেশে আনিতে যত্ন করিলেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। ফেনিস আপনার রক্ষকদিগকে সুরাপানে মত্ত করিয়া পারস্য দেশে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে কাম্বাইশিস রাজা ইজিপ্ত রাজ্য নষ্ট করিবার কল্পনা করিতেছিলেন তিনি তাহা শুনিয়া একেবারে রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অতএব ইজিপ্ত দেশে ঘোর বিপত্তি প্রায় উপস্থিত হইল কিন্তু আমেশিসকে স্বদেশের দুর্দ্দশা দর্শনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না কেননা পারস্য রাজ যুদ্ধ সজ্জায় ইজিপ্তের নিকটবর্ত্তী হইলেই তাঁহার পঞ্চত্ব হইল। তিনি দ্বিচত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া আপন পুত্র সামেনিতসকে উত্তরাধিকারি রাখিয়া খ্রীষ্টের ৫২৫ বর্ষ পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন।

ঐ নব্য রাজার রাজ্যাভিষেক না হইতেং পারস্য সেনা ইজিপ্ত দেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল তাহাতে সামেনিতস যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহি রাজার ইজিপ্ত ভূমি প্রবেশ করণে ব্যাঘাত করিতে যত্ন করিলেন পরন্তু কাম্বাইশিস পেলুসিয়ম নগর আক্রমণ করিয়া বিশেষ কৌশল দ্বারা তাহা জয় করিলেন। তিনি ইজিপ্তীয় লোকের আরাধ্য কতক গুলা বিড়াল কুকুরাদি জন্তু নিজ সৈন্যের অগ্রভাগে

attacked the city, and took it without opposition; the garrison, which consisted entirely of Egyptians, not daring to throw a dart or shoot an arrow against their enemies, lest their weapons should kill some of the sacred animals. Cambyses had scarcely taken possession of the city, when Psammenitus advanced against him with a numerous army. But before the engagement, the Greeks who served under Psammenitus, in order to show their indignation against their treacherous countryman Phanes, brought his children into the camp, killed them in the presence of their father and the two armies, and then drank their blood. Enraged at so cruel an act, the Persians advanced to the combat, which proved long and bloody; but at the close of the day the Egyptians, overpowered by numbers, gave way. Cambyses prevailed, and the national independence of Egypt was for ever lost. Those who escaped from the field fled to Memphis, where they were soon after guilty of an outrage for which they afterwards paid dear. Cambyses sent a herald to summon them, in a small vessel from Mitylene; but no sooner did they observe this craft coming into the port, than they flocked down to the shore, destroyed the boat, tore in pieces the herald and all the crew, and afterwards carried their mangled limbs into the city in a kind of barbarous triumph. Not long afterwards, Memphis was taken by assault

স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিতে২ নগর জয়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, নগর রক্ষকেরা সকলেই ইজিপ্তজাতি ছিল সুতরাং যদি ঐ জন্তু রূপি দেবতারা আহত হয় এই শঙ্কায় শত্রু দলের প্রতি শর ত্যাগ অথবা শূলক্ষেপ করিতে সাহস করিল না তাহাতে পারস্য রাজ অবাধে নগর অধিকার করিলেন। কিন্তু কাম্বাইশিস ঐ নগর অধিকার করিবার অব্যবহিত পরেই সামেনিতস রাজা মহা সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধের কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে সামেনিতস রাজার বেতন ভোগি গ্রীক সেনারা স্বদেশীয় দলত্যাগি অথচ বিশ্বাস ঘাতক ফেনিসের প্রতি আপনারদের ক্রোধ প্রকাশ করণার্থ শিবির মধ্যে তাহার সন্তানদিগকে আনাইয়া পিতার এবং উভয় পক্ষীয় সেনারদের সমক্ষে বধ করিয়া তাহারদের রুধির পান করিল। পারস্য জাতিরা এই নিষ্ঠুরাচরণ দেখিয়া জ্বলন্ত কোপে যুদ্ধারম্ভ করিল তাহাতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রক্তারক্তি হইয়াছিল পরে দিবাবসান কালে পারস্য দলে বহুসংখ্যক লোক থাকাতে ইজিপ্তীয় লোকেরা পলায়ন পর হইল সুতরাং কাম্বাইশিস রাজা জয়ী হইয়া ইজিপ্ত জাতির স্বাধীনতা একেবারে শেষ করিলেন। ইজিপ্ত সেনার মধ্যে যাহারা রণ স্থল হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারা সকলে মেম্ফিস নগরে গমন করিল কিন্তু সেখানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করাতে পরে ঘোরতর যন্ত্রণাগ্রস্ত হইল। কাম্বাইশিস রাজা তাহারদিগকে আহ্বান করণার্থ মাইতিলিন নগরের ক্ষুদ্র নৌকা যোগে এক দূত পাঠাইয়া ছিলেন, তাহারা দূতকে নৌকাযোগে আগত দেখিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকাভগ্ন করিল এবং দূত ও নাবিক দিগের শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অবশেষে অসভ্য জয়োল্লাস পূর্ব্বক তাহারদের রক্তারক্তীকৃত অঙ্গ সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎকাল পরে পারস্য সেনারা মেম্ফিস

and given up to pillage; whilst Psammenitus fell into the hands of an inveterate enemy enraged beyond measure at the cruelties committed upon the children of Phanes, the Persian herald, and the Mitylenian sailors. The conquerors, being still a barbarous race, carried everywhere destruction and death. Thebes was sacked, its finest monuments were demolished or laid in ruins, and the iconoclastic fury of the conquerors raged even more fiercely against the temples than the palaces of the land, which was thus made desolate.

The rapid success of the Persians struck such terror into the Libyans, Cyreneans, Barcæans, and other dependents or allies of the Egyptian monarchy, that they immediately submitted. Nothing now remained but to dispose of the captive king, and revenge on him and his subjects the cruelties which they had committed. This the merciless victor executed in the severest manner. On the tenth day after Memphis had been taken, Psammenitus and the chief of the Egyptian nobility were ignominiously sent into one of the suburbs of that city; and the king being there seated, saw his daughter coming along in the habit of a slave with a pitcher to fetch water from the Nile, and followed by the daughters of the first families in Egypt, all in the same miserable garb, with pitchers in their hands, drowned in tears, and loudly bemoaning their

নগর আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লুণ্ঠনের উপক্রম করিল তাহাতে সামেনিতস রাজা স্বয়ং শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। পারস্যেরা ক্রমশঃ ফেনিসের পুত্র এবং আপনারদের দূত ও মাইতিলিন নাবিকদিগের বধে অতিশয় ক্রোধোন্মত্ত হওয়াতে ইজিপ্তরাজ মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। পারস্য লোকেরা তৎকালে অসভ্যাবস্থায় ছিল সুতরাং জয়ী হইয়া দেশের সর্ব্বাংশ উচ্ছিন্ন ও প্রজানষ্ট করিতে লাগিল, তাহারা থিবিস নগর লুঠ করিয়া তথাকার অত্যুত্তম প্রতিমূর্ত্তি ও অট্টালিকাদি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল আর রাজ প্রাসাদাপেক্ষা দেবমন্দির নষ্ট করণে বরং অধিক উদ্যম প্রকাশ করাতে দেশ একেবারে অরণ্য ময় হইয়া গেল।

পারস্য লোকেরা অনায়াসে ইজিপ্ত দেশ জয় করাতে লিবিয়ান সিরিনিয়ান এবং বার্কিয়ান প্রভৃতি ঐ রাজ্যাধীন অথবা ঐ রাজ্যের অনুগত জাতিরা অত্যন্ত ভীত হইয়া অবিলম্বে পারস্যরাজের বশীভূত হইল। উক্ত মহীপাল এক্ষণে সর্ব্বজয়ী হইয়া দেখিলেন সকল বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে কেবল বন্দি ইজিপ্তরাজ এবং তাহার প্রজাবর্গের নিষ্ঠুরাচরণের দণ্ড বিধান অবশিষ্ট আছে, অতএব নির্দ্দয় চিত্তে তাহারদিগকে কঠিন দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন। মেম্ফিস নগর অধিকার করিবার পর দশম দিবসে সামেনিতসকে নানা প্রকার অপমান পূর্ব্বক প্রধান২ ইজিপ্ত দেশীয় কুলীনবর্গ সমভিব্যাহারে নগরের প্রান্তে প্রেরণ করিলেন, সামেনিতস তথায় উপবিষ্ট হইলে তাঁহার দুহিতা ক্রীতা কিঙ্করীর বেশে নীল নদী হইতে জল আহরণার্থ জলকুম্ভ হস্তে ধারণ করত পিতৃ সমক্ষে আনীত হইল এবং ইজিপ্তের প্রধান২ কুলীন কন্যারাও ঐ রূপ জঘন্য পরিচ্ছদে জলকুম্ভ হস্তে করিয়া নিজ দুর্গতি হেতুক সজল নয়নে চীৎকার পূর্ব্বক বিলাপ করত পশ্চাৎ২ আসিতে লাগিল, ঐ দুঃখিনীদিগের পিতারা স্ব২

miserable situation. When the fathers observed their daughters in this distress, they all burst into tears, except Psammenitus, who only cast his eyes on the ground and kept them fixed there. After the young women came the son of Psammenitus, with two thousand of the young nobility, all of them with bits in their mouths and halters round their necks, who were led to execution. This was done to expiate the murder of the Persian herald and the Mitylenian sailors; for Cambyses caused ten Egyptians of the first rank to be publicly executed for every one of those who had been assassinated. Psammenitus himself was afterwards restored to his liberty, and had he not showed a desire of revenge, might perhaps have been entrusted with the government of Egypt; but being discovered hatching schemes against the conquerors, he was seized, convicted, and condemned to drink bull's blood.

The Egyptians, now reduced to the lowest degree of slavery, were placed at the mercy of satraps or governors appointed by the conquerors. Their country became a province of the Persian empire, and the body of Amasis, their late king, being taken out of the grave, and mangled in a shocking manner, was finally burnt. Never was conquest more complete, desolation more universal, or tyranny more fierce and unrelenting. It was the very frenzy of barbarous fanaticism let loose, like some evil spirit

দুহিতার দুরবস্থা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন কেবল সামেনিতেস আপনি কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঐ রাজ্যচ্যুত রাজার পুত্র দুই সহস্র কুলীন সন্তানের সমভিব্যাহারে মুখে কবিকা এবং গল দেশে রজ্জুধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে বধ দণ্ড ভোগ করণার্থ আনীত হইল। ইজিপ্তীয় লোকেরা পারস্য দূত এবং মাইতিলিন নাবিক গণকে হত্যা করিয়াছিল সেই দোষের পরিশোধার্থ রাজপুত্র এবং কুলীন সন্তানগণের প্রাণ নষ্ট হইল, কাম্বাইশিস আদেশ করিলেন যে গোপন ভাবে হত দূত ও নাবিকগণের প্রত্যেকের বিনিময়ে দশ২ জন প্রধান ইজিপ্তীয় কুলীনকে প্রকাশ্য রূপে বধ করিতে হইবে। পরন্তু বিজয়ি ভূপাল সামেনিতসের শরীরে কোন আঘাত না করিয়া বরং তাঁহার বন্ধন মোচন করিলেন, বোধ হয় ঐ শ্রীভ্রষ্ট নৃপতি যদি জয়কারি রাজার অনিষ্ট কল্পনা না করিত তবে পারস্য সাম্রাজ্যাধীন ইজিপ্ত দেশাধিপতি হইয়া প্রভুত্ব করিতে পারিত কিন্তু সামেনিতস শত্রুক্ষয়ার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিল সুতরাং তাহা প্রকাশ হওয়াতে পারস্য রাজ তাহাকে ধরিয়া বিচার পূর্ব্বক দোষী করিয়া দণ্ড করিবার মানসে গোরক্ত পান করিতে আদেশ করিলেন।

ইজিপ্তীয় লোকেরা এই রূপে ঘোরতর দাসত্বের অবস্থায় পতিত হইয়া জয়কারি পারস্য জাতির দ্বারা নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিল, এবং তাহারদের দেশ সেই অবধি পারস্য সাম্রাজ্যাধীন হইল। জয়কারিরা আমেশিস নামক তথাকার অতীত রাজার দেহ সমাধি মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া খণ্ড২ করত অগ্নিতে দগ্ধ করিল। পারস্য জাতির ন্যায় কেহ কুত্রাপি এমত শীঘ্র সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইতে পারে নাই এবং পরাজিত দেশের সর্ব্ব স্থান উচ্ছিন্ন

long kept in chains under darkness, to destroy the monuments of the proudest civilization which the world had ever yet seen, and which in some of its characteristics had far distanced all future rivalry. In the moral chaos which ensued, the arts and sciences almost entirely disappeared from that very soil in which they had long flourished; and the learning of the Egyptians became merely a recollection or tradition of the past. But what was accounted by the superstitious portion of the people more grievous than all the rest, the sacred bull Apis was slain, and his priests were ignominiously scourged; treatment which inspired the whole nation with an unextinguishable hatred of the Persians. A similar spirit of vengeance dictated the attempt to seize the consecrated fane of Jupiter Ammon, situated in the great Oasis; an attempt which cost Cambyses half his army, and produced disaffection among the remainder. As long as the Persian empire subsisted, the Egyptians were never able to shake off the yoke. They revolted frequently, it is true, but in every instance they were ultimately

করিয়া এমত নির্দ্দয় চিত্তে প্রজা পীড়নও করে নাই,। কোন ভয়ঙ্কর দানব বহু কাল পর্য্যন্ত তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বরে শৃঙ্খল বদ্ধ থাকিয়া পরে বন্ধন মুক্ত হইলে যাদৃশ রাগোন্মাদে ভদ্রা-ভদ্রের বিবেক শূন্য হইয়া চতুর্দ্দিক্ উচ্ছিন্ন করে পারস্য জাতিরা তাদৃশ অসভ্য রাগোন্মাদে শিল্প বিদ্যা ও সভ্যতার অ-পূর্ব্ব এবং অনুপম চিহ্ন সকল নষ্ট করিল। ঐ রূপ শিল্প দক্ষ-তার লক্ষণ পূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশ পায় নাই এবং পরেও সর্ব্ব-তোভাবে তৎসদৃশ দৃষ্ট হয় নাই তথাচ তাহারা বন্য জন্তুর ন্যায় কোন বিষয় বিনষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইল না। অতএব সকল বস্তু উচ্ছিন্ন, হওয়াতে বিদ্যা এবং শিল্প কৌশলেরও সম্পূর্ণ লোপ হইল, যে দেশে পূর্ব্বে অহরহ জ্ঞানানুশীলন হইত সেই সময়াবধি তাহা একেবারে পাণ্ডিত্য শূন্য হইল, ইজিপ্ত জাতি তদবধি বিদ্যার উন্নতি করিতে অক্ষম হইয়া কেবল পূর্ব্ব কালের কোন২ বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় স্মরণে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পারস্য জাতিরা অন্যান্য অত্যাচার করিলেও এ-পিস বৃষ দেবকে হত্যা করিয়া তৎপুরোহিত গণকে বেত্রাঘাত করাতে ইজিপ্তদেশীয় ধর্ম্মমত্ত লোকেরদিগের মনে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মভেদি ক্ষোভ জন্মিয়াছিল এবং এই কারণে তাহারা পারস্য জাতির প্রতি মরণান্তিক দ্বেষ করিত। কাম্বাইশিস তাহার-দিগকে মনঃপীড়া দিবার নিমিত্ত ওএশিস নামে ভয়ানক বালু-কাময় মরুভূমি দিয়া সৈন্য প্রেরণ করত জুপিতর আমোন দেবের প্রতিষ্ঠিত মন্দির নষ্ট করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা সফল হওয়া দূরে থাকুক তাহাতে কেবল তাঁহার আপনারি অর্দ্ধ সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং অব-শিষ্ট যাহারা স্ব২ প্রাণ লইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল তাহা-রাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অপর যত কাল পর্য্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য প্রবল ছিল তত কাল ইজিপ্তীয় লোকদিগকে তাহা-রদের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল কেননা তাহারা

overthrown with prodigious loss. The chiefs who headed these insurrections gained partial successes, and for a brief space even freed their country from servitude; but their generous efforts were soon exhausted against the constantly increasing power of the Persian empire, and the expected deliverance was not achieved.

But when Alexander (Iskander) at the head of an army of Greeks, overturned the dominion of the Persians in Asia, Egypt at length respired freely under this new and enlightened master; and if he had lived he would doubtless have raised it to something like its ancient renown. He founded the city of Alexandria, which he called after his own name, and destined to become the centre of the commerce of the world, for which, from its geographical position, it was eminently calculated; and he was meditating other plans equally enlarged and comprehensive, when all his projects were suddenly arrested by death.

Having thus arrived at the point where commences the history of the Greek rulers of Egypt, we shall, in order to connect that which precedes with what is to follow, exhibit a tabular view of the several Egyptian dynasties from the death of Mœris-Thothmosis III. to the accession of the first Ptolemy, the head of the Lagidæ. It is proper to observe here, however, that this arrangement of the dynasties, founded on the information contained in the

স্বাধীন হইবার কল্পনায় মধ্যে২ অস্ত্রধারি হইলেও এক বারও ফল দর্শে নাই, সর্ব্বদাই তাহারদের পরাজয় হইয়া অবশেষে ভূরি২ সৈন্য নষ্ট হইত। বিদ্রোহ চেষ্টার উপক্রম কালে কখন২ ইজিপ্তীয় শূর বীর দিগের জয়লাভ হইয়াছিল এবং কিয়ৎ কালের নিমিত্ত তাঁহারা স্বদেশের দাসত্ব মোচনও করিয়াছিলেন বটে কিন্তু পরস্যরাজের বিপুল সম্পত্তি এবং বৃদ্ধি শীল প্রভাব প্রযুক্ত ঐ স্বদেশ বৎসল পুরুষেরা চরমে পরাভূত হইয়া স্বজাতীয় লোকের সহিত পুনশ্চ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

পরে আলেগজন্দর রাজা অর্থাৎ সিকন্দর শাহ গ্রীক জাতীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে এস্যাখণ্ডে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পারস্য রাজ্য নষ্ট করাতে ইজিপ্তীয় লোকেরা সাম দানও সৎক্রিয়া সৌষ্ঠব শালি ঐ মহীপালের অধীন হইয়া সুখে কাল ক্ষেপ করিতে লাগিল। অসৌভাগ্য ক্রমে যদি তরুণাবস্থায় তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি না হইত তবে তাঁহা হইতে অবশ্য দেশের পূর্ব্ববৎ উন্নতি ও নামোজ্জ্বল হইতে পারিত। তিনি আলেগজন্দ্রিয়া নগর নির্ম্মাণ করিয়া স্বকীয় নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন আর ঐ নগর বাণিজ্যের উপযুক্ত স্থলে নির্ম্মিত হওয়াতে এই মানস করিয়াছিলেন যে তাহাকে ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বদেশীয় বণিক জনের আশ্রম করিবেন, তিনি এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক মহৎ বিষয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতান্তের আঘাতে সে সকল কল্পনা নিষ্ফল হইল।

ইজিপ্ত দেশস্থ গ্রীক জাতীয় ভূপাল দিগের রাজ্য বর্ণনার উপক্রম কালে পূর্ব্বাপর রাজবৃত্তান্তের সংযোগ করণার্থ মিরস রাজার মৃত্যু অবধি লেগস বংশের কর্ত্তা প্রথম তলমির রাজ্যারম্ভ পর্য্যন্ত যে২ ভূপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহারদের নামাবলী এস্থলে বিস্তার করিয়া লেখা যাইতেছে, হিরদতস এবং দাইওদোরসের বচন প্রমাণ এই রাজবংশাবলীর বিবরণ সংগ-

writings of Herodotus and Diodorus, differs very materially from that of Manetho, which will be presented under a subsequent head; and that it has been adopted in this place solely with a view to the illustration of the narrative, to which it is more immediately applicable than the royal canon of Manetho.

*Fifth Dynasty*, 342 *Years*.

| | Y. | B. C. |
|---|---|---|
| 1. Sethos, Sethosis, Sesoosis or Sesostris | 33 | 1308 |
| 2. Rampses or Pheron | 61 | 1275 |
| 3. Cetes, Proteus, or Ramesses | 50 | 1214 |
| 4. Amenophis IV | 40 | 1164 |
| 5. Rampsinites | 42 | 1124 |
| 6. Cheops or Chemmis | 50 | 1082 |
| 7. Cephrenes, Cephres, or Sesah | 56 | 1032 |
| 8. Mycerimus or Cherinus | 10 | 976 |
| His death | 342 | 966 |

*Sixth Dynasty*, 293 *Years*.

| | | |
|---|---|---|
| A chasm | 151 | 966 |
| 1. Bocchoris or Asychis | 44 | 815 |
| 2. Anysis | 2 | 771 |
| 3. Sabacon or So, | 50 | 769 |
| Anysis again, | 6 | 719 |
| 4. Sebecon or Sethos | 40 | 713 |
| Sennacherib invades Egypt | | 711 |
| End of the period | 293 | 673 |

হীতহইল কিন্তু মানেথোর লিখিত বিবরণের সহিত ইহার ঐক্য নাই, মানেথোর বিবরণ পরে উল্লেখিত হইবে। এস্থলে হিরদ-তসের ইতিহাসানুযায়ি রাজবংশাবলি লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে অস্মৎ প্রণীত বিবরণ সুস্পষ্ট হইবে, মানেথোর লিখিত বংশাবলীর সহিত ইহার তাদৃক্ সংযোগ নাই।

পঞ্চম রাজবংশ, স্থিতি ৩৪২ বৎসর।

| | বর্ষ | খ্রী. পূ. |
|---|---|---|
| ১ শিথস, শিথোশিস, শিশোইস, অথবা শিসস্ত্রিস | ৩৩ | ১৩০৮ |
| ২ রাম্পশেস, অথবা ফেরন .... .... .... | ৬১ | ১২৭৫ |
| ৩ সিতিস, প্রোতিয়স, অথবা রামেশেস .... | ৫০ | ১২১৪ |
| ৪ চতুর্থ আমিনোফিস .... .... .... .... | ৪০ | ১১৬৪ |
| ৫ রাম্পসিনিতিস .... .... .... .... | ৪২ | ১১২৪ |
| ৬ চিওপস্ অথবা চেম্মিস.. .... .... .... | ৫০ | ১০৮২ |
| ৭ সিফ্রিনিস, সিফ্রিস, অথবা শিসা .... .... | ৫৬ | ১০৩২ |
| ৮ মিসরিমস, অথবা চেরিনস .... .... .... | ১০ | ৯৭৬ |
| তাঁহার মৃত্যু .... .... .... | ৩৪২ | ৩৩৬ |

ষষ্ঠ রাজবংশ, স্থিতি ২৯৩ বর্ষ।

| | | |
|---|---|---|
| রাজ নামোদ্দেশাভাব .... .... .... | ১৫১ | ৯৬৬ |
| ১ বকোরিশ অথবা আশিখিস .... .... .... | ৪৪ | ৮১৫ |
| ২ আনিশিস .... .... .... .... .... | ২ | ৭৭১ |
| ৩ সাবাকন অথবা সো .... .... .... | ৫০ | ৭৬৯ |
| আনিশিস, পুনশ্চ .... .... .. | ৬ | ৭১৯ |
| ৪ সেবেকন অথবা সিথস .... ... .... | ৪০ | ৭১৩ |
| সেনেকেরিব ইজিপ্ত আক্রমণ করেন.... .... | | ৭১১ |
| ঐ কালের অন্ত .... .... .... .... .... | ২৮৩ | ৬৭৩ |

*Seventh Dyansty,* 148 *Years.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Twelve contemporary kings.......... | 15 | 673 |
| 2. | Psammeticus I..................... | 39 | 658 |
| 3. | Nechus or Pharaoh Necho........... | 16 | 619 |
| 4. | Psammis.......................... | 6 | 603 |
| 5. | Apries or Ph araoh Hophra........... | 28 | 597 |
| 6. | Amasis..................... .... | 44 | 569 |
| | Cyrus conquers Egypt.............. | | 535 |
| 7. | Psammenitus. First revolt of Egypt... | | 525 |
| | | 148 | |

*Eighth Dynasty, Persian Kings,* 112 *Years.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cambyses r educes Egypt, ....... .. First Fersian Administrati on,.... .. | 35 | 525 |
| 2. | Darius Hystaspes, Second revolt of Egypt. | 3 | 487 |
| 3. | Xerxes reduces Egypt,........ .. Second Persian administration, .. .. | 24 | 484 |
| 4. | Artaxerxes Longimanus. Third Revolt | 4 | 460 |
| | Reduces Egypt,.............. .... Third Persian administration,.. .... | 43 | 456 |
| | Herodotus visits Egypt.............. | | 448 |
| 5. | Darius Nothus. Fourth Revolt....... | 112 | 413 |

*Ninth Dynasty, Egyptian Kings,* 81 *Years.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Amyrtæus.................... .... | 6 | 413 |
| 2. | Pausiris or Bu siris.................. | 6 | 407 |
| 3. | PsammeticusII...................... | 6 | 401 |
| 4. | Nephereus........................ | 6 | 395 |

সপ্তম রাজবংশ, স্থিতি ১৪৮ বর্ষ

| | | |
|---|---|---|
| ১ একে কালে দ্বাদশ রাজা | ১৫ | ৬৭৩ |
| ২ প্রথম সামেতিকস | ৩৯ | ৬৫৮ |
| ৩ নিকস অথবা ফারো নিকো | ১৬ | ৬১৯ |
| ৪ সামিশ | ৬ | ৬০৩ |
| ৫ আপ্রিশ অথবা ফারো হোফ্রা | ২৮ | ৫৯৭ |
| ৬ আমেশিস | ৪৪ | ৫৬৯ |
| সাইরস ইজিপ্ত জয় করেন | | ৫৩৫ |
| ৭ সামেনিতস, ইজিপ্তে প্রথম বিদ্রোহ | | ৫২৫ |
| | ১৪৮ | |

অষ্টম রাজবংশ, পারস্য রাজা, স্থিতি ১১২ বর্ষ

| | | |
|---|---|---|
| ১ কাম্বাইশিস ইজিপ্ত জয় করেন, প্রথম পারস্য রাজশাসন | ৩৮ | ৫২৫ |
| ২ দেরাইয়স হিস্তাস্পিস, ইজিপ্তে দ্বিতীয় বিদ্রোহ | ৩ | ৪৮৭ |
| ৩ জর্শেস ইজিপ্ত জয় করেন, দ্বিতীয় পারস্য রাজশাসন | ২৪ | ৪৮৪ |
| ৪ আর্তেজর্শেস দীর্ঘবাহু, তৃতীয় বিদ্রোহ | ৪ | ৪৬০ |
| ইনি ইজিপ্ত জয় করেন, তৃতীয় পারস্য রাজশাসন | ৪৩ | ৪৫৬ |
| হিরদতস ইজিপ্তে গমন করেন | | ৪৪৮ |
| ৫ দেরাইয়স নোথস, চতুর্থ বিদ্রোহ | ১১২ | ৪১৩ |

নবম রাজবংশ, ইজিপ্তীয় রাজা, স্থিতি ৮১ বর্ষ

| | | |
|---|---|---|
| ১ আমির্তিয়স | ৬ | ৪১৩ |
| ২ পসিরিস অথবা বুসিরিস | ৬ | ৪০৭ |
| ৩ দ্বিতীয় সামেতিকস | ৬ | ৪০১ |
| ৪ নেফিরিয়স | ৬ | ৩৯৫ |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Acoris.............................. | 14 | 389 |
| 6. Nectanebo......................... | 12 | 375 |
| 7. Tachus or Tachos.................. | 2 | 373 |
| 8. Nectanebo II...................... | 11 | 361 |
| Ochus reduces Egypt,............. Fourth Persian administration,...... | 18 | |
| Alexander conquers Egypt ........... | 81 | 332 |

On the demise of Alexander the Great the Greek generals divided amongst them his conquests, when Egypt, together with Libya, and that part of Arabia which borders on Egypt, were assigned to Ptolemy Lagus, as governor, under Alexander's son by Roxana, who was but newly born. But nothing was further from the intention of this governor than to hold these provinces in trust for another. He did not, however, assume the title of king until he found his authority too firmly established to be overthrown; nor did this happen until nineteen years after the death of Alexander, when Antigonus and Demetrius had unsuccessfully attempted the conquest of Egypt. Ptolemy then declared himself king, and became the head of the Greek dynasty which governed Egypt for nearly three centuries. From the time of his first establishment on the throne, Ptolemy, who had assumed the cognomen of *Soter*, reigned twenty years, which, added to the former nineteen, make up the thirty-nine years

| | | |
|---|---|---|
| ৫ আকোঁরিস.. .... .... .... .... .... | ১৪ | ৩৮৯ |
| ৬ নেক্তানিবো.. .... .... .... .... .... | ১২ | ৩৭৫ |
| ৭ তাকস অথবা তাকোশ.... .... .... .... | ২ | ৩৭৩ |
| ৮ দ্বিতীয় নেক্তানিবো .... .... .... .... | ১১ | ৩৬১ |
| ওকস ইজিপ্ত জয় করেন }<br>চতুর্থ পারস্যরাজশাসন } .... .... .... | ১৮ | |
| আলেগজন্দর জয় করেন.. .... .... .... | ৮১ | ৩৩২ |

মহান্ আলেগজন্দরের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার অধীনস্থ গ্রীক সৈন্য শাসকেরা আপনারদের মধ্যে তাঁহার জিত দেশ বিভাগ করিয়া লইয়াছিল তাহাতে তলমি লেগস ইজিপ্ত লিবিয়া এবং ইজিপ্ত সন্নিহিত আরবি দেশের কিয়দংশের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন পরন্তু তিনি কেবল প্রদেশাধিপতি রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রক্সনার গর্ব্ভে আলেগজন্দরের যে কুমার জন্মিয়াছিলেন তিনিই সম্রাট্ রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তলমির এমত অভিপ্রায় ছিল না যে বস্তুতঃ আপনি কেবল প্রদেশাধিপতি থাকিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আপাততঃ রাজা উপাধি গ্রহণ না করিয়া প্রথমতঃ কেবল বদ্ধমূল হইতে যত্ন করিয়াছিলেন যেন কেহ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে না পারে, পরে আলেগজন্দরের মরণের ঊনবিংশতি বৎসর গতে আন্তিগোনস এবং দিমিত্রিয়স নামে দুই সেনানী ইজিপ্ত দেশ জয় করিতে গিয়া সুসিদ্ধ না হওয়াতে তিনি অকুতোভয়ে আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। তিনিই ইজিপ্ত দেশস্থ গ্রীক রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার পরে গ্রীক বংশীয়েরা প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশে রাজ্যভোগ করিয়াছিল। ঐ রাজা সোতর অর্থাৎ পরিত্রাতা উপাধি ধারণ করত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন অতএব রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে যে ঊনবিংশতি বৎসর অধ্যক্ষতা করেন তৎসমেত

during which it is computed by historians that he reigned alone. In the thirty-ninth year of his reign he associated one of his sons, named Philadelphus, as his partner in the empire, at the same time declaring him successor to the throne, in prejudice of his eldest son, named Ceraunus; a preference which he was induced to give by his extravagant affection for Berenice, mother of Philadelphus. When the succession had been thus settled, Ceraunus immediately quitted the court, and fled into Syria, where he was received with open arms by Seleucus Nicator, whom, in order to evince his gratitude, he afterwards murdered.

The most remarkable transaction of this reign was the embellishing of the city of Alexandria, which Ptolemy made the capital of his new kingdom; and the establishment of the celebrated Alexandrian Library, in which were deposited all the treasures of ancient learning. About 284 years before Christ, died Ptolemy Soter, in the forty-first year of his reign, and eighty-fourth of his age. He was the best as well as the most accomplished prince of his race, and he left behind him an example of prudence, justice, and munificence which few of his successors chose to imitate. Learned himself, he was a great patron and encourager of learning in others; and whilst he proved himself one of the most eminent philosophers of his age, he

তাঁহার প্রভুত্বের স্থিতি উনচত্বারিংশৎ বর্ষ। পুরাবৃত্তলেখকেরা নির্ণয় করিয়াছেন তিনি ঐ কাল ব্যাপিয়া একাকী রাজত্ব করেন পরে সিরেনস নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠ তনয় ফিলাদেল্‌ফসকে উত্তরাধিকারি ও রাজ্যাংশ ভোগি রূপে নিযুক্ত করত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠকে যুবরাজ করিবার কারণ এই যে কনিষ্ঠের জননী বেরিনিশীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। সিরেনস বৈমাত্রেয় অনুজকে রাজ্যাধিকারি দেখিয়া পিতৃ ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিরিয়া দেশে পলায়ন পর হইলেন, তথাকার সিলুকস নাইকেতর রাজা তাঁহার সহিত যথেষ্ট সৌহার্দ্য করিয়া আতিথ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কৃতঘ্ন হইয়া পরে হিতকারি সুহৃৎকেই বধ করিলেন।

তলমি সোতরের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় কর্ম্ম এই যে তিনি রাজ্য লাভানন্তর আলেগ্‌জন্দ্রিয়া নগর রাজধানী করিয়া সুচারু রূপে শোভিত করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বতন বিবিধ বিদ্যারত্নাধার স্বরূপ তথাকার পুস্তক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একচত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে খ্রীষ্টের ২৮৪ বৎসর পূর্ব্বে সংসার লীলা সম্বরণ করত পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। গ্রীক বংশীয় রাজারদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বহু গুণালঙ্কৃত ছিলেন, উত্তর কালীন রাজারা প্রায় কেহই ন্যায়, ধর্ম্মাচরণ, বুদ্ধি কৌশল এবং বদান্যতায় তাঁহার তুল্য হইতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ং বিদ্যাবিশারদ ছিলেন এবং প্রজারদের মধ্যেও পাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখিলে বহু অনুরাগ পুরঃসর সাহায্য করিতেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার সমীচীনা ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ রসগ্রহ থাকাতে উত্তমং দার্শ-

also invited to his court, and placed in the schools which he had established in Alexandria, all those who were then most distinguished for scientific acquirements. To him learning and philosophy owe numerous and deep obligations; and for nothing are they more indebted than the practical direction which he gave to the pursuits of science, by withdrawing the speculations of the learned from the entities and quiddities of metaphysics, and the barren subtilties of Scholastic systems of disputation, in order to engage them in the more profitable studies of history, geometry, medicine, and philosophy. In this indeed consisted the true glory of his reign. The employment to which he devoted his accomplished mind, and the encouragement which he afforded to true learning, reflect greater honour upon the memory of Ptolemy Soter, than all the magnificence of the Serapeion, all the brilliant utility of the Pharos, or the success which crowned his arms and issued in the extension of his empire. Besides the provinces originally assigned to him, he acquired those of Cœlo-Syria, Ethiopia, Pamphylia, Lycia, Caria, and some of the Cyclades.

His successor, Ptolemy Philadelphus, added nothing to the extent of the empire; nor did he perform any thing worthy of notice except further embellishing the city of Alexandria, and entering into an alliance with the Romans. In his time

নিক পণ্ডিত গণকে সর্ব্বদা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া রাজ-সভা উজ্জ্বল করিতেন এবং আলেগজন্দ্রিয়া নগরীতে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া তাঁহারদিগকে অধ্যক্ষতা করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহা হইতে বিদ্যা এবং দর্শন শাস্ত্রের অগণ্য উপকার দর্শিয়াছে, বিশেষতঃ তিনি পণ্ডিতবৃন্দকে অতীন্দ্রিয় অথচ অস্পষ্ট মানস পদার্থের অমূলক ও নিষ্ফল বাদজল্প বিতণ্ডা এবং শুষ্ক তর্ক হইতে নিবৃত্ত করিয়া পুরাবৃত্ত ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং বৈদ্যক ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি উপকারিণী অথচ পুরুষার্থ সাধিকা বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই বিদ্যা বৃদ্ধির উত্তম উপায় এবং তাঁহার প্রকৃত যশোলাভ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং পণ্ডিত হইয়া যথার্থ জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎসুক এবং অহরহ উদার কার্য্য সাধনে ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহার নাম যাদশ উজ্জ্বল হইয়াছে অন্যান্য রাজারদের সিরাপিয়ন নামক সুশোভিত প্রাসাদ এবং ফারস নামক মহোপকারি স্তম্ভ নির্ম্মাণেও তাদৃশ সুখ্যাতি হয় নাই, ফলতঃ তিনি বিদ্যানুরাগী প্রযুক্ত যদ্রূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া রাজ্যবৃদ্ধি করাতেও তদ্রূপ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি আদৌ যে প্রদেশের অধিকার পাইয়াছিলেন তদ্ব্যতীত পরে সিলো-সিরিয়া, ইথিওপিয়া, পাম্ফিলিয়া, লাইসিয়া, কেরিয়া, এবং সাইক্লেদ নামক কএক উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন।

তলমি সোতরের মরণান্তে তলমি ফিলাদেল্‌ফস রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। ইনি রাজ্যের বৃদ্ধি অথবা অন্য কোন উদার কার্য্য করিতে পারেন নাই কেবল আলেগজন্দ্রিয়া নগর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুশোভিত করিয়াছিলেন এবং রোমানদিগের সহিত মৈত্রতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে লিবিয়া

Magas the governor of Libya and Cyrene revolted, and held these provinces as an independent prince, notwithstanding the utmost efforts of Ptolemy to reduce him to obedience. At last an accommodation took place; and a marriage was proposed between Berenice, the only daughter of Magas, and Ptolemy's eldest son. But before this treaty could be carried into effect, Magas died; and Apamea, the princess's mother, afterwards did all in her power to prevent the match. This, however, she was unable to effect, though her intrigues produced a destructive war of four years' continuance with Antiochus Theus king of Syria, and the enacting of a cruel tragedy in the family of that prince. Philadelphus conveyed the waters of the Nile into the deserts of Libya, finished the Pharos near the harbour of Alexandria, and laboured to improve the navigable canal which connected the capital with both the Red Sea and the Mediterranean. But he dishonoured himself by resenting the advice given to his father by Demetrius the librarian, who recommended to Lagus to allow the succession to proceed in the natural course, and to settle the crown on his eldest to the exclusion of his second son.

About 246 years before Christ, Ptolemy Philadelphus died, and was succeeded by his eldest son Ptolemy, who had been married to Berenice, the

এবং সাইরিন দেশের অধ্যক্ষ মেগাস বিদ্রোহ করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তিনি তাহার দমন করণার্থ অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে পরস্পর মিল হওয়াতে মেগাসের কন্যা বেরিনিশীর সহিত তলমির জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইবার অগ্রে মেগাসের মৃত্যু হওয়াতে ঐ কুমারীর মাতা আপামিয়া খলতা পূর্ব্বক বিবাহে ব্যাঘাত করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল পরন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই তাহাতে কেবল সিরিয়ারাজ আন্তিওকস থিও-সের সহিত চারি বৎসর পর্য্যন্ত এক রক্তারক্তি যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং ঐ রাজসদনে পরিজনের মধ্যে অনেক হিংসা প্রকাশ পায়। উক্ত তলমি লিবিয়া দেশের নির্জ্জল ক্ষেত্র নীল নদীর বারি প্রবাহ দ্বারা সিক্ত করিয়াছিলেন এবং আলেগজ-ন্দ্রিয়া নগর সন্নিহিত সমুদ্র কূলে ফারস নামক স্তম্ভ সমাপ্ত করিয়াছিলেন আর যে নাবিক কার্য্যোপযোগি প্রণালীর দ্বারা ঐ নগর লাল সমুদ্র এবং ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত সংযুক্ত ছিল তাহার শোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি অতি নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন দিমিত্রিয়স নামক গ্রীক পণ্ডিত যিনি রাজধানীস্থ পুস্তক মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিতেন তিনি গত রাজাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বে কনিষ্ঠকে রাজ্য দান করিতে নিষেধ করাতে তলমি ফিলাদেল্‌ফস তাঁহার প্রতি অন্তঃ ক্রুদ্ধ হয়েন অতএব পিতবিয়োগানন্তর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐ পণ্ডিতকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টের ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে তলমি ফিলাদেলফসের পঞ্চত্ব হয়, তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তলমি রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঐ তলমি মেগাস রাজার কন্যা বেরিনি-

daughter of Magas, as above stated. In the beginning of his reign he found himself engaged in a war with Antiochus Theus king of Syria. In this, however, he proved victorious, and brought with him two thousand five hundred statues and pictures, amongst which were many of the ancient Egyptain idols, which had been carried away by Cambyses into Persia. These were restored by Ptolemy to their ancient temples, and in memory of this pious act the Egyptians conferred on him the surname of *Euergetes*, or the *Beneficent*. In the expedition against Theus he greatly enlarged his dominions, made himself master of several countries situated beyond Mount Taurus, and carried his arms to the confines of Bactria. An account of these conquests was drawn up by Ptolemy himself, and inscribed on a monument, to the following effect:

"Ptolemy Euergetes, having received from his father the sovereignty of Egypt, Libya, Syria, Phœnice, Cyprus, Lycia, Caria, and the other Cyclades, assembled a mighty army of cavalry and infantry, with a great fleet and elephants out of Trogloditia and Ethiopia, some of which had been taken by his father, and the rest by himself, and brought thence and trained up for war. With this great force he sailed into Asia, and having conquered all the provinces which are situated on this side of

শীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি রাজ্যারম্ভ করিয়াই সিরিয়া-রাজ আন্তিওকস থিওসের সহিত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন পরে সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দুই সহস্র পঞ্চ শত প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রিত ছবি এস্যা খণ্ড হইতে আনিয়াছিলেন এবং কাম্বাইশিস রাজা ইজিপ্তীয় যেং দেব বিগ্রহ হরণ করিয়া পারস্য দেশে লইয়া গিয়াছিলেন তাহারও অনেক গুলা ঐ রূপে স্বদেশে আনিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রাচীন মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রজারা তাঁহার ঐ ধর্ম্ম নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে "ইউর্গেতিস" অর্থাৎ "সদাচারি" উপাধি দিয়াছিল। উক্ত রাজা সিরিয়া দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিবার কালে আপনার রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তরস পর্ব্বত পারে অনেক দেশ জয় করিয়া বাক্ত্রিয়া পর্য্যন্ত রণযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্বয়ং রচনা করিয়া এক স্তম্ভোপরি লেখাইয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা।

"তলমি ইউর্গেতিস পিতার মরণান্তে ইজিপ্ত, লিবিয়া, সিরিয়া, সাইপ্রস, কেরিয়া এবং সাইক্লেদ প্রভৃতি উপদ্বীপের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া পদাতিক অশ্বারোহি অর্ণব যান এবং যুদ্ধোৎসাহি হস্তি সমেত মহাবল পরাক্রান্ত সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ঐ গজ যূথের মধ্যে কতক গুলা তাঁহার পিতৃ দ্বারা ত্রগ্লোদিসিয়া এবং ইথিওপিয়ার ক্ষেত্র হইতে আহৃত হয় এবং কতক গুলা স্বয়ং আনিয়া রণ কৌশল শিক্ষা করান। অপর তিনি ঐ মহাসৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে জল পথে এস্যা খণ্ডে যাত্রা করিয়া সিলিসিয়া, পাম্ফিলিয়া আইও

the Euphrates. Cilicia, Pamphylia, Ionia, the Hellespont, and Thrace, he crossed the river with all the forces of the conquered countries, and the kings of those nations, and reduced Mesopotamia, Babylonia, Susiana, Persia, Media, and all the country as far as Bactria.

On his return from this expedition, he passed through Jerusalem, where he offered many sacrifices to the God of Israel, and never afterwards expressed great favour for the Jewish nation. At this time the Jews were tributaries of the Egyptian monarchs, and paid them annually twenty talents of silver. This tribute, however, Onias, then high priest, had for a long time neglected to pay, and the arrears in consequence now amounted to a very large sum. Soon after his return, therefore, Ptolemy sent one of his courtiers named Athenion to demand the money, and instructed him to acquaint the Jews that the would make war upon them in case of refusal. A young man, however, named Joseph, nephew of Onias, not only found means to avert the king's anger, but even got himself appointed receiver-general, and by his faithful discharge of that important trust continued in high favour with Ptolemy as long as he lived.

Having at last concluded a peace with Seleucus, the successor of Antiochus Theus king of Syria, Ptolemy Euergetes attempted the enlargement of his dominions

নিয়া, হেলেস্পন্ত, থ্রেস প্রভৃতি ইউফ্রেতিস নদী তীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং পরাজিত রাজাগণ ও তাহারদের সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া নদী পার হইয়া মিসোপোতেমিয়া, বাবিলন, সুসিয়ানা, এবং মিদ ও পারস্য অবধি বাক্ত্রিয়া পর্য্যন্ত যাবদীয় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন"।

তিনি যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন কালে যিরুশালেম নগরে প্রবেশ করিয়া ইস্রাএল লোকদিগের আরাধ্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তদবধি য়িহুদি দিগের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। য়িহুদিরা তৎকালে ইজিপ্ত রাজ্যাধীন হইয়া বিংশতি তালন্ত রৌপ্য মুদ্রা বাৎসরিক কর স্বরূপ প্রদান করিত, কিন্তু সে সময়ের মহাযাজক ওনায়াস অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিত কর প্রদান না করাতে ইজিপ্ত রাজের অনেক টাকা প্রাপ্তব্য হইয়াছিল, অতএব তলমি উক্ত দেশে উপস্থিত হইয়া এথিনিয়ন নামে এক জন অমাত্যকে কর আদায় করণার্থ প্রেরণ করিয়া য়িহুদি দিগকে কহিলেন যে শীঘ্র কর প্রদান না করিলে যুদ্ধ হইবেক, ইত্যবসরে মহাযাজকের ভ্রাতুষ্পুত্র যোষেফ নামে এক যুবক কৌশল পূর্ব্বক রাজার ক্রোধ শান্তি করিল এবং আপনি কর সংগ্রাহক পদ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাস্য রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে যাবজ্জীবন রাজানুগ্রহ ভাজন হইয়াছিল।

অনন্তর তলমি সিরিয়া রাজ আন্তিওকসের উত্তরাধিকারি সেলুকসের সহিত সন্ধি করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করিতে যত্ন করিলেন এবং যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া দিয়া অথবা

to the south; and in this he was so successful that he made himself master of all the coasts of the Red Sea, both on the Arabian and Ethiopian shores, as far as the entrance of the Strait of Dira or Babelmandeb. On his return he was met by ambassadors from the Achæans, who came to implore his assistance against the Ætolians and Lacedæmonians. This the king readily promised; but the envoys having in the mean while engaged Antigonus king of Macedonia to support them, Ptolemy was so much offended that he sent powerful succours to Cleomenes king of Sparta, hoping thereby to humble both the Achæans and their new ally Antigonus. In this, however, he was disappointed; for Cleomenes, after having gained very considerable advantages over the enemy, was at last defeated in the battle of Sellasia, and obliged to take refuge in Ptolemy's dominions. He was received by the Egyptian monarch with the greatest kindness, and a yearly pension of twenty-four talents was assigned him, with a promise of restoring him to the Spartan throne; but before this could be accomplished, the king of Egypt died, in the twenty-seventh year of his reign, and was succeeded by his son Ptolemy Philopater.

At this period the Egyptian empire had attained to a great height of power: and if the succeeding monarchs had been careful to preserve what was

বাবেলমাণ্ডেব নামক মোহানা পর্য্যন্ত লাল সমুদ্রের উভয় কূলস্থ সকল দেশ জয় করিলেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন আকায়ানেরা ইতোলিয়ান এবং লাসিডিমো-নিয়ান জাতির প্রতিকূলে সাহায্য প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করি-য়াছে। রাজা দূত দিগের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু তৎপরেই শুনিলেন যে দূতেরা মাসি-দন রাজ আন্তিগোনসের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাহারদের কিঞ্চিন্মাত্র আনুকূল্য করিলেন না বরং তাহাদিগকে নুতন মিত্র আন্তিগোনসের সহিত খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত তাহারদের বিপক্ষ স্পার্টারাজ ক্লিওমিনি-সকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন কিন্তু এ বিষয়ে ইজিপ্তরাজ মনোভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন নাই কেননা ক্লিও-মিনিস প্রথমতঃ কএক বার যুদ্ধে প্রবল হইলেও অবশেষে সালেশিয়া ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া ইজিপ্ত দেশে পলায়ন পর হইতে বাধিত হইয়া ছিলেন। ইজিপ্ত রাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার ভরণ পোষণের নিমিত্ত চতুর্বিংশতি তালন্ত মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি রূপে দান করত তাঁহাকে স্পার্টা রাজ্যে পুনরভিষিক্ত করিতে অঙ্গী-কার করিলেন কিন্তু সে অঙ্গীকার পালন না হইতেং ইজিপ্ত রাজ সপ্ত বিংশতি বৎসর রাজ্য করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন তাহাতে তলমি ফাইলোপেতর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ কালে ইজিপ্ত রাজ্য মহা প্রভাব শালি হইয়া ছিল, ইউর্গেতিসের উত্তরাধিকারি রাজারা যদি তাঁহার জিত দেশ সকল যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিত তবে বোধ হয় ইজিপ্ত রাজ্য রোমি

transmitted to them by Euergetes, it is probable that Egypt might have been capable of holding the balance against Rome, and, after the destruction of Carthage, might have prevented that haughty city from becoming mistress of the world. But after the death of Ptolemy Euergetes, the Egyptian empire being governed only by weak or vicious monarchs, rapidly declined; and henceforth it makes no conspicuous figure in history. Ptolemy Philopater commenced his reign with the murder of his brother; after which he gave himself up to all manner of licentiousness, and the kingdom fell into a state of anarchy. Cleomenes the Spartan king still resided at court; and being now unable to bear the dissolute manners which prevailed there, he pressed Philopater to give him the assistance which had been promised for restoring him to the throne of Sparta. This he insisted upon the more, because he had received advice that Antigonus king of Macedonia was dead, that the Achæans were engaged in a war with the Etolians, and that the Lacedæmonians had joined the latter against the Achæans and Macedonians. Ptolemy, when afraid of his brother Magas, had indeed promised to assist the king of Sparta with a powerful fleet, hoping by this means to attach the latter to his own interest; but now when Magas no longer stood in the way, it was determined by the king, or rather his

রাজ্যের তুল্য হইয়া কার্থেজ বিনাশের পর রোমান দিগের দর্প চূর্ণ করিয়া তাহারদের সার্ব্বভৌমত্বে ব্যাঘাত করিতে পারিত, কিন্তু ফলে বিপরীত ঘটনা হইয়া উঠিল, তলমি ইউর্গেতিসের উত্তরাধিকারিরা দুর্ব্বল এবং দুরাচারি হওয়াতে অবিলম্বে ইজিপ্ত রাজ্যের প্রভাব ক্ষয় পাইতে লাগিল সুতরাং পুরাবৃত্ত বর্ণনায় তৎপরে আর তথাকার শ্রীবৃদ্ধির কোন কথা শুনা যায় না। তলমি ফাইলোপেতর রাজ্যারম্ভ করিয়া ভ্রাতৃ হত্যার পাতকে পতিত হইয়াছিলেন এবং পরেও কেবল রঙ্গ রস ও লম্পটতায় মত্ত হইয়া থাকিলেন একারণ দেশ শীঘ্রই অরাজক অবস্থায় পড়িল। স্পার্টা রাজ ক্লিওমিনিস তৎকালে ইজিপ্ত দেশে বাস করিতেন, তিনি ইজিপ্ত রাজের লম্পিট্য দেখিয়া সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া প্রতিশ্রুত বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট স্পার্টা রাজ্য লাভার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন মাসিদন রাজ আন্তিগোনসের মৃত্যু হইয়াছিল এবং আকায়ানেরা ইতোলিয়ানেরদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল আর স্পার্টা দেশীয় লোকেরা ইতোলিয়ানেরদের সহিত মিল করিয়া আকায়ান এবং মাসিদনীয় লোকদিগের প্রতিকূলে সংগ্রামের উদ্যোগ করিতেছিল, এই সংবাদ শ্রবণে ক্লিওমিনিস ইজিপ্ত রাজের নিকট প্রতিজ্ঞানুযায়ি সাহায্যার্থ বিশেষ ব্যগ্রতা করিতে লাগিলেন। তলমি আপন ভ্রাতা মেগাসের ভয়ে স্পার্টা রাজকে অনুগত করণার্থ অর্ণব যান এবং সৈন্য দিয়া আনুকূল্য করিতে প্রথমতঃ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কিন্তু পরে ভ্রাতৃ হত্যা করত নিষ্কণ্টক হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে অনিচ্ছু হইলেন, এবং স্পার্টা রাজের আনুকূল্য করা দূরে থাকুক বরং অমাত্য গণের

ministers, that Cleomenes should not be assisted, nor even allowed to quit the kingdom. Of the disorders which ensued in the government, Antiochus king of Syria, surnamed the Great, took advantage, and attempted to wrest from the hands of Ptolemy the provinces of Cœlo-Syria and of Palestine. But in this he was unsuccessful, and might easily have been driven altogether out of Syria, had not Ptolemy been too much occupied with his debaucheries to think of carrying on the war. The discontent occasioned by this negligence soon produced a civil war in his dominions: and the whole kingdom continued in the utmost confusion and disorder until his death, which happened in the seventeenth year of his reign and thirty-seventh of his age. A slave to his passions, addicted to cruelty, and incapable of governing, he at that early age sunk under a ruined constitution, amidst the universal scorn and contempt of mankind.

In this reign the Jews were inhumanly persecuted. The hatred of this people entertained by Philopater arose out of a remarkable occurrence. Whilst engaged in his Syrian expedition, the king of Egypt had attempted to enter the temple of Jerusalem; but he was prevented doing so by the Jews, a circumstance which filled him with the utmost rage against the whole nation. On his return to Alexandria, being resolved to make those who dwelt

মন্ত্রণায় তাঁহাকে নিজ রাজ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাই ধার্য্য করিলেন। শরণ প্রার্থি অতিথি স্বরূপ রাজার প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার হওয়াতে ইজিপ্ত দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, মহান্ উপাধিধারি সিরিয়া রাজ আন্তিওকস তাহা শুনিয়া এই সুযোগে সিলো-সিরিয়া এবং পালেস্তিন দেশ তলমির হস্ত হইতে হরণ করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু তাঁহার যত্ন সফল হইল না বরং তিনি আপনি ঘোরতর দুর্গতিতে পড়িলেন। ইজিপ্তরাজ লম্পটতাচরণে অতিশয় মত্ত হইয়া যুদ্ধে বিরত না হইলে সমুদয় সিরিয়া হইতে তাহাকে অনায়াসে দূরীকৃত করিতে পারিতেন। ইজিপ্তীয় লোকেরা রাজার রণ শৈথিল্য দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া গৃহ বিবাদ উপস্থিত করিল তাহাতে তলমির মৃত্যু পর্য্যন্ত ইজিপ্ত রাজ্যে তুমুল কলহ ও গোলযোগ প্রবল হইয়া রহিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই তলমি সপ্তদশ বর্ষ রাজ্য করিয়া সপ্ত ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত কামুক এবং নিষ্ঠুর স্বভাব আর প্রজাপালনে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন সুতরাং লোকের নিকটে ঘৃণিত হইয়া লাম্পট্য প্রমাদে শারীরিক তেজোভ্রষ্ট প্রযুক্ত নবীন বয়সেই কৃতান্তের গ্রাসে পড়িলেন।

উক্ত রাজা য়িহুদি জাতির প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার করিয়াছিলেন, তিনি এক অদ্ভূত ব্যাপারের কারণ অন্যায় ক্রোধ করিয়া তাহার দিগের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিরিয়া রাজের সহিত যুদ্ধ কালে তিনি একদা যিরুশালেমের মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ধর্ম্মতঃ অবৈধ হওয়াতে য়িহুদিরা তাঁহাকে সে পবিত্রালয়ে পদার্পণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল এই কারণ তাঁহার মনে য়িহুদি জাতির প্রতি অতিশয় ক্রোধ জন্মিয়াছিল অতএব আলেগজন্দ্রিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া

in that city feel the first effects of his vengeance, he published a decree, which he caused to be engraved on a pillar erected at the gate of his palace, excluding all those who refused to sacrifice to the gods worshipped by the king; by which means the Jews were debarred from suing for justice, or obtaining protection, when they happened to require it. By the favour of Alexander the Great, Ptolemy Soter, and Ptolemy Euergetes, the Jews at Alexandria had enjoyed the same privileges with the Macedonians. In that metropolis, indeed, the inhabitants were divided into three classes. In the first were the Macedonians, the original founders of the city, and the Jews; in the second were the mercenaries who had served under Alexander; and in the third the native Egyptians. By another decree, however, Ptolemy now ordained that the Jews should be degraded from the first rank, and enrolled among the native Egyptians; but that he might not seem to be an enemy to the whole nation, he declared that those who sacrificed to the gods of the Egyptians should enjoy their former privileges, and remain in the first class. Yet notwithstanding this tempting offer, only three hundred out of many thousand Jews who lived in Alexandria could be prevailed upon to abandon their religion in order to save themselves from slavery. Meanwhile, the apostates were excommunicated by their brethren; and this being

প্রথমতঃ তত্রস্থ য়িহুদি দিগকে দারুণ শাস্তি দিবার মানসে এক আজ্ঞা পত্র প্রচার করত রাজ সদনস্থ তোরণের সন্নিহিত স্তম্ভের উপর খোদিত করাইলেন, সে আজ্ঞা পত্রের তাৎপর্য্য এই যাহারা রাজার আরাধিত দেবতারদের উদ্দেশে বলিদান ও পূজাদি করিতে আপত্তি করিবে তাহারা কোন বিষয়ে রাজ নীত্যনুযায়ি বিচার প্রাপ্ত হইবে না, সুতরাং য়িহুদিরা নিরাকার ঈশ্বর বাদি হওয়াতে রাজ দ্বারে প্রয়োজন মতে আর বিচারের অথবা ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নিবেদন করিতে পারিল না। য়িহুদিরা মহান্ আলেগজন্দর রাজার অনুকম্পায় এবং তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি তলমি সোতর ও তলমি ইউর্গেতিসের অনুগ্রহে মাসিদোনীয় লোকদিগের ন্যায় আলগজন্দ্রিয়া নগরে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে অনুমতি পাইয়া ছিল। তৎ কালে ঐ নগরস্থ প্রজারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, নগর নির্ম্মাণ কারক মাসিদোনীয়েরা এবং য়িহুদিরা প্রথমশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইত এবং আলেগজন্দর রাজার অন্যান্য বৈতনিক সেনারা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভুক্ত ছিল আর ইজিপ্ত দেশীয় প্রজারা তৃতীয় শ্রেণী রূপে গ্রাহ্য হইত। তলমি ঐ ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে এই নিয়ম করিলেন যে য়িহুদি লোকেরা পদচ্যুত হইয়া ইজিপ্তীয় প্রজারদের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইবে কেবল যাহারা ইজিপ্তীয় দেবতারদের সমক্ষে বলিদান অর্চ্চনাদি করিবে তাহারাই পূর্ব্ববৎ মর্য্যাদা ভাজন হইয়া প্রথম শ্রেণীতে থাকিবেক, কিন্তু রাজা এই প্রকার মর্য্যাদার লোভ দেখাইলেও আলেগজন্দ্রিয়া নগরে সহস্রং য়িহুদিজাতির মধ্যে কেবল তিন শত লোক সাংসারিক সম্পত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার্থ স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ধর্ম্ম পরায়ণ য়িহুদিরা দল ত্যাগি লোকদিগকে পতিত ও আচার ভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া নিজ সম্প্রদায় হইতে দূরীকৃত করিল,

construed as done in opposition to the king's order, exasperated him so much that he resolved to extirpate the whole nation, beginning with the Jews who lived in Alexandria and other cities of Egypt, and proceeding thence even to Judea and Jerusalem itself. Accordingly he commanded the Jews who lived in any part of Egypt to be brought in chains to Alexandria, and there to be shut up in the Hippodrome; and having sent for the master of the elephants, he ordered that functionary to have five hundred of these animals in readiness against the next day, to be let loose upon the Jews. But when at length the elephants were let loose, instead of falling upon the Jews, they turned their rage against the spectators and soldiers, great numbers of whom were destroyed; and this elephantine retribution, together with some strange appearances which were at the same time observed in the air, so terrified the king that he commanded the Jews to be immediately set at liberty, and restored them to their former privileges.

The death of Philopater was followed by a minority, his son and successor Ptolemy Epiphanes being only five years old at the period of his demise. This minority was chiefly remarkable for having afforded the Romans an opportunity of interfering in and powerfully influencing the affairs of Egypt. When owing to the extreme youth of the Egyptian

তাহাতে তলমি তাহারদিগকে রাজ বিদ্রোহি জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং আলেগজন্দ্রিয়া ও ইজিপ্তের অন্তঃপাতি অন্যান্য নগর অবধি য়িহুদিয়া ও যিরুশালেম পর্য্যন্ত যত দেশ য়িহুদি ছিল সকলকে নষ্ট করিয়া তাহারদের জাতি নির্ম্মূল করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতএব ইজিপ্ত দেশস্থ য়িহুদি জাতীয় যাবদীয় লোককে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আলেগজন্দ্রিয়া নগরে আনাইয়া অশ্ব ধাবন ক্ষেত্রে রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন, পরে গজ রক্ষক রাজ পুরুষকে ডাকাইয়া কহিলেন যে পাঁচ শত মত্ত হস্তী আনিয়া পরদিনে উক্ত য়িহুদিদিগের মধ্যে ত্যাগ করিতে হইবে। অনন্তর হস্তি সকল য়িহুদিদিগের প্রতিকূলে প্রেরিত হইলে তাহারা তাহারদের কোন প্রকার অনিষ্ট না করিয়া বরং দর্শক এবং সেনাগণের প্রতি রাগ প্রকাশ করত তাহারদেরি অনেককে বধ করিয়া ফেলিল। রাজা হস্তিদিগের এই অদ্ভুত প্রমাদ দেখিয়া এবং আকাশেও নানাবিধ দুর্লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত ভতী হইয়া তৎক্ষণাৎ য়িহুদিদিগের বন্ধন মোচন করিয়া তাহারদিগকে পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রান্ত পদে পুনঃ স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ফাইলোপেতরের মরণান্তে তাঁহার পুত্র তলমি এপিফেনিস রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন কিন্তু ঐ নব্য রাজা তৎকালে পঞ্চবর্ষ মাত্র বয়স্ক প্রযুক্ত রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহে অক্ষম ছিলেন তাহাতে রোমানেরা তদ্দেশীয় বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিয়া আপনারদের অভীষ্ট সিদ্ধি করণের সুযোগ পাইল। সিরিয়া এবং মাসিদন দেশের রাজারা ইজিপ্ত রাজকে অপ্রাপ্ত ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার রাজ্য বিভাগ করিয়া লইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন

monarch, the kings of Syria and Macedonia had resolved to dismember and divide his dominions, the guardians of the young prince made application to Rome to interpose her authority in the cause of justice, and to prevent the aggrandisement of two grasping and unprincipled monarchs with the spoils of an unoffending country. It was always the policy of Rome to mask her ambitious views under the show of a regard to justice; and this application, which furnished the necessary pretence, whilst it held out hopes of future advantage, appeared too inviting to be refused. The request of the guardians was promptly granted, and Marcus Æmilius Lipidus set sail for Alexandria to assume the direction of affairs, whilst ambassadors were dispatched to Antiochus and Philip, to make known to them the line of policy which the republic had resolved to pursue. But the peace which Rome thus dictated terminated when Epiphanes took the sceptre into his own feeble hand. As he became corrupt, his subjects grew discontented; various conspiracies were formed against him; and although these were discovered and detected, he at length fell by the hands of an assassin, in the twenth-ninth year of his age, and the twenty-fourth of his reign.

Ptolemy Epiphanes was succeeded by Ptolemy Philometor, who was only six years old. In the beginning of this reign a war commenced with

তাহাতে ইজিপ্ত রাজের রক্ষক রাজপুরুষেরা রোমানদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করত নিবেদন করিল যেন তাঁহারা উক্ত রাজ্যলোভি ও স্বেচ্ছাচারি নৃপতি দ্বয়কে এক জন নির্দ্দোষ রাজ কুমারের বিষয় হরণ করিয়া প্রভাব শীল হইতে না দেন। রোমানেরা সর্ব্বদাই অত্যাচারির দমনচ্ছলে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে অনুরক্ত হইত সুতরাং ইজিপ্তের লোকেরা শরণ প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ছলে অবশেষে আপনাদের বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এই ভাবিয়া সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিল এবং ইজিপ্ত রাজ কুমারের রক্ষক গণের নিবেদনানুসারে মার্কস ইমিলিয়স লেপিদসকে তথাকার রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহের ভারার্পণ করিয়া জাহাজ যোগে আলেগজন্দ্রিয়া নগীরে প্রেরণ করিল এবং সিরিয়া ও মাসিদনের রাজা আন্তিওকস ও ফিলিপের নিকটেও দত দ্বারা ইজিপ্ত সম্বন্ধীয় আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। উক্ত নৃপতিরা রোমান দিগের ভয়ে ইজিপ্ত দেশে যুদ্ধ করিতে বিরত হওয়াতে সমস্ত বিরোধের শান্তি হইল কিন্তু ঐ সন্ধি অনেক কাল পর্য্যন্ত থাকিল না, এপিফেনিস বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ধির অবসান হইল। ঐ রাজা আচার ভ্রষ্ট হওয়াতে প্রজারা সকলে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল এবং অনেকে তাঁহার প্রতিকূলে কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল, সে কুমন্ত্রণা প্রকাশ হওয়াতে রাজ বিদ্রোহি গণের দমন হইয়া ছিল বটে কিন্তু রাজা অবশেষে এক জন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে বিনষ্ট হইলেন অতএব তিনি চতুর্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া উনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃ ক্রমে প্রাণ ত্যাগ করেন।

তলমি এপিফেনিসের মরণান্তে তলমি ফাইলোমিতর ছয় বর্ষমাত্র বয়ঃ ক্রমে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার রাজ্যারম্ভ কালে সিরিয়া রাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল কেননা

the king of Syria, who, in the preceeding reign, had seized upon the provinces of Cœlo-Syria and Palestine. In the course of the war Philometor was either voluntarily delivered up to Antiochus, or taken prisoner; and the Alexandrians, despairing of his ever being able to recover his liberty, raised to the throne his younger brother, who took the name of Euergetes II., but was afterwards called Physcon, on account of the prominent abdominal rotundity which by his gluttony and sensual indulgence he had acquired. Physcon, however, was scarcely seated on the throne, when Antiochus Epiphanes, returning into Egypt, expelled him from that country, and restored the whole kingdom, except Pelusium, to Philometor. His design was to foment a war between the two brothers, that he might have an opportunity of seizing the kingdom for himself; and with this view he retained possession of the city of Pelusium, by which, as it formed the key of Egypt, he might at his pleasure enter the country. But Philometor, apprised of his design, invited Physcon to an accommodation, which was happily effected by their sister Cleopatra; and in virtue of the agreement then entered into, the brothers consented to reign jointly, and to oppose to the utmost of their power Antiochus, whom they considered as a common enemy. This family compact did not suit the views of the king of Syria, who invaded

সিরিয়া রাজ পূর্ব্ববর্ত্তি রাজার অধিকার কালে সিরিয়া এবং পালেস্তিন দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ফাইলোমিতর ঐ যুদ্ধে শত্রু হস্তে পতিত হইলেন, তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আন্তিওকসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল অথবা তিনি বন্দিরূপে গৃহীত হইয়া থাকিবেন। তাহার শত্রুহস্তে পতিত হইবার যে কারণ হউক কিন্তু আলেগজন্দ্রিয়া নগরস্থ লোকেরা অনুমান করিয়াছিল তাঁহার বন্ধন মোচন কখনই হইবে না, এই ভাবিয়া তাহারা দ্বিতীয় ইউর্গেতিস নামধারি তাঁহার অনুজকে সিংহাসনারূঢ় করিল, ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত উদরম্ভরি ও ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত ছিল একারণ পীনোদর প্রযুক্ত পরে ফিস্কন (অর্থাৎ গোলাকৃত মাংসপিণ্ড) উপাধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ফিস্কন রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইবা মাত্র আন্তিওকস এপেফেনিস ইজিপ্তে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া পেলুসিয়ম নগর ব্যতীত সমস্ত রাজ্যে ফাইলোমিতরকে পুনঃস্থাপিত করিলেন, তিনি ঐ দুই ভ্রাতারদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উত্থাপন করিয়া আপনি রাজ্য হরণ করিবার সুযোগ করিতে মানস করিয়াছিলেন এই নিমিত্তে পেলুসিয়ম নগর আপনার অধিকারে রাখিলেন কেননা সেই নগর ইজিপ্তের পুরদ্বার স্বরূপ ছিল সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ঐ দেশে প্রবেশ করিতে পারিতেন। ফাইলোমিতর সিরিয়া রাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আপনার অনুজ ফিস্কনকে ডাকিয়া পরস্পর মিলন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহারদের ভগিনী ক্লিওপাত্রা উভয়কেই সৎপরামর্শ দেওয়াতে দুই ভ্রাতা জ্ঞাতি বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক এক চিত্ত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে দুই জনে একত্র রাজ্য ভোগ করত সাধারণ শত্রু আন্তিওকসের প্রাতিকূল্য করিতে সাধ্যানুসারে ক্রটি করিবেন না। সিরিয়া রাজ তাঁহারদের পরস্পরের মিত্রতা দেখিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বিফল ভাবিয়া ভরিং

Egypt with a mighty army; but the Romans interfered, and prevented him from seizing on the country.

The two brothers were no sooner freed from the apprehensions of a foreign enemy than they began to quarrel with each other; and their differences soon reached such a height that the Roman senate interposed. But before the ambassadors employed to inquire into the merits of the cause could arrive in Egypt, Physcon had driven Philometor from the throne, and obliged him to quit the kingdom. On this the dethroned prince fled to Rome, where he was very kindly received by the senate, who immediately decreed his restoration. He was reconducted accordingly, and on the arrival of the ambassadors in Egypt, an accommodation between the two brothers was negociated. By this agreement Physcon was put in possession of Libya and Cyrene, and Philometor of all Egypt and the island of Cyprus; each of them being declared independent of the other in the dominion allotted to them. The treaty, as usual, was confirmed with oaths and sacrifices, and was broken almost as soon as made. Physcon was dissatisfied with his share of the dominions, and he therefore sent ambassadors to Rome to require that the island of Cyprus might be added to his other possessions. But this the ambassadors failed to obtain, and accordingly Physcon proceeded to Rome in person. His demand was evidently

সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ইজিপ্তদেশ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু রোমানেরা তাঁহাকে সে দেশ অধিকার করিতে দেয় নাই।

পরে উক্ত ভ্রাতারা বিদেশীয় সাধারণ শত্রু ভয় হইতে রক্ষা পাইয়া পুনশ্চ পরস্পর দ্বেষ করিতে লাগিল তাহাতে তাহারদের মধ্যে অবিলম্বে এমত তুমুল কলহ উপস্থিত হইল যে রোম দেশীয় সেনেটরেরা তদ্বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন কিন্তু রোমানেরদের দূত ঐ বিষয় নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত ইজিপ্ত দেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ফিস্কন ফাইলোমিতরকে পদচ্যুত করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ঐ রাজ্যচ্যুত রাজা রোম নগরে পলায়ন করাতে সেনেটরেরা সমাদর পূর্ব্বক তাঁহারি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে পুনশ্চ রাজ্যাভিষিক্ত করাইতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব রোমান দূতেরা সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে ইজিপ্ত দেশে লইয়া গেলে দুই ভ্রাতার মধ্যে পুনশ্চ সন্ধি ধার্য্য হইল, তাহাতে ফিস্কন লিবিয়া এবং সাইরিন দেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং ফাইলোমিতর ইজিপ্ত ও সাইপ্রস উপদ্বীপের আধিপত্য পাইলেন, আর কেহ কাহারও অধীন না হইয়া উভয়েই আপন২ রাজ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারদের সন্ধি পত্র তখনকার রীত্যনুসারে যাগ যজ্ঞ শপথ পূর্ব্বক দেবতারদিগকে সাক্ষি করিয়া ধার্য্য হইলেও তাহারা তাহার অন্যথা করণে সঙ্কোচ করিল না, ফিস্কন আপনার অংশ ক্ষুদ্র. জ্ঞান করিয়া রাজ্য বিভাগে অসন্তুষ্ট হইয়া রোম নগরে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে সাইপ্রস উপদ্বীপও তাঁহার রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হয়, পরন্তু রোমানেরা দূতের বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না তাহাতে ফিস্কন স্বয়ং তথায় প্রস্থান করিলেন। ফিস্কনের প্রার্থনা অত্যন্ত অসঙ্গত ছিল কিন্তু রোমানেরা বিবেচনা করিল ইজিপ্ত রাজ্য দুর্ব্বল হইলে তাহার-

unjust, but the Romans, considering it as their interest to weaken the power of Egypt, without further ceremony adjudged to him the island in question.

Physcon set out from Rome along with two ambassadors; and having arrived in Greece on his way to Cyprus, proceeded to raise a number of mercenaries, with a design to sail immediately for that island and conquer it. But the Roman ambassadors having informed him that they were commanded to put him in possession of it by fair means, and not by force, he dismissed his army, and returned to Libya, whilst one of the ambassadors proceeded to Alexandria. Their design was to bring the two brothers to an interview on the frontiers of their dominions, and there to settle matters in an amicable manner. But the ambassador who went to Alexandria found Philometor averse to comply with the decree of the senate; and in fact, he had recourse to so much evasion, that Physcon sent the other also to Alexandria, hoping that the joint persuasions of the two would induce Philometor to comply. But the king, after entertaining them at an immense charge for forty days, at last plainly refused to submit, and informed the ambassadors that he was resolved to adhere to the first treaty. Having received this answer, the Roman ambassadors departed, and were followed by others from the two brothers. The senate, however, not only

দের আপনারদের মঙ্গল হইবে অতএব কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়া উক্ত উপদ্বীপ ফিস্কনের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

ফিস্কন দুই জন রোমান দূত সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রস্থান করিয়া সাইপ্রস উপদ্বীপ জয় করিবার মানসে গ্রীশ দেশে বেতন ভোগি বিদেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন কিন্তু দূতেরা কহিল যে সেনেটরেরা কেবল সাম দ্বারা তাঁহাকে উক্ত উপদ্বীপের অধিকারী করিতে ধার্য্য করিয়াছেন এবং সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে ফিস্কন সৈন্য সামন্তকে বিদায় করিয়া আপনি লিবিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে দূতদিগের এক জন আলেগজন্দ্রিয়া নগরে প্রস্থান করিল, তাহারদিগের দুই জনের অভিপ্রায় ছিল যে দুই ভ্রাতাকে আপন২ রাজ্যের প্রান্তে একত্র সাক্ষাৎ করাইয়া সামদ্বারা নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু এক জন দূত আলেগজন্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ফাইলোমিতর সেনেটর দিগের আজ্ঞা মান্য করিতে অত্যন্ত বিরত হইয়া ছল দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তিতে কেবল ব্যাঘাত করিতেছেন, ফিস্কন তাহা শুনিয়া দুই জন দূত এক বাক্য হইয়া পরামর্শ দিলে ভ্রাতা সম্মত হইবেন এই ভাবিয়া অন্য দূতকেও তথায় প্রেরণ করিলেন। পরন্তু ফাইলোমিতর চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত মহা সমারোহ পূর্ব্বক বহুব্যয়ে দূতগণের আতিথ্য করিয়া অবশেষে স্পষ্টরূপে কহিলেন আমি আদ্য সন্ধি পত্র পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেনেটর দিগের দ্বিতীয় আজ্ঞায় সম্মত হইব না। রোমান দূতেরা এই স্পষ্টোক্তি শ্রবণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল পরে দুই ভ্রাতারাও রোম নগরে আপন২ দূত প্রেরণ করিলেন, সেনেটরেরা সভাস্থ হইয়া ঐ বিষয় পুনশ্চ আলোচনা করিয়া ফিস্কনের অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ও ফাই-

confirmed the decree in favour of Physcon, but renounced their alliance with Philometor, and commanded his ambassador to leave the city in five days.

In the mean time the inhabitants of Cyrene having heard unfavourable accounts of Physcon's behaviour during the short time he reigned in Alexandria, conceived so strong an aversion to him, that it was resolved to exclude him from their country by force of arms. On receiving intelligence of this resolution, Physcon hastened with all his forces to Cyrene, where he overpowered his rebellious subjects, and established himself in the kingdom. But his vicious and tyrannical conduct soon estranged from him the minds of his subjects; and some of them, having entered into a conspiracy against him, fell upon him one night as he was returning to his palace, wounded him in several places, and left him for dead. This he laid to the charge of his brother Philometor, and, as soon as he had recovered, undertook another voyage to Rome, where he made his complaints to the senate, and showed them the scars of his wounds, accusing his brother of having employed the assassins from whom he had received them. Though Philometor was known to be a man of humane and mild disposition, and therefore unlikely to have been concerned in such an attempt, yet the senate, offended at his refusing to submit to their decree concerning the island of Cyprus,

লোমিতরের সহিত মিত্রতা রক্ষায় বিরত হইলেন এবং তাঁহার দূতকে পাঁচ দিবসের মধ্যে রোম নগর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন।

ফিস্কন পূর্ব্বে কিয়ৎকাল আলেগ্জন্দ্রিয়া নগরে একাধিপত্য করাতে তাঁহার অত্যন্ত দুর্নাম হইয়াছিল সাইরিন দেশস্থ লোকেরা তাহা শুনিয়া তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বল দ্বারা স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিল অতএব তিনি স্বকীয় প্রজারদের বিদ্রোহিতাচরণের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সাইরিন দেশেই ত্বরায় সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বিদ্রোহি প্রজারদিগকে দমন করিয়া আপনার রাজপদ রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুরাচারি ও প্রজা পীড়ক ছিলেন তন্নিমিত্ত প্রজারা তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর অধিক বৈরিভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং কএক জনে তাঁহাকে নষ্ট করণার্থ একত্র মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিবার কালে রাত্রি যোগে তাঁহার উপর পড়িয়া খড়্গাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করত তাঁহাকে গতাসু ভাবিয়া পথিমধ্যে ফেলিয়া গেল। পরন্তু ফিস্কন ক্ষত বিক্ষত হইলেও গত শ্বাস হয়েন নাই। তিনি অগ্রজ ফাইলোমিতরের প্রতি ঐ অত্যাচারের দোষারোপ করিয়া সুস্থ হইবা মাত্র পুনশ্চ রোম নগরে যাত্রা করিলেন, তথায় সেনেটরদিগের নিকট ভ্রাতার নামে অভিযোগ করিয়া শরীরের ক্ষত চিহ্ন দেখাইয়া কহিলেন যে অগ্রজই ঐ অত্যাচারের মূল কারণ, তাঁহার আদেশেই হিংস্রক ঘাতুকেরা গোপনে রাজহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ফাইলোমিতর স্বভাবতঃ সুশীল এবং করুণার্দ্র চিত্ত ছিলেন অতএব ভ্রাতৃহিংসা করিবেন, এমত সম্ভাব্য ছিল না তথাপি সেনেটরেরা সাইপ্রস উপদ্বীপের বিষয়ে আপনারদের আজ্ঞা অমান্য হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ মিথ্যা অপবাদে কর্ণপাত করিতে লাগিলেন

listened to this false accusation, and carried their prejudices so far as not only to refuse an audience to his ambassadors, but to order them to depart immediately from the city. At the same time they appointed five commissioners to conduct Physcon to Cyprus, and to put him in possession of that island; enjoining all their allies in those parts to supply him with forces for that purpose.

Physcon having by this means got together an army which appeared to be sufficient for the purpose, landed in Cyprus; but being there encountered by Philometor in person, he was entirely defeated, and obliged to shelter himself in a city called Lapitho, where he was closely besieged, and at last obliged to surrender. Every one now expected that Physcon would have been treated as he deserved; but instead of punishing, his brother restored him to the government of Libya and Cyrene, adding some other territories instead of the island of Cyprus, and promising him his daughter in marriage. Thus an end was put to the war between the two brothers; the Romans being ashamed any longer to oppose a prince who had given such a signal instance of justice and clemency.

On the death of Philometor, occasioned by wounds received in battle, Cleopatra the queen intended to secure the throne for her son. But some of the principal nobility having declared for Physcon, a civil

এবং ফাইলোমিতরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তৎ প্রেরিত দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করত তাহারদিগকে অবিলম্বে রোম নগর ত্যাগ করিয়া গমন করিতে আদেশ করিলেন, অনন্তর ফিস্কনকে সাইপ্রস উপদ্বীপের অধিপতি করিবার নিমিত্ত পাঁচ জন কর্ম্মকারি নিযুক্ত করিয়া তাহারদের সমভিব্যাহারে তাহাকে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং ঐ অঞ্চলস্থ সমস্ত মিত্রবর্গকে অনুরোধ করিলেন যেন তাহারা ফিস্কনকে উক্ত উপদ্বীপ অধিকার করণার্থ প্রয়োজন মতে সৈন্য সামন্ত প্রদান করেন।

ফিস্কন এইরূপে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাইপ্রস উপদ্বীপে গমন করিলেন কিন্তু ফাইলোমিতর তাঁহার রাজ্য লোভে ব্যাঘাত করিবার মানসে অগ্রে স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফিস্কন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইলেন এবং লাপ্পিথো নামক নগরে আশ্রয়ার্থ পলায়ন করিতে বাধিত হইলেন পরন্তু ফাইলোমিতর সেখানেও আক্রমণ করাতে তাঁহাকে আশ্রয়াভাবে অগ্রজের নিকট শরণ প্রার্থনা করিতে হইল। ফিস্কন অগ্রজের হস্তে পতিত হইলে সকলে অনুমান করিয়াছিল তিনি সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু ফাইলোমিতর অনুজকে শাস্তি না দিয়া বরং সদয় হইয়া লিবিয়া এবং সাইরিন রাজ্যে তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্থাপিত করিলেন এবং সাইপ্রস উপদ্বীপের পরিবর্ত্তে অন্যান্য কএক প্রদেশ দান করিয়া আত্ম দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে স্বীকার করিলেন। এই রূপে ভ্রাতৃবিরোধের অবসান হওয়াতে রোমানেরা ফাইলোমিতরের দয়া ধর্ম্ম দেখিয়া লজ্জা প্রযুক্ত আর তাঁহার প্রাতিকূল্য করিতে পারিল না।

ফাইলোমিতর যুদ্ধ কালীন শরীরে যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত কিয়ৎকাল পরেই পঞ্চত্ব পাইলেন

war was about to ensue, when matters were compromised on condition that Physcon should marry Cleopatra, that he should reign jointly with her during his life, and that he should declare her son by Philometor heir to the crown. These terms were no sooner agreed to than Physcon married Cleopatra, and on the very day of the nuptials murdered her son in her arms. But this bloody deed was only a prelude to the cruelties which he afterwards practised on his subjects. He was no sooner seated on the throne as sole occupant, than he put to death all those who had shown any concern for the murder of the young prince ; he then wreaked his fury on the Jews, whom he treated more like slaves than subjects, on account of their having favoured the cause of Cleopatra ; and even his own people were treated with little more ceremony. Numbers were every day put to death for the smallest faults, and often for no fault at all, but merely to gratify the inhuman temper of this tun-bellied despot. Towards the Alexandrians he acted with the greatest barbarity, indulging all the sanguinary caprices of the most wanton cruelty. In a short time, being wearied of his queen, who was his sister, he divorced her, and married her daughter, also called Cleopatra, whom he had previously ravished. In a word, his behaviour was so exceedingly wicked that it soon became quite intolerable

তাহাতে ক্লিওপাত্রা নাম্নী রাজমহিষী আপনার কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইতে যত্ন করিলেন কিন্তু কোনং প্রধান কুলীনেরা ফিস্কনকে রাজা করিতে প্রতিজ্ঞা করাতে গৃহ বিচ্ছেদের উপক্রম হইয়াছিল পরন্তু পরে সামদ্বারা নিষ্পত্তি হওয়াতে বিবাদ ভঞ্জন হইয়া এই ধার্য্য হইল যে ফিস্কন ভ্রাতৃজায়া ক্লিওপাত্রাকে বিবাহ করিয়া যাবজ্জীবন পত্নীর সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিবেন পরে তাঁহার লোকান্তর হইলে অগ্রজের ঔরস পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে। ফিস্কন এই পণ স্বীকার করিয়া ক্লিওপাত্রাকে বিবাহ করিলেন কিন্তু বিবাহ দিবসেই রাজমহিষীর ক্রোড়ে উক্ত রাজকুমারকে বধ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতুষ্পুত্র হত্যার পাতকেও ক্ষান্ত না হইয়া প্রজারদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে লাগিলেন, তিনি রাজকুমার হত্যা করিলে যেং ব্যক্তি খেদ প্রকাশ করিয়াছিল নিঃসপত্নে সিংহাসনারূঢ় হইবা মাত্র তাহারদের সকলকে বধ করিলেন, এবং য়িহুদিরা ক্লিওপাত্রা রাণীর আনুকূল্য করিয়াছিল একারণ তাহারদিগের প্রতি প্রজার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া মহাক্রোধে তাহারদিগকে ক্রীত দাসবৎ গণ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারের সম্মুখে স্বকীয় লোকেরাও নিস্তার পাইল না, অতি ক্ষুদ্র অপরাধে প্রত্যহ ভূরিং প্রাণি বিনষ্ট হইতে লাগিল, বিশেষতঃ ঐ আত্মম্ভরি দুরাত্মা রাজা প্রাণি হিংসার মানস পূর্ণ করণার্থ অকৃত অপরাধেও অনেককে বধ করিল। আলেগজন্দ্রিয়া নগরেও তাহার অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না, সেখানেও স্বেচ্ছাচারী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রকার রক্তারক্তি ও ক্রূরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ নিরুপত্রপ পশু কিয়ৎ কালানন্তর ভগিনী অথচ ভার্য্যার সহিত সহবাসে বিরত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করত ক্লিওপাত্রা নাম্নী তৎপুত্রীর কন্যাত্ব নষ্ট করিয়া পরে তাহাকেই বিবাহ করিল। ফলতঃ সে সর্ব্বতোভাবে এমত ভয়ানক দুরাচারী হইয়া উঠিল যে প্রজারা তাহার

to his subjects ; and he was at length obliged to fly to the island of Cyprus with his new queen, and Memphitis, a son whom he had by her mother.

After the flight of the king, the divorced queen was placed on the throne by the Alexandrians; but Physcon, fearing lest a son whom he had left behind should be appointed king, sent for him into Cyprus, and caused him to be murdered as soon as he landed. This barbarity so provoked the people against him, that they pulled down and dashed to pieces all the statues which had been erected to him at Alexandria. The indignant act of the people being attributed by the tyrant to the instigation of the queen, he resolved to revenge it, by putting to death the son whom he had by her. Accordingly, without the least remorse, he caused the young prince's throat to be cut; and having put his mangled limbs into a box, he sent them as a present to his mother Cleopatra. The messenger by whom this horrid present was conveyed was one of Physcon's guards; and the man had orders to wait until the arrival of the queen's birth-day, which was to be celebrated with extraordinary pomp, and in the midst of the general rejoicing to deliver the present. The horror and detestation occasioned by this unexampled piece of cruelty cannot be expressed. An army was soon raised, and the command of it given to Marsyas,

অত্যাচারে আর সহিষ্ণুতা করিতে পারিল না সুতরাং সে দুরাত্মা অবশেষে নব বধূ মহিষী এবং পরিত্যক্তা ভার্য্যার গর্ত্তজ পুত্র মেম্ফিতিস সমভিব্যাহারে সাইপ্রস উপদ্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

রাজা পলায়ন পর হইলে আলেগজন্দ্রিয়া নগরস্থ লোকেরা পরিত্যক্তা রাজ্ঞীকে সিংহাসনারূঢা করিল। ফিস্কন পলায়ন কালে আপনার এক পুত্রকে রাজধানীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু প্রজারা যদি তাঁহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করে এই আশঙ্কায় পরে তাহাকেও সাইপ্রস উপদ্বীপে আসিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার পিতৃ আজ্ঞাক্রমে তথায় প্রস্থান করিলেন কিন্তু ফিস্কন তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবা মাত্র তাঁহাকে বধ করিল। প্রজারা এই নিষ্ঠুরাচরণের সম্বাদ পাইয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া আলেগজন্দ্রিয়া নগরে ফিস্কনের যেং প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল সে সকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ফিস্কন আপন প্রতিমূর্ত্তির দুর্গতি শুনিয়া মনে করিল রাণীই ঐ অত্যাচারের মূল কারণ অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গর্ত্তজাত নিজ ঔরস পুত্রকে বধ করিয়া রাণীর দণ্ড করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এতদর্থে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নবীন কুমারের শিরশ্ছেদ করাইয়া তাহার ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া তাহার জননী ক্লিওপাত্রার নিকট উপঢৌকন স্বরূপে প্রেরণ করিল। ঐ দুরাত্মা আপনার এক জন রক্ষকের হস্তে এই ঘৃণিত উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাহাকে কহিয়াছিল রাণীর জন্মতিথি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবা, প্রজারা মহা সমারোহ ও ঘটা পূর্ব্বক আনন্দে মত্ত হইয়া রাজ্ঞীর জন্মোৎসবে যখন ব্যাপৃত হইবে তখন সকলের সমক্ষে ঐ সিন্দুক সমর্পণ করিও। এই আশ্চর্য্য রূপ ক্রূরতায় প্রজারদের মনে কি পর্য্যন্ত রাগ ও ঘৃণা জন্মিয়া ছিল তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী সমর্থা নহেন। আলেগজন্দ্রিয়া নগরস্থ লোকেরা ঐ ব্যাপার দেখিয়া

whom the queen had appointed general, and enjoined to take all the necessary steps for the defence of the country. On the other hand, Physcon having hired a numerous body of mercenaries, sent them under the command of Hegelochus against the Egyptians. The two armies met on the frontiers of Egypt, and a bloody battle ensued; but at last the Egyptians were entirely defeated, and Marsyas was taken prisoner. Every one expected that the captive general would have been put to death with the greatest torments; but Physcon, perceiving that his cruelties only exasperated the people, resolved to try whether he might not regain their affections by lenity; and, therefore, having pardoned Marsyas, he set him at liberty. In the mean time Cleopatra, distressed by this overthrow, demanded assistance from Demetrius king of Syria, who had married her eldest daughter by Philometor, at the same time promising him the crown of Egypt as his reward. Demetrius accepted the proposal without hesitation, marched with all his forces into Egypt, and laid siege to Pelusium. But as this prince was no less hated in Syria than Physcon was in Egypt, the people of Antioch, taking advantage of his absence, revolted against him; and were joined by most of the other cities in Syria. Demetrius was accordingly obliged to return; and Cleopatra, being now in no condition to oppose Physcon,

অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মার্শ্যাস নামক এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যক্ষ করিল। তাহাতে মার্শ্যাস রাণীর আদেশে দেশ রক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, ফিস্কনও যুদ্ধ করিবার মানসে ভূরি২ বেতন ভোগি সেনাকে দলবদ্ধ করিয়া হিজিলোকস নামক সেনানীর শাসনে ইজিপ্ত দেশে সংগ্রাম করিতে প্রেরণ করিলেন। উভয় দলস্থ সেনারা ইজিপ্তের প্রান্তভাগে পরস্পরাভিমুখ হইয়া রক্তারক্তি পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত করিলে অবশেষে ইজিপ্তীয় লোকেরা সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইল এবং মার্শ্যাস বন্দিরূপে ধৃত হইলেন। এই অশুভ ঘটনায় সকলেই মনে করিল যে শত্রু পক্ষীয় নৃপতি মার্শ্যাসকে বহুতর যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবেক কিন্তু ফিস্কন নিষ্ঠুরতাচরণে প্রজারা ক্ষুণ্ন হয় এই ভাবিয়া করুণা প্রকাশ করত তাহারদিগকে অনুগত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন অতএব মার্শ্যাসের প্রাণহিংসা না করিয়া বরং তাহার বন্ধন মোচন করিলেন। ইতিমধ্যে ক্লিওপাত্রা যুদ্ধের দুর্গতিতে ব্যাকুল হইয়া সিরিয়ারাজ দিমিত্রিয়সের নিকট এই অঙ্গীকার করত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন যে জয়লাভ হইলে তাঁহাকে ইজিপ্ত রাজ্য দান করিবেন। দিমিত্রিয়স ফাইলোমিতরের ঔরসজাত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন অতএব শ্বশ্রূর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ইজিপ্ত দেশে প্রস্থান পূর্ব্বক পেলুসিয়ম নগর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ফিস্কন যেমন ইজিপ্ত দেশে সকলের নিকট ঘৃণিত ছিলেন দিমিত্রিয়সও তদ্রূপ সিরিয়া রাজ্যে প্রজাগণ সমাজের অপ্রিয় ছিলেন সুতরাং তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইবামাত্র আন্তিওক নগরস্থ লোকেরা সিরিয়া রাজ্যের অন্যান্য পৌরজনের সহিত মিলিয়া তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিল। দিমিত্রিয়স প্রজারদের বিদ্রোহিতার সংবাদ শুনিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে

fled to Ptolemais or St. Jean d'Acre, where her daughter the queen of Syria at that time resided. Physcon was then restored to the throne of Egypt, which he enjoyed without further molestation till his death, which happened at Alexandria, in the twenty-ninth year of his reign, and sixty-seventh of his age.

Physcon was succeeded by Ptolemy Lathyrus, about a hundred and twenty-two years before Christ; but the latter had not reigned long when his mother, finding that he would not be entirely governed by her, stirred up the Alexandrians, who drove him from the throne, and placed on it his youngest brother Alexander. After this Lathyrus was obliged to content himself with the government of Cyprus, which he was still permitted to hold. But Ptolemy Alexander, finding that he was to have only the shadow of sovereignty, whilst his mother Cleopatra possessed all the power, stole away privately from Alexandria. The queen knowing well that the Alexandrians would never suffer her to reign alone, employed every artifice to bring back her son, who at last yielded to her entreaties; but soon afterwards understanding that she had hired assassins to dispatch him he caused her to be murdered. The death of the queen was no sooner made known to the Alexandrians

বাধিত হইলেন সুতরাং ক্লিওপাত্রা ফিস্কনকে বাধা দিতে অক্ষম হইয়া তলমাইস অর্থাৎ সেন্টজিন একর নগরে সিরিয়া দেশের রাজমহিষী নিজ কন্যার ভবনে আশ্রয়ার্থ পলায়ন করিলেন। অতএব ফিস্কন ইজিপ্তদেশের রাজপদে পুনশ্চ স্থাপিত হইয়া জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিলেন এবং ঊনত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া অবশেষে সপ্ত ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে আলেগজন্দ্রিয়া নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

খ্রীষ্টের ১২২ বর্ষ পূর্ব্বে ফিস্কনের মরণানন্তর তলমি লেথাইরস রাজা হইলেন কিন্তু তিনি মাতৃ আজ্ঞানুসারে রাজকীয় তাবৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অস্বীকার করাতে রাজ্যারম্ভের অল্পকাল পরেই তাঁহার জননী আলেগজন্দ্রিয়া নগরস্থ লোকদিগকে তাঁহার প্রাতিকূল্য করিতে মন্ত্রণা দিল তাহাতে তাহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার অনুজ আলেগজন্দরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। লেথাইরস রাজচ্যুত হইয়া কেবল সাইপ্রস উপদ্বীপের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। তলমি আলেগজন্দর রাজা হইয়া দেখিলেন তাঁহার মাতাই সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন অতএব আপনি কেবল নাম মাত্রে রাজা থাকিতে অনিচ্ছু হইয়া গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিলেন তাহাতে ক্লিওপাত্রা উৎকণ্ঠিতা হইয়া মনে২ ভাবিলেন যে প্রজারা তাঁহাকে একাকিনী রাজ্যশাসন করিতে কখনই দিবেক না অতএব পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ছল ও কৌশল করিতে লাগিলেন, আলেগজন্দরও তাঁহার মায়াবিতায় মুগ্ধ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু পরে মাতা তাঁহাকে নষ্ট করণার্থ গোপনে ঘাতুক লোক নিযুক্ত করিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া আপনি কৌশলক্রমে তাঁহাকেই বধ করিলেন। অনন্তর রাজ্ঞীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়াতে প্রজারা মাতৃ হন্তার শাসনে থাকিতে বিরত হইয়া আলেগ-

than, disdaining to be governed by a parricide, they drove out Alexander, and recalled Lathyrus.

The deposed prince for some time led a rambling life in the island of Cos ; but having got together a few ships, he the next year attempted to return into Egypt, when, being met by Tyrrhus, admiral of Lathyrus, he was defeated, and obliged to fly to Myra in Lycia. From this place he steered his course towards Cyprus, hoping that the inhabitants would place him on the throne instead of his brother ; but Chareas, another admiral of Lathyrus, having come up with him just as he was about to disembark, an engagement ensued, in which Alexander's fleet was dispersed, and he himself killed. During these disturbances, Appion king of Cyrenaica, the son of Ptolemy Physcon by a concubine, having maintained tranquillity in his dominions during a reign of twenty-one years, died and by his will left his kingdom to the Romans ; a bequest by which the Egyptian empire was still further reduced and circumscribed.

Lathyrus being now freed from all competitors, turned his arms against the city of Thebes, which had revolted against him, and declared itself independent. The king marched in person against the insurgents, and having defeated them in a pitched battle, laid siege to the ancient metropolis of Egypt. The inhabitants, however, defended themselves with

জন্দরকে দূর করিয়া লেথাইরসকে পুনশ্চ রাজত্ব গ্রহণার্থ আহ্বান করিল।

আলেগজন্দর রাজ্যচ্যুত হইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কশ উপদ্বীপে উদাসীনের ন্যায় স্থানে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন অনন্তর কএক খান জাহাজ সংগ্রহ করিয়া পর বৎসরে ইজিপ্ত দেশে প্রত্যাগমন করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু লেথাইরসের নাবিক সেনানী তিরসের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে পরাস্ত হইয়া লিসিয়ার অন্তঃপাত মাইরা নগরে পলায়ন করিলেন পরে সাইপ্রস উপদ্বীপস্থ লোকেরা যদি তাঁহার ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আধিপত্য প্রদান করে এই প্রত্যাশায় জাহাজ যোগে তথায় প্রস্থান করিলেন কিন্তু সেখানে অবরোহণ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কেরিয়াস নামক লেথাইরসের আর এক নাবিক সেনানীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল তাহাতে আলেগজন্দরের জাহাজ সকল শ্রেণীভঙ্গ হইয়া গেল এবং তিনি স্বয়ং হত হইলেন। এই সকল গোলযোগের কালে ফিস্কনের অবরুদ্ধা পুত্র আপিওন সিরিনিকা দেশে এক বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে রাজ্য ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি মরণকালে রোমান দিগকে আপনার রাজ্যাধিকারি করিয়া যান সুতরাং তাঁহার দানপত্র প্রযুক্ত ইজিপ্ত রাজ্য আরও খর্ব্ব হইয়া গেল।

লেথাইরস নিঃসপত্নে রাজ্যভোগ করিতে পাইয়া থিবিস নগর জয় করণার্থ সসজ্জ হইলেন কেননা সে নগরের লোকেরা তাঁহার শাসন অমান্য করিয়া স্বাধীনতার অভিমান করিয়াছিল। রাজা ঐ বিদ্রোহকারিদের প্রতিকূলে স্বয়ং যাত্রা করিয়া তাহারদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করত ইজিপ্তের প্রাচীন রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তথাকার লোকেরা তিন বৎসর পর্য্যন্ত মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া নগর রক্ষা করিয়াছিল কিন্তু অবশেষে তাহারদিগকে রাজার নিকট শরণাগত

great resolution for three years; but at last they were obliged to submit, and the city was given up to be plundered by the soldiery, who everywhere left the most melancholy traces of their rapine and cruelty. This calamity completed the destruction of Thebes, which until that time, notwithstanding all it had suffered under the Persians, was a place of wealth and consequence; but by the barbarous and vindictive policy of Lathyrus, the venerable city was reduced to a heap of ruins. Its fate was indeed peculiarly hard. First Memphis, and then Alexandria, had arisen to obscure its ancient splendour, and to attract each into its own bosom the wealth and population of the country; nor is it to be wondered that the citizens of Thebes should have evinced a desire to recover some share of the distinction of which they had been gradually deprived, and to secure to the Egyptians a seat of government at a greater distance from the arms and intrigues of warlike neighbours. But they paid dear for the attempt to establish their independence, and the overthrow of Thebes, begun by the Persian, was completed by the Greek.

About eight-one years before Christ, Ptolemy Lathyrus was succeeded by Alexander II, the son of the Ptolemy Alexander for whom Lathyrus had been expelled. This prince had met with many adventures. He was first sent by Cleopatra into

হইয়ে হইল। রাজা সেনাগণকে নগর লুণ্ঠন করিতে অনুমতি দেওয়াতে তাহারা সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা ও দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল সুতরাং থিবিস নগর এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল। পূর্ব্বে পারস্য জাতিরা তথায় দারুণ অত্যাচার করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে ঐ সুশোভিত এবং ধনাঢ্য প্রাচীন জনপদ নিতান্ত নির্ধন ও সম্পত্তিহীন হয় নাই পরন্তু লেথাইরসের অসভ্য রাগেতে এক্ষণে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিবিস নগরের দুর্গতি মনে করিলে অন্তঃকরণে মহাক্ষোভ জন্মে, ঐ নগর সর্ব্বাদ্য রাজধানী ছিল কিন্তু মেম্ফিস এবং আলেগজন্দ্রিয়া নগরী নির্ম্মিত হওয়াতে তাহার পূর্ব্বতন শোভা ক্রমশঃ মলিন হইয়াছিল কেননা ঐ দুই নূতন নগর স্থাপিত হইলে ইজিপ্ত রাজ্যের প্রধান২ ধনাঢ্য লোকেরা থিবিস ত্যাগ করিয়া তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল অতএব থিবিস নগরস্থ লোকেরা ক্রমশঃ মর্য্যাদায় বঞ্চিত হইয়া প্রাচীন সম্ভ্রম পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে অভিলাষ করে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে বিশেষতঃ তাহারা মনে২ বাঞ্ছা করিয়াছিল যে বিদেশীয় রণোৎসাহি লোকেরদের হইতে কিয়ৎদূরে ইজিপ্ত দেশের এক রাজধানী স্থাপন হয়। যাহা হউক তাহারা স্বাধীন হইবার মানস করাতে দারুণ দণ্ড প্রাপ্ত হইল, পারস্য রাজেরা থিবিস নগর ধ্বংস করিবার উপক্রম মাত্র করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে গ্রীকেরা তাহা সমুদয় বিনষ্ট করিল।

খ্রীষ্টের ৮১ বৎসর পূর্ব্বে লেথাইরস রাজার পঞ্চত্ব হওয়াতে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় আলেগজন্দর রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত অলমি আলেগজন্দরের পুত্র যাহার নিমিত্ত লেথাইরস কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থায় অনেক আপদ বিপদে পতিত হইয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ ক্লিও-

the island of Cos, with a great sum of money, and all her jewels. But when Mithridates king of Pontus made himself master of that island, the inhabitants delivered up to him the young Egyptian prince, together with all the treasures. Mithridates gave him an education suitable to his birth; but Alexander, not thinking himself safe with a prince who had shed the blood of his own children, fled to the camp of Sylla the Roman dictator, who was then making war in Asia Minor. From that time he lived in the family of the Roman general, till the news of the death of Lathyrus reached Rome. Sylla then sent him to Egypt in order to take possession of the throne. But as the Alexandrians had before his arrival chosen Cleopatra as their sovereign, it was agreed, by way of compromise, that Ptolemy should marry this queen, and admit her as his partner in the throne. This was accordingly done; but it proved a fatal marriage to Cleopatra, for nineteen days thereafter, the unhappy queen was murdered by her husband. Nor did the cruelty of the royal barbarian cease with the commission of this horrid crime. During the fifteen subsequent years he showed himself such a monster of wickedness, that a general insurrection at length broke out amongst his subjects, and he was obliged to fly to Pompey the Great, who was then carrying on the war against Mithridates king of Pontus.

পাত্রাখ্যাণী তাঁহাকে আপনার সমস্ত অলঙ্কার এবং যথেষ্ট ধন দান করিয়া কশ উপদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন পরে পন্তসরাজ মিথ্রিদেতিস ঐ উপদ্বীপ জয় করিলে তত্রস্থ লোকেরা ইজিপ্তীয় রাজকুমারকে সমস্ত অর্থের সহিত তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি মিথ্রিদেতিস হইতে রাজকুলের উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পুত্র হন্তা মিথ্রিদেতিস রাজার নিকট নির্ভয়ে বাস করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্রতর এস্যাতে রণোদ্যত রোমান দিক্তেতর সিলার নিকট আশ্রয়ার্থ পলায়ন করিলেন সুতরাং সেই সময়াবধি তিনি ঐ রোমান সেনানীর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর লেথাইরস রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইলে সিলা তাঁহাকে ইজিপ্ত রাজ্যাধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। ইতি মধ্যে আলেগজন্দ্রিয়াস্থ পৌরজনেরা ক্লিওঃ পাত্রাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিল অতএব আলেগজন্দর ঐ নগরে উপস্থিত হইলে বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত সকলে এই ধার্য্য করিল যে তিনি ঐ রাজ্ঞীকে বিবাহ করিয়া তাঁ-হার সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করুন। পৌরজনেরদের ইচ্ছানুসারে রাজবিবাহ সম্পন্ন হইল কিন্তু তাহাতে রাণীর পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিল, কেননা বিবাহের পর ঊন-বিংশতি দিবস গতে রাজমহিষী স্বীয় পাণিগ্রাহের হস্তেই হত হইলেন, ঐ নিষ্ঠুর রাজকুলপাংসন স্ত্রীহত্যা রূপ মহা পাপ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, পরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করত এমত দুর্বৃত্ত পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল যে প্রজারা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বি-দ্রোহি হইয়া উঠিল তাহাতে ঐ দুরাত্মাকে মহান্ পম্পি নামে রোমীয় সেনানীর নিকট আশ্রয়ার্থ পলায়ন করিতে হইল। পম্পি তৎকালে পন্তসরাজ মিথ্রিদেতিসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন অতএব শরণ প্রার্থি নৃপতির বিষয়ে

But Pompey having refused to concern himself in the matter, he retired to the city of Tyre, where he died some months afterwards.

While he remained at Tyre a sort of prisoner, Alexander sent ambassadors to Rome, in order, if possible, to move the senate in his favour. But having been seized with the illness of which he died, before the negotiation was concluded, he, by his last will, made over all his rights to the Roman people, declaring them heirs to his kingdom; not out of any affection to the republic, but with the view of raising disputes between the Romans and his rival Auletes, a son of Ptolemy Lathyrus, whom the Egyptians had placed on the throne. The will was brought to Rome, where it occasioned warm debates, some being for taking immediate possession of the kingdom, whilst others thought that no notice whatever should be taken of such a will, because Alexander had not the right to dispose of his dominions in prejudice of his successor, and to exclude from the crown those who were of the royal family of Egypt. Cicero, in particular, represented that such a notorious imposition would debase the majesty of the Roman people, and involve them in endless wars and disputes; that the fruitful fields of Egypt would be a strong temptation to the avarice of the people, who would insist on their being divided; and that by this means the sanguinary

মনোযোগ করিতে অস্বীকার করিলেন সুতরাং ইজিপ্তরাজ নিরুপায় হইয়া তায়ার নগরে প্রস্থান করিলেন সেখানে কয়ং মাস বিলম্বে তাঁহার পঞ্চত্ব হইল।

আলেগজন্দর তায়ার নগরে কারারুদ্ধ হইয়া বাস করত সেনেটর দিগকে আপনার সহায় করিবার প্রত্যাশায় রোম-নগরে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেনেটর দিগের প্রতিজ্ঞার সংবাদ প্রাপ্ত না হইতেং মরণান্তিক রোগগ্রস্ত হয়েন অতএব আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া দানপত্র দ্বারা রোমান দিগকে আপন রাজ্যের উত্তরাধিকারি ধার্য্য করিয়া তাহার দিগকে সকল বিষয় দান করিলেন। তিনি রোমান দিগের প্রতি বিশেষ স্নেহ করিতেন এমত নহে, তবে যে তাহার-দের নামে দানপত্র লিখিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যেন লেথাইরসের পুত্র অলিতিস এবং রোমান জাতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় কেননা ইজিপ্তীয় লোকেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ঐ অলিতিসকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিল। আলেগজন্দরের দানপত্র রোমনগরে আনীত হইলে সেনেট স-মাজে মহা বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, কোনং সভ্যের মতে অবি-লম্বে ইজিপ্তরাজ্যের অধিকার গ্রহণ কর্ত্তব্য বোধ হইল, কেহং বলিলেন ঐ দানপত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না কেননা আলেগ-জন্দর আত্মীয় জনকে উপেক্ষা অথবা ইজিপ্ত রাজ বংশকে বঞ্চ-না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে রাজ্য দান করণে অধিকারী নহেন বিশেষতঃ সিসিরো অনেক বক্তৃতা করত কহিলেন যে দানপত্রের ছলে ইজিপ্ত রাজ্য গ্রহণ করিলে রোমানদিগের মহিমার লাঘব হইবে এবং যুদ্ধ ও বিরোধের পরিসীমা থাকিবে না, আর ইজিপ্তের উর্ব্বর ক্ষেত্র অধিকার করিলে ইতর লোকেরা লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ভূমি বিভাগের নিমিত্ত অস্থির হইবে সুতরাং ভূমিবিভাগ বিষয়ক ব্যবস্থার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে রক্তা-

quarrels about the agrarian laws would be revived. These reasons had some weight with the senate; but what chiefly prevented them at this time from seizing on Egypt was, that they had lately taken possession of the kingdom of Bithynia in virtue of the will of Nicomedes, and of Cyrene and Libya in consequence of that made by Appion. They perceived that if they should, on a similar pretence, take possession of the kingdom of Egypt, this might expose their design of setting up a kind of universal monarchy, and cause a formidable combination to be formed against them.

Auletes, who now assumed and disgraced the title of Ptolemy, surpassed all the princes who went before him in the effeminacy of his manners. The surname of Auletes was given him because he valued himself on his skill in performing upon the flute, and was not ashamed even to contend for the prize in the pulic games. He took great pleasure in imitating the manners of the Bacchanals; he danced in a female dress, in the same measures which were used during the festivals of Bacchus; and he acquired a second surname descriptive of this particular accomplishment. As his title to the crown was disputable, the first care of Auletes was to get himself acknowledged by the Romans, and declared their ally; and this was obtained by applying to Julius Cæsar, who was then consul, and immensely

বৃদ্ধি ও কোলাহল হইয়াছিল তাহা পুনশ্চ উপস্থিত হইবে। সিসিরোর হেতুবাদ শ্রবণে সেনেটরদিগের মনে তদনুযায়ি প্রবৃত্তি জন্মিল বটে কিন্তু তাঁহারা সে নিমিত্ত ইজিপ্ট রাজ্য গ্রহণে নিবৃত্ত না হইয়া বরং অন্য এক প্রধান কারণে দান পত্র অগ্রাহ্য করিলেন, কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহারা নিকমিদিস রাজার দান পত্রানুসারে বিথিনিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং আপিওন রাজার দান পত্রানুসারে সিরিন এবং লিবিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং মনেং আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে ইজিপ্ট রাজ্যও ঐ ছলে অধিকার করিলে তাঁহারদের সার্ব্বভৌম হইবার বাসনা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইবে তাহাতে দেশ দেশান্তরের লোকেরা একত্র মিলিয়া তাঁহারদের বিপক্ষতা করিতে উদ্যত হইবে।

অলিতিস অত্যন্ত স্ত্রৈণ ও রঙ্গ রসাসক্ত প্রযুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তি রাজারদের সর্ব্বাপেক্ষা অধম হইয়া উঠিল সুতরাং তলমি নাম ধারণ করাতে সে আখ্যায় কলঙ্ক স্পর্শিল। তিনি আপনাকে বীণাবাদ্যে নিপুণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত অভিমান করিতেন এবং পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবার মানসে সামান্য বাদ্যকরের সহিত সাধারণ নাট্য শালায় প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না একারণ লোকেরা তাঁহাকে অলিতিস অর্থাৎ বীণাবাদক উপাধি দিয়াছিল। তিনি মদ্যাধিষ্ঠাত্রী বাকস দেবতার ভক্ত গণের ন্যায় আচার ব্যবহার করণে অত্যন্ত আমোদ করিতেন এবং ঐ দেবের উৎসবে যে রাগ রাগিণীর চলন ছিল সেই রাগে নারীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে ভাল বাসিতেন একারণ তাঁহার আর এক উপাধি হইয়াছিল। রাজ্যাধিকার বিষয়ে বিবাদ থাকাতে তিনি প্রথমতঃ রোমানদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহারদিগকে আপনার রাজত্ব স্বীকার করাইতে যত্ন করিয়াছিলেন, তৎকালে সিজর রোমদেশে কনসল ছিলেন তাঁহার অনেক ঋণ থাকাতে ইজিপ্টরাজ

in debt. Cæsar, glad of such an opportunity of raising money, made the Egyptian king pay dear for his alliance. Six thousand talents, a sum equal to about £1,162,500 sterling, were paid partly to Cæsar himself, and partly to Pompey, whose interest was necessary for obtaining the consent of the people. Though the revenues of Egypt amounted to twice this sum, yet it was raised with great difficulty, and occasioned general discontent; and whilst the people were almost ready to take up arms, a decree passed at Rome for seizing the island of Cyprus. When the Alexandrians heard of the intentions of the republic, they pressed Auletes to demand that island as an ancient appendage of Egypt; and, in case of a refusal, to declare war against that haughty and imperious people, who, they now saw, though too late, aimed at nothing less than the sovereignty of the world. But the king having refused to comply with this request, his subject, already provoked beyond measure at the taxes with which they were loaded, flew to arms, and surrounded the palace. The king, however, had the good fortune to escape their fury, and having immediately quitted Alexandria, set sail for Rome.

But on his arrival in the metropolis of the world he found that Cæsar, in whom he placed his greatest confidence, was then in Gaul. He was, however,

সহজেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, কেননা সিজর অর্থসঞ্চয়ের উত্তম সুযোগ দেখিয়া অনেক ধন লইয়া তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ইজিপ্তরাজ ছয় সহস্র তালন্ত অর্থাৎ ১১৬২৫০০০ টাকা দানকরিতে বাধিত হইয়াছিল সিজর পম্পির সহিত তাহা বিভাগ করিয়া লইলেন কেননা পম্পির সাহায্য ব্যতীত সাধারণ লোকদিগকে সম্মত করা অসাধ্য ছিল আর তাহারা সম্মত না হইলে ইজিপ্ত রাজের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিত না, ঐ বিপুল অর্থ ইজিপ্ত দেশের বার্ষিক রাজস্বের অর্দ্ধ মাত্র ছিল তথাচ বহুকষ্টে তাহা সংগৃহীত হয় এবং প্রজারাও তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর ইজিপ্ত দেশীয় লোকেরা রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধারণের উদ্যোগ করিতেছে এমত সময়ে রোমানেরা সাইপ্রস উপদ্বীপ গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, আলেগ্জন্দ্রিয়াস্থ পৌরজনেরা রোমানেরদের ঐ প্রতিজ্ঞার সূচনা শুনিয়া অলিতিসকে নিবেদন করিল যে ঐ উপদ্বীপ বহুকাল পর্য্যন্ত ইজিপ্ত রাজ্যাধীন আছে অতএব রোমানদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ কর যদি তাহারা নিষেধ না মানে তবে তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ বিস্তার কর। প্রজারদের এই রূপ উক্তি করিবার তাৎপর্য্য এই, তাহারা তখন নিশ্চয় অনুভব করিয়াছিল যে রোমানেরা সার্ব্বভৌম না হইয়া ক্ষান্ত হইবে না। পরন্তু রাজা প্রজারদের নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন সুতরাং তাহারা একে কর শুল্কাদির ভারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল তাহাতে আবার রাজার শৈথিল্য দেখিয়া আরো কুপিত হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজসদন বেষ্টন করিল। রাজা সৌভাগ্যক্রমে তাহারদের ক্রোধোন্মাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজ যোগে রোম নগরে প্রস্থান করিলেন।

তিনি রোম নগরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার পরম বিশ্বাস্য সুহৃৎ সিজর তৎকালে গালদেশে যাত্রা করিয়া

received with great kindness by Pompey, who assigned him an apartment in his own house, and omitted nothing in his power to serve him. But notwithstanding the protection of so powerful a man, Auletes was forced to go from house to house soliciting the votes of the senators; and after he had spent immense treasures in procuring, or rather in purchasing, a strong party in the city, he was at last permitted to lay his complaints before the senate. It would have cost him less, and reflected more honour on his character, had he followed the advice given him by Cato, who, having met the fugitive prince at Cyprus, advised him to return to Egypt, and endeavour by more equitable conduct to regain the affections of his people, instead of repairing to Rome, where all the riches of Egypt would not be sufficient to satisfy the rapacity of the leading men. At the same time there arrived an embassy from the Alexandrians, consisting of a hundred citizens, who had been deputed to make the senate acquainted with the reason of their revolt

When Auletes first set out for Rome, the Alexandrians, not knowing what had become of him, placed on the throne his daughter Berenice, and sent an embassy into Syria, to Antiochus Asiaticus, inviting him to come into Egypt to marry the queen, and to reign in partnership with her. Before the arrival of the ambassadors, however, Antiochus had

ছেন তথাপি পম্পি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আপনার বাটীতে আশ্রয় দিয়া যথাসাধ্য সাপক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অলিতিস এমত প্রধান লোকের শরণাপন্ন হইলেও নিজ বিষয়ে সেনেটর গণের পোষকতা নিশ্চয় করণার্থ তাঁহাকে দ্বারেং ভ্রমণ করিতে হইল। তিনি বিপুল অর্থ ব্যয়ে সভাসদ দিগের মধ্যে অনেককে স্বপক্ষে আনিয়া অবশেষে সেনেট সমাজে আপন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কেটো তাঁহাকে সাইপ্রস উপদ্বীপে পলায়নপর দেখিয়া পূর্ব্বেই এই হিতবাক্য কহিয়াছিলেন যে "রোম নগরে আশ্রয়ার্থ না গিয়া বরং স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়াচরণ দ্বারা প্রজাগণকে অনুগত কর কেননা রোম নগরে গেলে ইজিপ্ত দেশের সমুদয় সম্পত্তি দিয়াও তথাকার ধনলোলুপ প্রধান লোকদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবা না" অলিতিস যদি ঐ পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন তবে তাঁহার এতাদৃশ অর্থব্যয ও মর্য্যাদার লাঘব হইত না। যৎকালে তিনি রোম নগরে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়ে আলেগজন্দ্রিয়া হইতে এক শত লোক দূত স্বরূপে আসিয়া সেনেট সমাজে আপনারদের রাজদ্রোহের কারণ বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

অলিতিস প্রথমতঃ রোম নগরে প্রস্থান করিলে আলেগজন্দ্রিয়ার লোকেরা তাঁহার উর্দ্দেশ না পাইয়া তাঁহার কন্যা বেরীনিশীকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সিরিয়ারাজ আন্তিওকস এস্যাটিকসকে দূতদ্বারা এই নিবেদন করিয়াছিল যে আপনি ইজিপ্তে আসিয়া আমারদের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত রাজ্য ভোগ করুণ। পরন্তু দূত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আন্তিওকস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে তাহার তাঁহার ভ্রাতা সেলুকসকে ঐ রূপ নিবেদন করিলে তিনি অবিলম্বে সে নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন। স্ট্রাবো উক্ত সেলুকসো

died, upon which the same proposal was made to his brother Seleucus, who readily accepted it. This Seleucus is described by Strabo as monstrously deformed in body, and still more so in mind. The Egyptians nicknamed him Kybiosactes, or the Scullion; a sobriquet which seems to have fitted him entirely. Scarcely was he seated on the throne when he gave a signal instance of his sordid and avaricious temper. Ptolemy Lagus had caused the body of Alexander the Great to be deposited in a sarcophagus of massive gold. This the royal Scullion seized upon; and thereby so provoked his wife Berenice that she caused him to be murdered. She then married Archelaus, high priest of Comana, in Pontus, who pretended to be the son of Mithridates the Great, but was, in fact only the son of a general in the service of that illustrious monarch.

On hearing of these transactions, Auletes was not a little alarmed, especially when the ambassadors arrived, which he feared would overturn all the schemes in favour of which he had laboured and expended so much. The embassy was headed by Dion, a celebrated Academic philosopher, who had many powerful friends at Rome. But Ptolemy found means to get both him and most of his followers assassinated; and thus intimidated the rest to such a degree that they durst not execute their

বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করেন যথা-তিনি অত্যন্ত কুৎসিতাকৃতি ও বিকট মূর্ত্তি ছিলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণের সংস্কার ততোধিক জঘন্য ছিল। ইজিপ্তীয় লোকেরা তাঁহার পামরত্ব দেখিয়া তাহাকে "কিবিয় শাক্তিস" অর্থাৎ "অপরিষ্কৃত পাত্র মার্জ্জক" বলিয়া অযশস্কর উপাধি দিয়াছিল, তিনিও সর্ব্বতোভাবে ঐ উপাধির উপযুক্ত পাত্র ছিলেন কেননা রাজ্যারম্ভের অব্যবহিত পরেই ধন লোলুপতা ও অধমত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহান্ আলেগজন্দরের মরণান্তে তলমি লেগস রাজা সুবর্ণময় বৃহৎ শবাধারে তাঁহার দেহের সমাধি করিয়াছিলেন, ঐ "অপরিষ্কৃত পাত্র মার্জ্জক" রাজা লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া সে সুবর্ণময় শবাধার হরণ করিয়াছিল। বেরীনিশা রাজ্ঞী রাজাকে মৃতদেহের আধার হরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া ঘাতুক পুরুষ নিযুক্ত করত তাহার প্রাণহত্যা করিলেন। রাণী তাহার পর পন্তস দেশস্থ কোমানা দেবের প্রধান আচার্য্য আর্কিলেয়সকে বিবাহ করিলেন, ইনি মহান্ মিথ্রিদেতিসের পুত্র বলিয়া অভিমান করিতেন পরন্তু বাস্তবিক ঐ যশস্বি নৃপতির এক সেনানী তনয় ছিলেন।

ইতিমধ্যে অলিতিস রোম নগরে থাকিয়া ইজিপ্তের ঐ সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত দূতদিগকে আগত দেখিয়া শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে সমস্ত ক্লেশ ও বিপুল অর্থব্যয় নিষ্ফল হইল। দূত গণের মধ্যে দাইওন নামে এক জন একাদিমিক পণ্ডিত সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, রোম নগরস্থ অনেক পরাক্রম শালি লোক তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্য করিত। কিন্তু অলিতিস কৌশল ক্রমে তাঁহাকে ও তাঁহার সমভিব্যাহারি অনেক লোককে গোপনে বধ করাইলেন, তাহাতে অবশিষ্ট দূতেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া সেনেট সমাজে আপনারদের বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে সাহস করিল

commission, nor, for some time, even demand justice for the murder of their colleagues. The report of so many murders, however, at last spread a general alarm. But Auletes, certain of the protection of Pompey, did not scruple to own himself the perpetrator of them; and though a prosecution was commenced against Ascitius, one of the assassins who had stabbed Dion, the chief of the embassy, and the crime was fully proved, yet the ruffian was acquitted by venal judges, who had all been bribed by Ptolemy. In a short time the senate decreed that the king of Egypt should be restored by force of arms; and all the great men in Rome were ambitious of this commission, which, they expected, would be attended with immense profit. Their contests on this occasion occupied a considerable time; and at last there was discovered a prophecy of the Sybil, which forbade the assisting an Egyptian monarch with an army. Ptolemy, therefore, wearied out with so long a delay, retired from Rome, where he had made himself generally odious, to the temple of Diana at Ephesus, there to await the decision of his fate. At this place he remained for a considerable time; but as he found that the senate came to no resolution, though he had solicited them by letters so to do, he at last, by Pompey's advice, applied to Gabinius, the proconsul of Syria, a man of most infamous character, and

না এবং কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত সহকারি জনগণের হত্যা কারির প্রতিকূলে বিচার প্রার্থনা করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। এমত বহু সংখ্যক প্রাণি হত্যার সংবাদে পৌর জনেরা অতিশয় রোষান্বিত হইয়াছিল তথাচ অলিতিস পম্পির সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে ঐ হত্যার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে ভয় করেন নাই। এসিশিয়স নামক এক ব্যক্তি প্রধান দূত দাইওনকে অস্ত্রাঘাতে বধ করিয়াছিল একারণ বিচারাগারে তাহার নামে অভিযোগ হইলেও এবং তাহার দোষ স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইলেও ধনলোলুপ বিচার পতিরা তস্কমির নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষি বলিয়া মুক্ত করিল। কিয়ৎকাল পরে সেনেটরেরা এই আদেশ করিলেন যে ইজিপ্তরাজকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপিত করিতে হইবে তাহাতে রোম নগরের প্রধান২ লোকেরা অনেক অর্থলাভের আশ্বাসে ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার প্রাপণের প্রার্থনা করিতে লাগিল কিন্তু সকলেই প্রার্থক হওয়াতে অনেক দিবস পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের বাদানুবাদ হইল অবশেষে তাঁহারা আপনারদের সিবিল নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিলেন যে ইজিপ্ত দেশীয় কোন রাজাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করা তাঁহারদের পক্ষে বিহিত নহে সুতরাং সে কার্য্য হইল না। তলমি রোম নগরে অনেক কাল বিলম্ব হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং সাধারণ লোকেরাও তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিল অতএব তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এফিশস নগরস্থ দায়ানা দেবীর মন্দিরে আসিয়া পরে কি ঘটনা হয় তাহার প্রতীক্ষায় রহিলেন কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া দেখিলেন যে তিনি বারম্বার লিপিযোগে সাহায্য প্রার্থনা করিলেও সেনেটরেরা তাঁহার বিষয়ে কিছুই ধার্য্য করিলেন না সুতরাং অবশেষে পম্পির পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া সিরিয়া দেশের প্রতিনিধি কন্সল গেবিনিয়সকে আনুকূল্য করিতে

ready to undertake any thing for money. The application was successful; and, though it was contrary to an express law for any governor to go out of his province without positive orders from the senate and people of Rome, yet Gabinius ventured to transgress this law, upon condition of being well paid for his pains. As a recompense for his trouble, however, he demanded ten thousand talents; that is, about £1,937,500 sterling. Glad to be restored on any terms, Ptolemy agreed to pay the sum demanded; but Gabinius refused to stir until he had received one half of it. This obliged the king to borrow it from a Roman knight called Caius Rabirius Posthumius, Pompey interposing his credit and authority for the payment of the principal sum and interest.

Gabinius now set out for Egypt, attended by the famous Mark Antony, who at this time served in the army under him. He was met by Archelaus, who since the departure of Auletes had reigned in Egypt jointly with Berenice, at the head of a numerous army; but the Egyptians were utterly defeated, and Archelaus taken prisoner in the first engagement. Gabinius might now have put an end to the war, but his avarice prompted him to dismiss Archelaus, on the latter paying a considerable ransom; after which, pretending that the captive had made his escape, fresh sums were demanded from

অনুরোধ করিলেন। গেবিনিয়স অত্যন্ত পামর স্বভাব ছিল অর্থলোভে কোন কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইত না সুতরাং ইজিপ্ত রাজের নিবেদন তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য করিল আর রোম নগরস্থ সেনেটর এবং সাধারণ লোকের অনুমতি ব্যতীত প্রদেশাধিপতিদের প্রতি স্ব২ অধিকার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করণের স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও বিপুল অর্থ প্রাপ্তির পণে সাহস পূর্ব্বক রাজকীয় ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা করিল। গেবিনিয়স স্বীয় পরিশ্রমের পুরস্কারার্থ ইজিপ্ত রাজের নিকট দশ সহস্র তালন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৯৩৭৫০০০ টাকা পারিতোষিক চাহিল, তলমি যত অর্থব্যয়ে হউক রাজ্য লাভ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক এই ভাবিয়া তাহার যাচিত পণ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু গেবিনিয়স কহিল অর্দ্ধেক পণ হস্তগত না করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিব না অতএব ইজিপ্ত রাজকে ঋণ করিতে হইল, এবং পম্পি সর্দ্ধিক ঋণোদ্ধারার্থ এক প্রকার প্রতিভূ হওয়াতে কাইয়স রেবিরিয়স পস্থুমস নামক এক জন সম্ভ্রান্ত রোমান তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিলেন।

অনন্তর গেবিনিয়স ইজিপ্ত দেশে রণযাত্রা করিলেন মার্ক আন্তোনি নামে প্রসিদ্ধ রোমান সেনানী তৎকালে তাঁহার অধীনে যুদ্ধ কার্য্য করিতেন তিনিও তাঁহার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। রোমান সেনারা উপস্থিত হইলে আর্কিলেয়স যিনি অলিতিসের স্বদেশ ত্যাগের পর বেরীনিশী রাণীর সহিত নিরন্তর রাজ্যভোগ করিতেছিলেন তিনি অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া শত্রু পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু একবার সম্মুখ যুদ্ধ হওয়াতেই ইজিপ্তীয় লোকেরা পরাভূত হইল এবং আর্কিলেয়স স্বয়ং শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। গেবিনিয়স ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের শেষ করিয়া তলমিকে একেবারে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিতেন কিন্তু আরো অর্থ আকর্ষণের লোভে আর্কিলেয়সের নিকট যথেষ্ট ধন

Ptolemy for defraying the expenses of the war. For these sums Ptolemy was again obliged to apply to Rabirius, who lent him what money he wanted, on exorbitant interest; but at last Archelaus was defeated and killed and thus Ptolemy again became master of all Egypt.

No sooner had Auletes regained possession of the throne, than he put to death his daughter Berenice, and oppressed his people by the most cruel exactions, in order to raise the money he had been obliged to borrow whilst in a state of exile. These oppressions and exactions the Egyptians bore patiently, being intimidated by the garrison which Gabinius had left in Alexandria. But notwithstanding the heavy taxes which Ptolemy laid on his people, it does not appear that he had any serious intention of paying his debts. Rabirius, who, as we have already observed, had lent him immense sums, finding that the king affected delays, undertook a voyage to Egypt in order to expostulate with him in person. But Ptolemy paid little regard to his expostulations, and excused himself on account of the bad state of his finances, at the same time offering to make Rabirius collector-general of his revenues, in order that, whilst thus employed, he might indemnify himself. The unfortunate creditor accepted the employment, in the hope of recovering his debt; but soon afterwards, upon some frivolous

লইয়া তাহার বন্ধন মোচন করিলেন পরে দৈবাৎ শক্র বন্ধন ছেদ করিয়া পলায়ন করিয়াছে এই বলিয়া যুদ্ধ প্রবল রাখিবার ব্যয়ার্থ তলমির নিকট আরও মুদ্রা চাহিলেন। অতএব তলমিকে পুনশ্চ রেবিরিয়সের নিকট ঋণগ্রহণ করিতে হইল তাহাতে রেবিরিয়স যথেষ্ট লাভের পণে তাহার প্রয়োজন মত টাকা কর্জ্জ দিলেন। অবশেষে আর্কিলেয়স যুদ্ধে পরাস্ত ও হত হওয়াতে তলমি পুনশ্চ ইজিপ্ত দেশের রাজ্য লাভ করিলেন।

তলমি রাজ্য লাভ করিবা মাত্র আপন কন্যা বেরিনিশীকে বধ করিলেন এবং দেশ ত্যাগি অবস্থায় যে বিপুল অর্থ ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তৎপরিশোধার্থ প্রজারদের সম্পত্তি হরণ করত সকলের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে লাগিলেন। গেবিনিয়স আলেগজন্দ্রিয়া নগর রক্ষার্থ যে রোমান সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারদের ভয়ে প্রজারদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রাজকৃত অত্যাচার ও সম্পত্তি হরণ সহিষ্ণুতা করিতে হইল। পরন্তু তলমি বল পূর্ব্বক প্রজারদের বিভব হরণ করিলেও বোধ হয় তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার মানস ছিল না। রেবিরিয়স যিনি তাঁহাকে রাশিং অর্থ কর্জ্জ দিয়াছিলেন তিনি ইজিপ্ত রাজের ঋণ শোধে বিলম্ব দেখিয়া বাদানুবাদ করণার্থ জাহাজ যোগে তথায় স্বয়ং যাত্রা করিলেন, তলমি তাঁহার হেতুবাদে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেন না এবং ছল করিয়া কহিলেন রাজকোষ শূন্য একারণ আমি ঋণোদ্ধার করিতে অক্ষম, পরে রেবিরিয়সকে কর সংগ্রহণ কার্য্যের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করিতে চাহিয়া কহিলেন তুমি কর সংগ্রহ করত আপনার প্রাপ্তব্য ধন গ্রহণ করিতে পারিবা, রেবিরিয়স আপনার প্রাপ্য ধন আদায় করিবার প্রত্যাশায় ঐ কর্ম্ম গ্রাহ্য করিলেন কিন্তু কিয়দ্দিবস পরেই তলমি কোন তুচ্ছ বিষয়ে তাঁহার প্রতি অন্যায় পূর্ব্বক

pretence or other, Ptolemy caused him and all his servants to be closely confined. This base conduct exasperated Pompey as much as Rabirius; for the former had been in a manner security for the debt, as the money had been lent at his request, and the business transacted at his country house near Alba. However, as Rabirius had reason to fear the worst, he seized the first opportunity of making his escape, glad to escape with life from a debtor at once so faithless and cruel. To complete his misfortunes, he was prosecuted at Rome as soon as he returned, first, for having enabled Ptolemy to corrupt the senate with sums lent him for that purpose; secondly, for having debased and dishonoured the character of a Roman knight, by farming the revenues, and becoming the servant of a foreign prince; and, thirdly, for having been an accomplice with Gabinius, and sharing with him the ten thousand talents which that proconsul had received for his Egyptian expedition. But, by the eloquence of Cicero, Rabirius was acquitted; and one of the best orations to be found in the writings of that illustrious Roman was composed on this occasion. Gabinius was also prosecuted; and, as Cicero spoke against him, he very narrowly escaped death. He was, however, condemned to perpetual banishment, after having been stripped of all he was worth; and he lived in exile until the time of

দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সকল ভৃত্যের সহিত কারারুদ্ধ করিলেন। ইজিপ্ত রাজের ঐ কুৎসিত আচরণের সংবাদ শুনিয়া পম্পিও রেবিরিয়সের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন কেননা তলমি যখন আল্‌বা সন্নিহিত তাঁহার উদ্যানে অবস্থিতি করেন তখন তাঁহার কথাতেই রেবিরিয়স টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল সুতরাং তিনি ঋণ পরিশোধার্থ এক প্রকার প্রতিভূ হইয়াছিলেন। রেবিরিয়স এমত নিষ্ঠুর এবং অবিশ্বাসি অধমর্ণের নিকট নিস্তার নাই এই ভাবিয়া সুযোগ পাইবামাত্র আত্ম জীবন লইয়া ইজিপ্ত হইতে পলায়ন করিলেন, কিন্তু ধনে বঞ্চিত হইয়াও শাস্তি ভোগ করিতে পাইলেন না, রোম নগরে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই বিচারাগারে তাঁহার নামে অভিযোগ হইল কেননা প্রথমতঃ তিনি সেনেটর গণকে উৎকোচ দিবার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ দিয়া তলমির যথেষ্ট অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় রাজার দাসত্ব স্বীকার করত রাজস্ব শুল্কাদির ইজারা লইয়া রোম দেশীয় মর্য্যাদার লাঘব ও অযশঃ করিয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ গেবিনিয়সের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সে ব্যক্তি ইজিপ্তীয় যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে দশ সহস্র তালন্ত পাইয়াছিল তাহার অংশ লইয়াছিলেন। রেবিরিয়স বিচারাগারে এই রূপে অপবাদিত হইলে সিসিরো তাঁহার দোষ খণ্ডনার্থ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ উত্তমর্ণ নির্দ্দোষি রূপে গণিত হইলেন। সিসিরো নানাবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু রেবিরিয়সের দোষ খণ্ডনার্থ উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রচিত হইয়াছিল। পরে গেবিনিয়সের নামেও ঐ রূপ অভিযোগ হইল এবং সিসিরো তাহার বিপক্ষে বক্তৃতা করাতে তিনি প্রাণ সংশয়ে পতিত হইলেন এবং মৃত্যু দণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেও সমস্ত বিভব হারাইয়া যাবজ্জীবন বিদেশে প্রবাস করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তিনি রোম দেশীয় গহ বিবাদ পর্য্যন্তই দেশ ত্যাগী

the civil wars, when he was recalled by Cæsar, in whose service he lost his life.

Auletes enjoyed the throne of Egypt about four years after his restoration, and at his death left his children under the tuition of the Roman people. Among the infants thus left to the protection of the republic were Cleopatra, who afterwards became so famous, and her brother Ptolemy Dionysius. As soon as these princes became of age, they were placed on the throne, and associated in the government; but their union was of short continuance, and each being supported by a numerous party, their dissensions soon terminated in a civil war. In this contest the queen was beaten, and compelled to seek refuge in Syria. But not long after her misfortune Julius Cæsar appeared in Egypt: his victory at Pharsalia had given him Rome, he was now undisputed master of the republic, and he had come to Egypt to complete his conquest by quelling the intestine commotions which had distracted that kingdom. Celopatra lost no time in repairing to Alexandria, and having managed to obtain a secret interview with the Roman general, speedily secured his powerful favour by her arts and caresses. This able but profligate soldier immediately restored her to power, and issued a decree in the name of the senate, which in fact existed only in his own person, ordaining that Ptolemy Dionysius and his sister Cleopatra should be acknow-

হইয়া থাকেন পরে সিজরের আহ্বানে পুনশ্চ স্বদেশে আসিয়া তাঁহার দলস্থ সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ করিতেং রণশায়ী হয়েন।

অলিতিস রাজ্য লাভের পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রজা পালন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আসন্ন কালে আপনার সন্তান সন্ততি গণকে রোমান জাতির অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়া যান। রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত রোমান জাতির হস্তে সমর্পিত ঐ রাজ সন্তানাদির মধ্যে ক্লিওপাত্রা নামে এক কুমারী ছিল তিনি পরে অত্যন্ত বিখ্যাতা হয়েন, আর তদ্ভিন্ন দাইওনিসিয়স নামে এক কুমারও ছিল। এই নৃপনন্দন এবং রাজ নন্দনী দুই জনে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উভয়েই রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া একত্র রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে পরস্পরের প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন আর প্রত্যেকের পক্ষে ভূরিং অনুগত লোক থাকাতে তাহারদের বাগযুদ্ধে শীঘ্র গৃহ বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল, ক্লিওপাত্রা রণে পরাভূতা হইয়া সিরিয়া দেশে পলায়ন করিতে বাধিত হইলেন। কিয়ৎকালানন্তর জুলিয়স সিজর ইজিপ্ত দেশে উপস্থিত হইলেন, তিনি ফার্সেলিয়ার যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া রোম নগর অধিকার পূর্ব্বক রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন অতএব সম্পূর্ণ জয়লাভার্থ ইজিপ্ত দেশের গৃহবিচ্ছেদ উচ্ছেদ করিতে মানস করিলেন। ক্লিওপাত্রা সিজরের আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্রে আলেগজন্দ্রিয়া নগরে ত্বরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৌশল পূর্ব্বক ঐ রোমান সেনানীর সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আপনার মোহন রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ করত তাঁহার অনুরাগ ভাজন হইলেন, সিজর শৌর্য্যবীর্য্যে প্রধান হইলেও স্ত্রৈণতা দোষে ক্লিওপাত্রার অনুকূল হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া সেনেটরের দিগের নামে এই আজ্ঞা পত্র প্রকাশ করিলেন যে দাইও-

ledged as joint sovereigns of Egypt. This arrangement, however, displeased the partizans of the young king, who had recourse to a stratagem, by which Cæsar and his attendants narrowly escaped destruction. A war soon afterwards ensued; Ptolemy was defeated and killed; and the power of the Romans was established by the right of conquest, no less than by the title of guardianship.

In order to satisfy the prejudices of the Egyptians, Cleopatra was now provided with a colleague; and her youngest brother, then not more than eleven years of age, was placed beside her on the throne. Such an appointment could not possibly serve as any real restraint on the authority of the queen, or as a limitation of her power, although this was no doubt the object of the people in requiring it; but notwithstanding that the control thus established was in a great measure nominal, the apparent check was removed by the murder of the unhappy boy, who fell a victim to the remorseless jealousy which at the period in question inflamed, whilst it dishonoured, the descendants of Ptolemy Lagus. But the term of the dynasty which this great man had founded was now approaching. The murder of Julius Cæsar, and the subsequent defeat of Mark Antony, raised the fortune of Octavianus above all rivalry or competition, and at length invested him with the purple, as the acknowledged head of the Roman empire. Cleopatra,

নিলিয়স এবং ক্লিওপাত্রা উভয়েই একত্র রাজ্য ভোগ করি-বেন। দাইওনিসিয়সের দলস্থ লোকেরা ঐ আজ্ঞা পত্রে অসন্তুষ্ট হইয়া কৌশল পূর্ব্বক সিজরকে সংহার করিতে চেষ্টা করিল তাহাতে সিজর সমভিব্যাহারি জন গণের সহিত অতি-কষ্টে আত্ম প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর বিগ্রহ উপ-স্থিত হওয়াতে তলমি পরাভূত ও হত হইলেন সুতরাং রোমানেরা পূর্ব্বে যে রাজবংশের রক্ষক মাত্র থাকিয়া ইজিপ্ত দেশে প্রভুত্ব করিতেন এক্ষণে তাহারদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সে দেশ সম্পূর্ণ রূপে আপনারদের অধীন করিলেন।

কোন রাজ্ঞী একাকিনী রাজত্ব করিলে ইজিপ্তীয় লোকেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইত অতএব ক্লিওপাত্রা রাণী হইয়া প্রজা-রদের সান্ত্বনার্থে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনারূঢ় করিয়া রাজ্যাংশী করিলেন কিন্তু তৎকালে সেই কুমারের বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র ছিল সুতরাং তাহাতে প্রজারদের অভি-প্রায় সিদ্ধ হইল না কেননা তিনি ভগিনীর একাধিপত্যে কোন প্রকার ব্যাঘাত করিতে অথবা তাঁহার পরাক্রম কোন রূপে খর্ব্ব করিতে সক্ষম ছিলেন না। রাণী অনুজকে রা-জ্যাংশী করাতে তাঁহার স্বেচ্ছাচারিত্বে কেবল নাম মাত্র বাধা জন্মিয়াছিল তথাচ তিনি ঐ সহায় হীন কুমারকে বধ করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কণ্টক করিলেন। তৎকালে তল-মি লেগসের বংশীয় সকলেই কুলপাংসন হইয়া নির্দ্দয় চিত্তে পরস্পরের হিংসায় মত্ত হইত তাহাতেই ঐ নৃপতি তনয় হত হয়েন তাহার পরে লেগস রাজার বংশ আর অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে পায় নাই। জুলিয়স সিজরের হত্যা এবং তৎপরে আন্তোনির পরাভব হওয়াতে অক্টেবিএনস নিঃসপত্নে ও নিষ্কণ্টকে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে রাজচিহ্ন স্বরূপ লোহিত পরিচ্ছদে ভূষিত হও-য়াতে রোমান সম্রাজ্যে সর্ব্বাধিপতি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া-

whose charms had enslaved the triumvir to his ruin, escaped by a voluntary death from the vengeance of the conqueror. Suspecting that he intended to degrade her, by assigning her a place in the train of captives who were to adorn his triumphal ascent to the capitol, the favorite of Cæsar and of Antony spared herself this ignominy by means of the friendly poison of an asp. With Cleopatra ended the line of the Greek sovereigns, and the descendants of Ptolemy Lagus, the founder of the Greek dynasty of Egypt, after having governed that country for the space of two hundred and ninety years.

From this time Egypt became a province of the Roman empire, and its history merged in that of the mighty people by whose lieutenants it was henceforth governed. Occasionally disturbed by intestine insurrections, and sometimes a prey to foreign war, it was nevertheless maintained against both domestic and external foes, until the decline of the Roman power under the successors of Augustus rendered it necessary to abandon the extremities in order to defend the heart of the empire, and to withdraw the legions from distant provinces in order to protect from the inroads of barbarians the countries situated on the Danube and the Tiber. In the beginning of the second century, the indefatigable Hadrain spent two years in Egypt, and during his stay laboured with his accustomed perseverance to

ছিলেন। ক্লিওপাত্রা নিজ রূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়া আন্তোনিকে অনুগত করাতেই সেই সেনানীর প্রভাব ক্ষয় হয় তিনি এক্ষণে বিজয়ি বীরের কোপ দেখিয়া ভীতা হইয়া আত্ম হত্যা করিলেন, তাঁহার মনে এই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে তিনি জীবিতা থাকিলে অক্তেবিএনস রোম নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জয় যাত্রার সমারোহ কালে তাঁহাকে বন্দি শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করিয়া অপমান পুরঃসর সঙ্গে লইয়া কাপিতলে আরোহণ করিবেন। সিজর এবং আন্তোনি যে রাজ মহিষীর সহিত ক্রমশঃ প্রণয় করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার অপমান শঙ্কা অবশ্য দুঃসহ বোধ হইয়া থাকিবে অতএব ক্লিওপাত্রা বক্ষঃস্থলে কালসর্প সংযোগ করিয়া আপনাকে ঐ ভয় হইতে মুক্ত করিলেন। ক্লিওপাত্রার মরণান্তে ইজিপ্ত দেশে আর কোন গ্রীক নরপতি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই সুতরাং তথাকার প্রথম গ্রীক রাজ তলমি লেগসের বংশ দুই শত নবতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া অবসন্ন হইল।

ঐ সময়াবধি ইজিপ্ত দেশ রোম রাজ্যাধীন হইয়া রোমান অধ্যক্ষ দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল, সুতরাং তদ্দেশীয় পুরাবৃত্তও রোম রাজ্যের ইতিহাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। রোমানেরা ইজিপ্ত রাজ্যেশ্বর হইলে তথাকার প্রজারা মধ্যে২ বিদ্রোহ করিয়াছিল আর বিদেশীয় লোকেরাও কখন২ যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু রোমানেরা দেশীয় বা বিদেশীয় সকল প্রকার শত্রু দমন করিয়া ঐ দেশ আপনারদের অধীনে রাখিয়াছিল। অবশেষে অগস্তস রাজার উত্তরাধিকারিদের কালে রোম রাজ্যের প্রভাব ক্ষয় হওয়াতে প্রান্তস্থিত প্রদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যবর্ত্তি দেশ রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল সুতরাং রোমানেরা দেনিউব এবং তাইবর নদী তীরস্থিত দেশ রক্ষা করিবার মানসে অসভ্য জাতিরন্দের আক্রমণ নিরাকরণ করণার্থ সমস্ত সৈন্যকে ইজিপ্ত প্রভৃতি দূরস্থ প্রদেশ হইতে প্রত্যা-

revive among the natives a love of letters, and a taste for the beauties of architecture. At a somewhat later period, Severus made a similar visit to the land of the Pharaohs and Ptolemies, and, like his illustrious but eccentric predecessor, exerted himself to relieve the burdens and ameliorate the condition of the people; at the same time encouraging every attempt made to repair the ancient monuments, to replenish the libraries of Alexandria with books, and the museums with instruments and works of art, and above all, to withdraw studious or contemplative minds from the dangerous and absurd pursuits of magic and judicial astrology. During the reigns of Claudius and Aurelian, Egypt was slightly agitated in consequence of the pretensions of Zenobia, queen of Tadmor or Palmyra, who, as a descendant of the Ptolemies, declared herself sovereign of Egypt, marched her armies to the frontiers of that country, and even gained some advantages over the Romans; but her troops being firmly opposed by the legions, at length sustained a total defeat, when the queen herself was taken prisoner and carried captive to Rome. At a subsequent period the Emperor Probus visited Egypt, where, under his auspices, many considerable works were executed; the navigation of the Nile was improved; and temples, bridges, porticos, and palaces were constructed, chiefly by the hands of the soldiers, who

বৃত্ত করাইয়াছিল। খ্রীষ্টাব্দের এক শত বর্ষ গতে হেড্রিয়ান রাজা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইজিপ্ত দেশে বাস করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং স্বভাবতঃ পরিশ্রমী প্রযুক্ত বহুতর যত্নে তথাকার প্রজারদিগকে পূর্ব্ববৎ বিদ্যানুরাগি এবং শিল্প বিশারদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদনন্তর কিয়ৎকাল পরে সিবিরস রাজাও ঐরূপে ইজিপ্তে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত যশস্বি অথচ অস্থিরচিত্ত মহীপালের ন্যায় প্রজারদের ক্লেশ শান্তি এবং অবস্থা শোধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন প্রাসাদাদির পুনঃসংস্কার করিতে ও আলেগজন্দ্রিয়া নগরস্থ পুস্তক মন্দির এবং মুজিয়ম অর্থাৎ বিচিত্র দ্রব্যাদির আধার স্থানকে নানাবিধ গ্রন্থে ও উত্তম২ শিল্প কার্য্যে পরিপূর্ণ করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন বিশেষতঃ বিদ্যার্থি স্থিরধী যোগি পুরুষদিগকে গ্রহনক্ষত্রের শুভাশুভ ফল গণনা এবং ইন্দ্রজাল প্রভৃতি কুসংস্কার উৎপাদক অসঙ্গত পদার্থ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্লদিয়স এবং আরিলিয়ন রাজারদের অধিকার কালে জিনোবিয়া নাম্নী তাদমর অর্থাৎ পালমিরা দেশের রাজ্ঞী তুলমি রাজদিগের বংশে উৎপন্না প্রযুক্ত ইজিপ্ত রাজ্যেশ্বরী বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন এবং তদ্দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত সসৈন্যে যাত্রা পূর্ব্বক রোমান দিগের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃত কার্য্যা হইয়াছিলেন তাহাতে ইজিপ্ত দেশে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু রোমান সেনারা পরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধ করাতে ঐ রাজমহিষীর সৈন্য অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইল এবং রাণী স্বয়ং ধৃতা হইয়া বন্দিস্বরূপে রোম নগরে নীতা হইলেন। অপর প্রোবস রাজাও কিছু কাল পরে ইজিপ্ত দেশ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে অনেক মহৎ২ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি নীল নদীর উপর নৌকাদির গমনাগমনের উত্তম উপায় এবং দেব-

acted as engineers, architects, and common labourers. But on the division of the empire by Diocletian, Egypt fell into a very distracted state; Achilleus at Alexandria, and the Blemmyes, a savage race of Ethiopians, having defied the arms of Rome. Resolved to punish the insurgents, the emperor opened the campaign with the siege of Alexandria; he cut off the aqueducts which supplied the city with water, and, notwithstanding a vigorous resistance, pushed his attack with so much steadiness and effect, that at the end of eight months the besieged submitted to the mercy of the conqueror. Busiris and Coptos were even more unfortunate than Alexandria. These proud cities, one distinguished for its great antiquity, and the other remarkable for its riches, acquired by the transit of the commerce of India, having continued their resistance to the last, were carried by assault and utterly destroyed.

The introduction of Christianity into Egypt was attended by many excesses on the part of the people, and even by some commotions which endangered the stability of the government. The adherents of the ancient faith, the worshippers of Ammon, of Knouphis, and of Ptha, naturally resisted the exposure of their idols, the desecration of their temples, and the destruction of their most sacred monuments; whilst, on the other hand, the ministers of Christianity, with a zeal which far outran the limits of

মন্দির রাজসদন সেতু বারান্দাদি স্থাপন করেন ঐ সকল কার্য্য সমাপনে সেনারা স্বয়ং নির্ম্মাণ দক্ষ শিল্পকর এবং সামান্য কারিকরের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াছিল। পরে দাইওক্লিসিয়ান রাজার অধিকার কালে রাজ্য বিভাগ হওয়াতে ইজিপ্ত দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, আকিলিয়স নামে এক ব্যক্তি আলেগজন্দ্রিয়া নগরে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল এবং ব্লেমিএস নামে এক দল অসভ্য ইথিওপীয় লোকও সাহস পূর্ব্বক রোমানদিগের প্রাতিকূল্য করিয়াছিল। সম্রাট্ ঐ সকল বিদ্রোহকারিরদের আস্পর্দ্ধা দমন করণার্থ আপনি রণসজ্জা করিয়া আলেগজন্দ্রিয়া নগর আক্রমণ করিলেন এবং নগরস্থ লোকদিগকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত নগরের সমস্ত জলপথ রুদ্ধ করিলেন, নগর রক্ষকেরা মহা বিক্রম পূর্ব্বক তাঁহার চেষ্টা বিফল করিতে যত্ন করিয়াছলি কিন্তু তিনি এমত শৌর্য্য বীর্য্যের সহিত অবিরত আক্রমণ করিতে লাগিলেন যে অষ্ট মাসের পর প্রজারা অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণাগত হইল। পরে বুসিরিস এবং কপ্তস নগরেও যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সেখানকার লোকেরা আলেগজন্দ্রিয়াস্থ জনগণাপেক্ষা অধিক দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ঐ দুই নগরীর মধ্যে একটা অতি প্রাচীন ছিল দ্বিতীয়টা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের পথ স্বরূপ হওয়াতে অতিশয় ধনাঢ্য হইয়াছিল একারণ উভয় নগরস্থ লোকেরাই মহাগৌরবান্বিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও শত্রুরা খরতর বেগে আসিয়া তাহাদের জনপদ অধিকার করিয়া সদ্য বিনষ্ট করিল।

ইজিপ্ত দেশে যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার হয় তখন প্রজারা অনেক অত্যাচার করিয়াছিল এবং গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাজ্যের বিভ্রাট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিরা অর্থাৎ এমন, ...ফিস এবং ... দেশের

discretion, wantonly insulted the opinions of the idolaters, whose ignorance they disdained to enlighten, and sometimes set at defiance the authority of the civil magistrate, when interposed for the preservation of the public peace. But after the conversion of Constantine, the spirit of Christianity grew milder as its ascendency became more certain, and the power of the church was effectually exerted, in co-operating with the provincial rulers, for supporting the rights of the empire and repelling the inroads of barbarians; nor was it until a new religion sprung up in Arabia, and gave birth to a dynasty of warlike fanatics, claiming a direct descent from the new Prophet, that Egypt, wrested from the hands of its European conquerors, was forced to receive more arbitrary masters, and to submit to a severer yoke. At this era, when the crescent arose in its first splendour over the cross, we terminate our retrospect of the ancient history of Egypt.—*Encyclopædia Britannica.*

FINIS.

উপাসকেরা আপনারদের দেব বিগ্রহের অপমান এবং দেব মন্দিরের প্রতি অশ্রদ্ধা আর সকল পবিত্র দ্রব্যের ভঞ্জন এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক ঐ বিষয়ে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যাজকেরাও জ্ঞান জ্যোতি র্দ্বারা তাহারদের অবিদ্যা তিমির উচ্ছিন্ন না করিয়া বরং বিবেচনা ও সুশীলতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অসঙ্গত ঔৎসুক্য প্রকাশ করত কেবল পৌত্তলিকদিগের মতের নিন্দা করিত এবং গোলযোগ উপস্থিত হইলে যদি রাজপুরুষের তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহারদিগকেও কখন২ অমান্য করিত। কিন্তু অবশেষে কনস্তান্তিন রাজা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে যাদৃশ সে ধর্ম্মের প্রাবল্য নিঃসন্দেহ হইয়াছিল তাদৃশ তৎসাধকেরদের মনে অধিক ধৈর্য্যও জন্মিয়াছিল তাহাতে যাজকেরা রাজপুরুষদিগের সাহায্য করত যত্ন পূর্ব্বক রাজ শক্তি রক্ষা এবং অসভ্য জাতিরদের উৎসাহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ইহাতে ইজিপ্ত দেশ অনেক কাল পর্য্যন্ত কুশলাবস্থায় রহিল। পরে আরবি দেশে এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হওয়াতে তৎপ্রচারক আচার্য্যের বংশাভিমানি কতিপয় ধর্ম্মমত্ত অথচ রণোৎসাহি বীরেরা ইজিপ্ত দেশকে বলদ্বারা ইউরোপীয় রাজার হস্ত হইতে গ্রহণ করিল তাহাতে তদ্দেশীয় লোককে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বেচ্ছাচারি মহীপাল গণের অধীন হইয়া আরও দুঃসহ দাসত্ব ভোগ করিতে হইয়াছিল। যৎকালে মোসলমান ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূলে প্রথমতঃ প্রভাবশালি হয় আমরা সেই কাল পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি ইজিপ্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। ইতি

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

| পৃষ্ঠ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৯ | ৭ | আহারা কেবলর্থ | আহারার্থ কেবলে |
| ১৪ | ২৫ | পঞ্চবিংশতি সহস্র | দ্বাদশ সহস্র পাঁচ শত |
| ৪৩ | ১৩ | করারুদ্ধ | কারারুদ্ধ |
| ৭০ | ১২ | বণিজ্যের | বাণিজ্যের |
| ৭৭ | ৭ | অনুধারন | অনুধাবন |

---

## ENCYCLOPÆDIA BENGALENSIS,

### ALREADY PUBLISHED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. I. Hist. of Rome part I. | (Diglot Edition,)........ | 2 | 8 |
| ,, ,, | (Bengali Edition,)....... | 1 | 4 |
| ,, ,, | Ditto to native students.. | 0 | 10 |
| No. II. Geometry part I. | (Diglot Edition.)........ | 2 | 8 |
| ,, ,, | (Bengali Edition,)...... | 1 | [illegible] |
| ,, ,, | [illegible]ve students, | | |
| No. III. Miscellaneous part I. | (Diglot Edition,)........ | 2 | [illegible] |
| ,, ,, | (Bengali Edition,)..... . | 1 | 4 |
| ,, ,, | Ditto to native students,.. | | 10 |
| No. IV. Hist. of Rome part II. | (Diglot Edition,) ...... | 2 | 8 |
| ,, ,, | (Bengali Edition,) ..... | 1 | 4 |
| ,, ,, | (Ditto to native students,) | 0 | 10 |
| No. V. Biography part I. | (Diglot Edition.) ...... | 2 | 8 |
| ,, ,, | (Bengali Edition,) ..... | 1 | 4 |
| ,, ,, | Ditto to native students.. | 0 | 10 |
| No. VI. History of Egypt. | (Diglot Edition,)........ | 2 | 8 |
| ,, ,, | (Bengali Edition)........ | 1 | 4 |
| ,, ,, | Ditto to Native Students. | | 10 |